'সাম্প্রদায়িক'

অম্বিকা প্রসাদ পাল

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

সাম্প্রদায়িক

অম্বিকা প্রসাদ পাল

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

SAMPRADAIK
An Essay *By*
Ambika Prasad Paul

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১১
দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১২

প্রকাশক :
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

বর্ণস্থাপন :
জেএমএস এন্টারপ্রাইজ
১৫সি, ভুবন সরকার লেন
কলকাতা-৭০০০০৭
মো ঃ ৯৮৩১৬৭২৪৯৮

মুদ্রণে :
ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১এ, গড়পাড় রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

মূল্য : ৫০ টাকা

"উৎসর্গ"

যাঁর অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতায় এ বইয়ের প্রকাশ,

সেই পরম সুহৃদ, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়ের করকমলে

এই পুস্তক উৎসর্গ করলাম।

গ্রন্থকার

লেখকের ঘোষণা

আমি অম্বিকা প্রসাদ পাল সজ্ঞানে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে—

এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশ করা হল। গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার আমারই।

এই গ্রন্থের যা কিছু ভাল-মন্দ, তার দায় কেবলমাত্র আমার।

স্বাক্ষর

তারিখ : ১৮.০৬.২০১১

অম্বিকা প্রসাদ পাল
কলকাতা-৭০০১১১

সাম্প্রদায়িক ভেদ-নীতির বিষময় ফল দাঙ্গা- দেশভাগ, লক্ষ লক্ষ হিন্দুর সর্বনাশ। ৬০ বছরের মধ্যে আবার শুরু হয়েছে সুবিধাবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তন্ত্র সাধনা।

ইতিমধ্যে হিন্দু বাঙালি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত। তারই কিছু তথ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছিলাম।

কিন্তু সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের যুগে এসব পড়বে কে?

পরম সুহৃদ শ্রদ্ধেয় শ্রী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পুস্তাকাকারে প্রকাশে আগ্রহী হই।

শ্রী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, সাহায্য এবং পরামর্শ ছাড়া এ বই প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

—অম্বিকা প্রসাদ পাল

ভূমিকা

আকণ্ঠ সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ডুবে আছেন যে সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁরাই প্রতিনিয়ত গোয়েবলসীয় কায়দায় প্রকৃত দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী এবং প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। এই তথাকথিত সেকুলার বাবুদের কাছে হিন্দুধর্মের কথা বললে হয় সাম্প্রদায়িক। অথচ সংখ্যালঘুরা ধর্মের নামে যখন স্টিমরোলার চালায় তখন তাঁরা চুপ করে থাকেন। তাই সাবেক পূর্ব পাকিস্থান থেকে দেড় কোটি হিন্দু ও বৌদ্ধ অত্যাচারিত হয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হলে অথবা কাশ্মীর থেকে দুই লক্ষ হিন্দু পণ্ডিত বিতাড়িত হলে তাঁরা একটি বাক্যও খরচা করেন না।

বাবরি নামে একটি বিতর্কিত কাঠামোর শোকে এঁরা প্রায় উন্মাদ হয়ে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেন। কিন্তু ভুলেও বাবরের দিনলিপি তুজুখ-এ-বাবরির অনুবাদ বা ফৈজাবাদ কালেক্টরীর রেকর্ড পড়ে দেখে প্রকৃত সত্য জানতে চান না। কোন ঐতিহাসিক বা পুরাতত্ত্ববিদের মতামতও জানতে চান না। এঁরা ঘটা করে ইফতার পার্টি দেন অথচ বিজয়ার শুভেচ্ছার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান।

এই প্রসঙ্গে ৫.১০.১৯৮৩ তাং আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ উল্লেখ করছি। দেশের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত এক উচ্চ পর্যায়ের সমীক্ষক দল তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন, আরব দেশগুলি থেকে ইসলামের পুনরুত্থানের নামে ভারতে প্রচুর টাকার আমদানী এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক মুসলিম দলগুলির প্ররোচনাই ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অন্যতম কারণ।

১৯৮৩ থেকে ২০০১ এই ১৭ বছরে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়েছে। অনুপ্রবেশকারী মুসলমানে দেশ ছেয়ে গিয়েছে। পাকিস্থানী গুপ্তচর সংস্থার কার্যকলাপ আশংকাজনক ভাবে বেড়ে গিয়েছে।

অতি সাম্প্রতিক তিনটি মাত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

১। ৬ ডিসেম্বর ২০০০ মালদহ শহরের বুকে জামাত-ই-ইসলামিয়া (হিন্দ)-এর ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (S.I.M.I.)-এর জনসভায় প্রকাশ্যে ডাক দেওয়া হয় "মালদহ থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত ইসলাম রাজত্ব কায়েম করো।"

২। গত ২৯শে ডিসেম্বর ২০০০ বর্তমান পত্রিকার ৫-এর পাতায় সংবাদ—সীমান্তবর্তী এলাকায় ভোটার তালিকায় নাম তুলতে সংগঠন গড়েছে অনুপ্রবেশকারীরা। মদত দিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি।

৩। ২১শে জানুয়ারি ২০০১ কলকাতার রোকেয়া পার্কের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। রোকেয়া পার্কে পুরসভার অনুমতি নিয়ে বসানো মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ও চারণ কবি মুকুন্দ দাসের মূর্তি দুইটি সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেয়র।

এরকম সংবাদ প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হয়। আমরা ছাপোষা মানুষ সব পড়ি না। পড়লেও গুরুত্ব দিই না। দেশ-ভাগ পূর্বে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার দাবীগুলি বিভিন্ন উগ্রপন্থী মুসলিম সংগঠনের মাধ্যমে আবার পেশ করা হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িকতা কি, আর কারা সাম্প্রদায়িক এই নিয়ে কিছু তথ্য পরিবেশন করলাম। সহৃদয় পাঠকগণ সত্য উপলব্ধি করলে পরিশ্রম সার্থক হবে। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করে লিখতে হলো। ভাষার ত্রুটি থাকলে ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে জানাই, আমার অনুভব এই যে— হিন্দুধর্মে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই।

মাঘী পূর্ণিমা — বিনীত

২৫শে মাঘ, ১৪০৭ — অম্বিকা প্রসাদ পাল

নান্দীপাঠ

জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়

আমরা সবাই জানি, মানব সভ্যতার অগ্রগতির কোন এক সময়ে ধর্মের আবির্ভাব ঘটে বা উদ্ভব হয়। ধর্ম মানুষ তৈরি করেনি। বরং মানুষই ধর্ম তৈরি করেছে। আর সেই ধর্মের বৈধতা দিতে বা বহুজনগ্রাহ্যতা আনতে প্রায় সব ধর্মেই কিছু কিছু অলৌকিক অবিশ্বাস্য সব বৃত্তান্ত ফাঁদা হয়েছে। এর বিরোধিতা করার দুঃসাহস প্রায় কেউ দেখান নি। পরবর্তীকালে এই সব ধর্মে বহু সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে। ধর্মেরও শুদ্ধিকরণ ঘটেছে।

তারপর সভ্যতার অগ্রগতির পথ ধরেই সমগ্র পৃথিবীতেই মানুষের ব্যাপ্তি ঘটেছে। দুনিয়া তো একসময় 'সভ্যজগৎ' এবং 'অ-সভ্য জগৎ' রূপে চিহ্নিত/আলোচিত পর্যন্ত হয়েছে। আর প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি ব্যাপারের তেমন একটা চল ছিল না। রাজ্য বা সাম্রাজ্য থাকলেও রাষ্ট্র ছিল না। সেই সময় রাজা ছিল এবং ধর্ম ছিল। কিন্তু বরাবর যেরকম হয়, প্রয়োজনে রাজার নির্দেশে ধর্মেরও সংবর্ধন, সংকর্তন ঘটেছে, রাজভেদে ধর্মের ব্যাখ্যাও পাল্টে গেছে। প্রজাদের ঘাড়ে একাধিক মাথা ছিল না যে, সে ধর্মের ব্যাখ্যায় কোন প্রশ্ন তোলে।

তবু তারই মাঝে এই এক এক জন-গোষ্ঠী বা জাতি-গোষ্ঠী নিজেদের ধর্মের উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন করতে অন্য জন-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করল। এবং সেই যুদ্ধে দেশের রাজন্য শক্তিকেও পাশে পেয়ে গেল। ধর্মের অধিকারীদের প্রসারণবাদী মনোভাবও রাজাদের মধ্যে সহজে সংক্রমিত হত। অথবা বলা যায়, রাজশক্তি এবং ধর্মশক্তি—এই দুটি একসময় একে অন্যের পরিপূরক ছিল। খ্রিষ্টান দুনিয়া এবং ইসলামি দুনিয়ার সম্প্রসারণ এইভাবেই হয়েছে। সেক্ষেত্রে হিন্দু আদৌ সম্প্রসারণবাদী তো ছিলই না, বরং বলা যায়, এই ধর্মটি একান্তভাবে সংকোচনবাদী। ফলত, যা ঘটবার তাই ঘটল। আজ পৃথিবীতে বেশিরভাগ রাষ্ট্র হয় ইসলাম ধর্মের না হয় খ্রিষ্টান ধর্মের অনুগামী। সে ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের রাষ্ট্র একটিও নেই। যদিও সনাতন বা হিন্দু ধর্মই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম।

এমনটা কী ভাবে হল? এখানেও বলতে হয়, মধ্যযুগে হিন্দু রাজাদের মধ্যে কোন ধর্মীয় একাত্মতা বোধ ছিল না। বরং বৈরিতা ছিল। ইতিহাস সাক্ষী। এক হিন্দু রাজা বৈদেশিক শক্তির, মানে ইসলামি শক্তির দ্বারা যখন আক্রান্ত, তখন ধর্মের খাতিরে ওই আক্রান্ত রাজাকে সাহায্য করতে কোন হিন্দু রাজা এগিয়ে আসেনি। অবশ্য দু-একটা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু সে ব্যতিক্রম মাত্র। তৎকালীন বৈদেশিক ইসলামি শক্তি এইভাবেই ভারতভূমিতে ভাগ বসাল। তাদের সৌজন্যেই এ দেশের নতুন নামকরণ হল—হিন্দুস্তান, যার থেকে পরবর্তী কালে ইন্ডিয়া।

মুসলমান শাসিত দেশে প্রবলভাবে ধর্ম (ইসলাম) বিরাজমান। খ্রিষ্টান ধর্মে এবং রাষ্ট্রে

যেমন পোপ, ভ্যাটিকান সিটি, তেমনই মুসলিম রাষ্ট্রে ইমাম এবং মক্কা। কিন্তু হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে এরকম কোন চূড়ান্ত ধর্মাধিকারীও নেই, ধর্মক্ষেত্রও নেই। আমাদের পুরোহিত, ধর্মগুরুরা সব নিজেদের ব্যক্তিগত আখের গোছাতেই ব্যস্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম অবশ্যই চৈতন্যদেব, স্বামী বিবেকানন্দ এবং প্রণবানন্দ স্বামী।

পক্ষান্তরে ইসলামি শাসকেরা প্রথম থেকেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশ, পবিত্রতা নাশ শুরু করল আর হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করতে থাকল। প্রকৃত প্রস্তাবে সুজলা সুফলা ভারতে অল্প পরিশ্রমেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় হিন্দুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা, এমনকি আত্মরক্ষার ক্ষমতাও প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ধর্মীয় একাত্মতা বোধ হিন্দুদের ক্ষেত্রে বড় আলগা ছিল। বিজয়ীর পদতলে সেই যে হিন্দুর ঠাঁই হল, তা থেকে তার মুক্তি ১৭৫৭-তেও ঘটল না। কেবল প্রভু বদল হল। ভাগ্যক্রমে ১৯৪৭-এ ভারত ত্রিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা নামক ললিপপ পেল। ভারত ত্রিধা বিভক্ত হল। হিন্দুদের দাবি মেনে নয়, মুসলমানদের, বলা ভালো, মহম্মদ আলি জিন্নার দাবি মেনে। মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান, একটা পূবে সাবেক পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান, আরেকটা পশ্চিম পাকিস্তান। কিন্তু নামে 'পাক' (পবিত্র) হলে কি হবে, পশ্চিমের মুসলিম ভাইয়েরা পূবের স্বগোত্রীয় ভাইদের উপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করল। এমন কি তাদের মুখের/প্রাণের ভাষার স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হয়। ১৯৫২ সালে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ভাষাগত স্বাধীনতার দাবিতে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল হয়ে ওঠে। এক রাজ্যের মুসলিমের হাতে আরেক রাজ্যের মুসলিমরা আক্রান্ত, নির্যাতিত, নিগৃহীত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৭১ সালে বহু মুসলিমের (এবং হিন্দুরও) প্রাণের বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হয়। এই রাষ্ট্রের মুসলিম-হিন্দুর এবং গায়ে গায়ে লাগা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অসমের লাখো বাঙালি হিন্দুর ভাষাগত ঐক্য থাকলেও ধর্মীয় নিরিখে তারা শত যোজন দূরে। অধিকাংশ মুসলিম (বাঙালি হয়েও) নিজেদের ধর্মীয় পরিচায়টাকে এত বেশি প্রাধান্য দেয় বলেই জাত-ভিত্তিক একটা পার্থক্য রেখা বড় বেশি বে-আব্রু হয়ে পড়ে।

সোজা কথা সোজাসুজিভাবে বলাই আমার অভ্যাস। সেই মোতাবেক বলছি, এখন পশ্চিমবঙ্গের জাতিগত জনবিন্যাসকে নিজেদের কুক্ষিগত করে তোলার চেষ্টা সংখ্যালঘুদের ভিতরে বেশ চারিয়ে গেছে। তারই ফলশ্রুতি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব সীমানা বরাবর ৯টি জেলায় মুসলমানদের উপস্থিতি/অবস্থিতির আনুপাতিক হারের অবিশ্বাস্য বৃদ্ধি। একে তো তাদের জন্মহার হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি। এরপর আছে বৈধ এবং অবৈধভাবে এই পোড়া রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে চিরস্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করা। এই কর্মে এরা সমধর্মী মানুষদের কাছে পেট্রোডলারের নিরন্তর অনুদান পাচ্ছে। আর ইসলামি শাসকদের আধিপত্যবাদিতা আজ বিশ্বস্বীকৃত। ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, মিশর, লিবিয়া, ইথিওপিয়া, মালদ্বীপ—

যেদিকে তাকান, এক ছবি ফুটে উঠবে।

অনেক ধান্দাবাজ হিন্দু রাজনীতিক নিজের সাদা ইমেজটাকে আরো সফেদ করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী ঝেড়ে কেবল মুসলিম উন্নয়নের কথাই বলে। এদেশে মুসলিমরা নিজগুণে বা নিজদোষে পিছিয়ে আছে। তাছাড়া হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে কি দারিদ্র-অভাব নেই? কই, কোন রাজনৈতিক দল বা নেতার মুখে 'সংখ্যাগুরুর উন্নয়ন' কথাটি তো একবারও শুনলাম না। বরং আমাদের অর্থনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রীর মুখে তেলমারা কথা শুনলাম, দেশের সম্পদে তাদের (মুসলিমদের) প্রথম অধিকার। কত বড় বিপজ্জনক কথা ভালোমানুষ প্রধানমন্ত্রী অবলীলায় বলে বসলেন। এখন তো সংরক্ষণের দানসাগর চলছে। কে কতবেশি সংরক্ষণ দিতে পারে, আর অসম প্রতিযোগিতা চলছে রাজ্যে-রাজ্যে এবং রাজ্যে-কেন্দ্রে। বহু বছর আগে আমাদের প্রিয় বিদ্রোহী কবি নজরুল 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় বলে গিয়েছিলেন, কাণ্ডারী, তুমি 'জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?' না, সব ধড়িবাজ রাজনীতিকরা 'জাতের'র কার্ড খেলেই ক্ষমতার মসনদে বসে থাকতে ব্যগ্র। এদেশে এখন কে বলবে,

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

না, সেরকম আশার আলো দূর দিগন্তেও লক্ষিত হচ্ছে না। অতএব বিশ্বত্রাস ওসামা বিন লাদেনের পরেও আবার হাজার হাজার লাদেন জন্ম নেবে, সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উথাল পাতাল করে তুলবে। এই ইসলামি সমাজের (ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে) চরিত্রশুদ্ধির এবং শুভবোধের জাগরণ যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ ততদিন পৃথিবীতে আরো বহু রক্তপাত, বহু সংঘর্ষ, বহু অশান্তি ঘটতে থাকবে।

গ্রন্থকার অম্বিকাপ্রসাদ পাল কোন প্রথাসিদ্ধ লেখক নন। কিন্তু যেহেতু সংবেদনশীল মানুষ, তাই দেশে বা সমাজ ব্যবস্থায় যা কিছু বিসদৃশ দেখেছেন সেই বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতিকেই তিনি এখানে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এর মধ্যে যদি কেউ মুসলিম-বিদ্বেষ লক্ষ্য করেন তাহলে আমি বলব, চশমাটা পাল্টান। আর আত্মানুশীলন, আত্মবীক্ষা করুন।

ওই তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র ভজ গোবিন্দ জপে আত্মাকে রক্ষা করা যাবে না। তিনি বিদ্বিষ্ট হওয়ার কথা কোথাও বলেন নি। কিন্তু হকের অধিকার রক্ষায় যে জাতি কানা বা অন্ধ তার বা তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের প্রয়াস তিনি করেছেন। একান্ত আশা করব, তাঁর উদ্দেশ্য সাফল্য অর্জনে সমর্থ হবে।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে মুসলিম লিগের অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না।

অধিবেশনে অখণ্ড ভারতের ষাট হাজার মুসলিম প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। প্রস্তাবে বলা হয়, হিন্দু ও মুসলিম এক জাতি, এ-এক স্বপ্ন কথা। এই এক জাতিত্বের কথা মুসলমানদের সহ্যের সীমার বাইরে চলে গিয়েছে। ওই এক জাতির ধারণা পাল্টে না দিলে ভারত ধ্বংস হবে। হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতা আলাদা। তাদের মধ্যে কোনদিন মিল ছিল না। মিল হবে না। হিন্দুর জয় মানে মুসলমানের পরাজয়। মুসলমানের জয় মানে হিন্দুর পরাজয়। গত সাতশো বছরে হিন্দু মুসলমান ঐক্য হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।

মুসলমানরা আলাদা জাতি। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে মুসলমানদের আলাদা দেশ চাই।

পাকিস্তান-প্রস্তাবের সাতবছর পরেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। পাকিস্তানের জন্ম বৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে ভারতের প্রতি বিদ্বেষ হিংসা ও শত্রুতার মাধ্যমে। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের একজাতির ভাঙ্গা রেকর্ডও সমানে বেজে চলেছে। তাঁদের কাছে জানতে ইচ্ছে করে, ১৯৪০ সালের সেই ষাট হাজার মুসলিম প্রতিনিধির কতজন এই খণ্ডিত ভারতে বংশানুক্রমে বাস করছেন এবং তাঁদের মনোভাব কি লাহোর প্রস্তাবের বিরোধী? এ ছাড়া খণ্ডিত ভারতের কতগুলি অঞ্চল নতুন করে আবার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে সে খবর কি তাঁরা জানেন?

গত ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী একতরফা শান্তির বাণী নিয়ে পাকিস্তান গেলেন। তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছোঁড়া হলো, বিক্ষোভ দেখানো হল। সেনা প্রধানেরা সাক্ষাৎ করার সৌজন্যটুকু দেখাল না। মার্চ ১৯৯৯ পাকিস্তানের উর্দু দৈনিক "জঙ্গ"-এ খবর বেরিয়েছে, বাজপেয়ীর স্পর্শে 'অপবিত্র' মিনার গোলাপ জল দিয়ে ধুয়ে সাফ করে সেখানকার জামাত-ই-ইসলামির সমর্থকরা।

তবু অটল বিহারী বাজপেয়ী সাম্প্রদায়িক। ১০/৫/৯৫ তারিখে নারীবাদী সংগঠন 'কল্যাণী'র সভানেত্রী সরলা মুদ্গালের আবেদনের ভিত্তিতে এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট অভিন্ন দেওয়ানী আইন চালু করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছেন। তার আগে ২৩/৪/৮৫ তারিখে শাহবানু মামলার রায়েও সুপ্রিম কোর্ট জাতীয় সংহতির স্বার্থে অভিন্ন দেওয়ানি আইন চালু করতে বলেছিলেন।

২৫/৭/৯৫ তারিখের খবর, জ্ঞান চাঁদ ঘোষ তার স্ত্রী সুস্মিতা ঘোষ বর্তমান থাকতে বিনতা গুপ্তকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। সুস্মিতা মামলা করেন। মামলায় নিশ্চিত শাস্তির ভয়ে জ্ঞানচাঁদ এক মৌলবীর আশ্রয় নেয়। মৌলবী জ্ঞানচাঁদ ও বিনতাকে তাদের বিবাহের আগের কোন এক তারিখে ধর্মান্তরিত করে। নাম দেয় করিম গাজী ও হেনা বেগম। মুসলিম

আইনের সাহায্যে জ্ঞানচাঁদের কোন শাস্তি হয় না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট মৌলবীর এ হেন অমানবিক কাজের নিন্দা করেন এবং সরকারকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার সুপারিশ করেন।

এরকম অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত আইনের বন্দোবস্ত থাকলেও ক্রমে সব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অভিন্ন আইন প্রণয়নের নির্দেশ আছে। (সুপ্রিম কোর্ট তাঁর রায়ে বারবার আর কালক্ষেপ না করে সেই সাংবিধানিক নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছেন)। ভারতীয় জনতা পার্টিও দীর্ঘদিন যাবৎ এই দাবী জানিয়ে আসছে। ভারতীয় জনতা পার্টিও সেজন্য সাম্প্রদায়িক। সুপ্রিম কোর্টও কি সাম্প্রদায়িক? ৬০ বছর আগে বর্ধমান জেলায় স্কুলে আমরা একসঙ্গে সংস্কৃত পড়তাম। একসঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' গাইতাম। আমাদের স্কুলে শতকরা প্রায় তিরিশজন মুসলমান ছাত্র ছিল। আমার সহপাঠী অনেক মুসলমান ছাত্র, কেউ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কেউ লেবার কমিশনার ইত্যাদি হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকলেই কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছি। দেখা সাক্ষাত হলে আগেকার অন্তরঙ্গতা এবং আন্তরিকতায় মন ভরে ওঠে।

এখন স্কুলে কোন মুসলমান ছাত্র পড়ে না। পার্শ্ববর্তী গ্রামে তিনটি মাদ্রাসা হয়েছে। বাইশ বছরের জ্যোতি বসুর শাসনে সর্বত্র মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। মুসলমানেরাও আর তাদের ছেলেদের হিন্দুদের সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না। শৈশব এবং কৈশোর মেলামেশায় কত মধুর স্মৃতি কত আনন্দ এবং অন্তরঙ্গতা এখনকার উভয় সম্প্রদায়ের শিশুরাই তা থেকে বঞ্চিত। সম্প্রীতি গড়বে কে? সম্প্রীতির মুলোচ্ছেদ করে দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিদিন ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করুন"। এরা ভণ্ড, মিথ্যাচারী, এরা নিজেরাই সব থেকে বড় সাম্প্রদায়িক। কিন্তু একথা বললে পিঠের চামড়া থাকবে না। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দু একজনকে একথা বলতে গিয়ে শুনেছি, তুমি বড্ড সাম্প্রদায়িক। শাহবানু নামে এক ভদ্রমহিলাকে তাঁর স্বামী তালাক দিলে তিনি খোরপোষের জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের রায়ে শাহবানুর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে তাঁর স্বামীকে নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারত জুড়ে মৌলবাদী মুসলিম সংগঠনগুলি তাণ্ডব শুরু করে দিল। কারণ তাদের শরীয়তি আইনে স্বামী-পরিত্যক্তা অনাথা-মহিলাকে খোর পোষ দেবার কথা লেখা নাই। সুতরাং ভারতের সংবিধান, আইন, এমনকি সুপ্রিম কোর্টের রায়ও তারা মানবে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহামতি রাজীব গান্ধী। তাঁর মুসলমান ভোটের বিশেষ প্রয়োজন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তিনি "মুসলিম মহিলা বিল" পাশ করালেন। সুপ্রিম কোর্টের রায় সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে বাতিল করা যায়। কংগ্রেসের সঙ্গে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষরা এই বিলকে সমর্থন করেছিলেন।

মুসলিম মহিলা বিলে কি বলা হয়েছে? বলা হয়েছে, তালাক প্রাপ্তা মুসলিম মহিলারা খোর পোষ অর্থাৎ ভরণ পোষণের অর্থ পাবেন। তবে তাঁদের তালাক দেওয়া স্বামীরা-এর

কোন দায়ভার গ্রহণ করবে না। তবে কে টাকা দেবে? মহিলার পিতা মাতা বা ভাই। তারা দিতে অস্বীকার করলে টাকা দেবে ওয়াকফ্ বোর্ড। ওয়াকফ্ বোর্ড কোথা থেকে টাকা পায়? রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার ওয়াকফ্ বোর্ডকে প্রতিবৎসর টাকা যোগায়। পশ্চিমবাংলার ধর্মনিরপেক্ষ বামফ্রন্ট সরকার প্রতি বৎসর ওয়াকফ্ বোর্ডকে ১-২ কোটি টাকা অনুদান দেয়। সরকার টাকা পায় কোথা থেকে? আমাদের মতো সাধারণ নাগরিকদের উপর কর চাপিয়ে।

তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়ালো? মুসলমান পুরুষেরা ৪টা পর্যন্ত বিবাহ করবে আর তালাক দেবে। আর সেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ভরণ পোষণ যোগাবে হিন্দুরা। বাহবা রাজীব গান্ধী। বাহবা ধর্মনিরপেক্ষ কমিউনিস্ট প্রভুরা। পৃথিবীর আর কোন দেশে এমন অমানবিক আজগুবি আইন আছে?

কিন্তু একথা বলতে মানা। বললে তুমি হবে সাম্প্রদায়িক। সাপ্তাহিক বর্তমান ১০ই ডিসেম্বর ১৯৯৪ সংখ্যা ৮-এর পাতায় প্রকাশিত অতনু ভট্টাচার্যের রাজধানীর চিঠির শিরোনাম "পাকিস্তানি চরদের বেকসুর খালাস" থেকে কিছু অংশ—

গত ২৩শে নভেম্বর লখনউ-এর ইসলামিক আরবিক শিক্ষার কলেজ "দারউল উলাম নাদগুয়াতুল উলেমা" সংক্ষেপে নাদগুয়া কলেজ থেকে ওই কলেজের ছাত্র গায়নার নাগরিক আবু বকরকে, আই. বি. গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মহলে এমন শোরগোল ওঠে বুঝি বা এর ফলে দেশটা রসাতলে গেল। এই বিদেশী নাগরিক আবু বকর বিগত ৮ বছর ধরে ওই কলেজের ছাত্র ছিল এবং কলেজ ক্যামপ্যাস থেকে সে পাকিস্তানি আই. এস. আইয়ের হয়ে চরবৃত্তি চালিয়েছে। ১৯৯৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী বিভিন্ন রাজধানী এক্সপ্রেসে বোমা বিস্ফোরণের মূল নায়ক ছিল এই আবু বকর আর তার দোসর ছিল রায়বেরিলির একটি ইসলামিক কলেজের শিক্ষক খুরশিদ আহমেদ।

এ হেন আবু বকরকে গ্রেপ্তার করে আই. বি. এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের চোখে এক গর্হিত অপরাধ করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মুলয়াম সিং যাদব (তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী) ওই এলাকার এস. পি.-কে বদলী করে এবং স্থানীয় থানার দুই ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ড করে। কারণ, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে না জানিয়ে তারা আই. বি.-কে সহায়তা করেছে। তার পর ক্ষমা চাওয়ার পালা। নাদগুয়া কলেজের রেক্টর আলি মিঞার কাছে আই. বি.'র এই অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব ও প্রধানমন্ত্রীর হয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সি. কে. জাফর শরিফ। তারপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আই. বি'র সেই দুজন অফিসারকেও সাসপেন্ড করে।

এই হল আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরিত্র, দেশপ্রেম। দেশ ও জাতির সঙ্গে এত বড় ভণ্ডামি তথা বিশ্বাসঘাতকতা, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করার এক জঘন্য নজীর সৃষ্টি করলেন নরসিমা রাও, এস. বি. চ্যবন, মুলায়ম, জাফর শরীফ এবং রাজেশ পাইলট।

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে, প্রকৃত দেশসেবা করতে গিয়ে আজ মুসলিম

ভোট ব্যাংকের যূপ-কাষ্ঠে বলি হলেন ৫ জন দক্ষ ও সৎ অফিসার। আর আই. এস. আইয়ের চরেরা বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। দেশ চুলোয় যাক। মানুষের চামড়া গায়ে থাকলে ভারতে বোধহয় রাজনীতিক হওয়া যায় না। এ দেশটাকে বাঁচাবার জন্য ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করা ছাড়া কোনও উপায় নাই।

এসব সংবাদ পড়ো—কিন্তু সাবধান, কাউকে কিছু বলো না। তাহলে তুমি হয়ে যাবে সাম্প্রদায়িক।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ঐতিহাসিক পুরুষ না পৌরাণিক নায়ক অথবা শুধুমাত্র রামায়ণ-মহাকাব্যের মহানায়ক এসব প্রশ্নকে বাদ দিয়ে বলা যায়, শ্রীরামচন্দ্র এই ভারতবর্ষে সবচেয়ে জনপ্রিয় এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব। ভারতবাসীর একান্ত ঘরের লোক। ভারতীয় জনমানসে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য এবং গৃহধর্মে শ্রীরামচন্দ্র কেন্দ্রীয় চরিত্র।

তাঁর জন্মস্থান, জন্মতিথি এমন কি লগ্ন নক্ষত্র (কর্কট লগ্ন পুনর্বসু নক্ষত্র) পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে এবং হাজার হাজার বছর ধরে পালিত হয়ে আসছে। ভারতবর্ষে অযোধ্যা-তীর্থস্থান, রাম নবমী মহাব্রত।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা দেখতে পেয়েছেন অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দিরের ভিত্তি ও স্তম্ভ এখনও আছে।

বাবর বিদেশী হানাদার বা আক্রমণকারী, হিন্দুদের মনোবল ভেঙে দেবার জন্য রাম জন্মভূমির মন্দিরের উপরের অংশ ভেঙে দিয়ে তারই ওপরে বাবর বিজয়ের স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করে মাত্র। ইসলামিক প্রথাসম্মত সেটি কোন মসজিদই নয়।

এই ঘটনায় হিন্দুদের মনোবল ভাঙে নাই। রামজন্মভূমির মন্দির পুনরুদ্ধারের জন্য হিন্দুরা সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সাতাত্তরবার লড়াই করেছে। বাবরের সময়ই হয়েছিল একুশবার লড়াই। প্রথমবার হংসবরের রাজা বিজয় সিংহের নেতৃত্বে। সম্মুখ সমরে রাজা প্রাণ হারালে মহারাণি জয়রাজকুমারী এবং তাঁর গুরু মহেশ্বরানন্দ গেরিলা রণনীতির সাহায্যে বিশবার আক্রমণ চালিয়ে শেষে মন্দির উদ্ধার করেন। কিন্তু দখলে রাখতে পারেন নি। ওই সময় তিন হাজারের বেশী নারীও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। হুমায়ুনের রাজত্বে দশবার এবং আকবরের রাজত্বে বিশবার লড়াই হয়েছিল। শেষে আকবর ওই সৌধের পাশে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেন। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের সময় পর্যন্ত একই অবস্থা বজায় ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী ঔরঙ্গজেব ওই মন্দির ভাঙতে মোগলবাহিনী পাঠায়। সাধু বৈষ্ণবদাস মহারাজের নেতৃত্বে দশহাজার সাধু এবং গৃহী ক্ষত্রিয়রা সেই সঙ্গে গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখ সৈন্য বাহিনীর ত্রিশবার লড়াই হয়। মন্দির উদ্ধার হয়। এর বিনিময়ে দশ হাজার হিন্দুকে প্রাণ দিতে হয়। হিন্দুদের প্রাণ দানের জায়গাটি শংকর চবুতরা বা সন্ত সমাধি নামে খ্যাত।

হিন্দুবিদ্বেষী ঔরঙ্গজেব দমবার পাত্র নয়। এক রমজান মাসের সপ্তম দিনে ঝটিতে আক্রমণ করে মন্দির পুনরায় দখল করে মন্দির চবুতরা সমস্ত ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে

দেয়। সেই যুদ্ধেও দশ হাজার হিন্দুর প্রাণ যায়। এই সমস্ত ঘটনার বিবরণ বাবর নামা, দেওয়ান-ই-আকবরি এবং আলমগির নামায় উল্লেখ আছে। অথচ কিছু ধান্ধাবাজ রাজনীতিক এসব তথ্যকে স্বীকারই করে না।

হিন্দুরা হেরে গেলেও প্রতি বছর রাম নবমী তিথিতে তাঁরা সেখানে যেতেন, পূজা দিতেন এবং মন্দির উদ্ধার করার শপথ নিতেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় হনুমানগড়ির নির্বাণী মোহন্ত উদ্ধব দাসের নেতৃত্বে ওয়াজেদ আলির সৈন্যদের যুদ্ধ হয়। ওয়াজেদ আলি ফরমান জারী করে জন্মস্থানে পাঁচিল ঘেরা জায়গায় হিন্দুদের মন্দির নির্মাণ ও পূজা উপাসনা করবার অধিকার ফিরিয়ে দেন। ওয়াজেদ আলি, আমেথির আমির আলী, অযোধ্যার দেবী বকস, বাবা রামচরণ দাস প্রভৃতি এবার একসঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হয়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। রাম জন্মভূমির কাছেই একটি তেঁতুল গাছে ইংরেজরা আমির আলি ও বাবা রামচরণ দাসকে ফাঁসী দেয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ওই তেঁতুল গাছের তলায় ফুল দিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতো। তাই দেখে ইংরেজ শাসক ওই তেঁতুল গাছটি শিকড়সুদ্ধ উপড়ে দেয় আর ওয়াজেদ আলির ফরমান নাকচ করে রামজন্মভূমিতে হিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। ১৯১২ সালে হিন্দুরা আবার রুখে দাঁড়ায়। অযোধ্যার নির্মোহী আখড়ার সন্ন্যাসীরা বহু প্রাণের বিনিময়ে মন্দিরের একাংশ উদ্ধার করেন। বাকী অংশ উদ্ধারের জন্য লড়াই হয় ১৯৩৪ সালে। ১৯৩৪-এ ইংরেজ শাসক হিন্দুদের উপর পিটুনী কর ধার্য্য করে আর মুসলমানদের ওই স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩৪ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন মুসলমান ওখানে নমাজ পড়েনি এমনকি জুম্মাবারেও নয়।

১৯৪৭ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় ভারত তিন টুকরো হয়ে দুটো অংশ হলো ইসলামিক রাষ্ট্র। ১৯৫০ সালের খণ্ডিত ভারতের অযোধ্যায় রাম জন্মভূমিতে রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে সেবা পূজা ও উপাসনা চলতে থাকে। আজকের জিন্না বলে নিজেকে যিনি গৌরবান্বিত মনে করেন, খণ্ডিত ভারতে নতুন করে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা সৈয়দ সাহাবুদ্দিন ও তাঁর সাগরেদরা বলছেন, ওখান থেকে রামলালার মূর্তি হটিয়ে দিয়ে ওখানে পুনরায় নমাজ পড়তে দিতে হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল বলছেন, বাবরের স্মৃতি স্তম্ভ আমরা ভাঙতে চাই না। আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সেটা আমরা নিজেদের খরচে কিছুটা দূরে সরিয়ে দিয়ে রামচন্দ্রের জন্মস্থানে মন্দির তৈরি করবো। তাঁরা আরও বলেছেন, এই বিবাদ মীমাংসার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে জ্ঞানী-পণ্ডিত ঐতিহাসিক এবং পুরাতত্ত্ববিদদের নিয়ে একটি কমিটি গড়া হোক। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখুন, রামজন্মভূমিতে কোন প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা! না কেন্দ্রীয় সরকার, না মুসলিম নেতৃবৃন্দ কেউ কর্ণপাত করলো না। উল্টে আদালতে মামলা দায়ের করে বিবাদ জিইয়ে রাখা হলো। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বাধীনতার পর সরকারী উদ্যোগে ইসলামি আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অপবিত্রকৃত গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মুসলমান সমাজে কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই। তেমনি ওই সময়ে রাম জন্মভূমিতে রামলালার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায়ও কোন প্রতিবাদ হয় নাই। পঁয়তাল্লিশ বছর পরে তাহলে এত প্রতিবাদ

কেন? প্রতিবাদ হতো না। যদি কেন্দ্রীয় সরকার সত্য কথা বলতে পারতো। যদি বলতো, বাপুহে, তোমরা চেঁচামিচি করো না। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস মানে হিন্দুর মন্দির ধ্বংস আর হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণের ইতিহাস। ভারতে যত মসজিদ আছে তার শতকরা পঞ্চাশটির বেশী তো হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেই করা হয়েছে। তোমরা দেশমাতার অংগচ্ছেদ করে আলাদা ইসলামিক রাষ্ট্র গড়েছ। এখানে সমান অধিকার নিয়ে বাস করছ। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির স্বার্থে তোমরা এটুকু মেনে নাও। তাছাড়া এই মন্দিরের জন্য হিন্দুরা সাড়ে-চারশো বছরের বেশী লড়াই করে লক্ষাধিক হিন্দু প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে।

কিন্তু হায়! কে বলবে, রাজা মশায় ল্যাংটো। স্বার্থপর, ধান্দাবাজ, দেশদ্রোহী রাজনৈতিক নেতারা শুধুমাত্র গদিতে টিকে থাকার লোভে সীমাহীন মুসলিম তোষণ করে মুসলিম ভোটব্যাংক তৈরি করেছে। একের পর এক তাঁদের অন্যায় দাবী মেনে চলেছে।

হিন্দু জনসমাজ দেখলো, সাহাবুদ্দিন প্রমুখ মৌলবাদী মুসলিম নেতাদের সঙ্গে নপুংসক স্বার্থান্বেষী কতিপয় হিন্দুনেতার যোগসাজসে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মের ওপর বিদেশী আক্রমণ চিরস্থায়ী হতে চলেছে। হিন্দু সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করলো। ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২, কর সেবকরা বিতর্কিত সৌধ ধূলিসাৎ করে দিল।

সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হলো হিন্দু মন্দিরের উপর আক্রমণ। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ব্রিটেন, আমেরিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত সর্বত্র অসংখ্য হিন্দু মন্দিরের উপর আক্রমণ হলো। অথচ তার কোন প্রতিবাদ হলো না। কিন্তু বাবরি মসজিদের শোকে সবাই পাগল। শোকের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে আবার শুরু হলো মুসলিম তোষণ। তোমাদের বাবরি মসজিদ আমরা আবার তৈরি করে দেবো। তোমরা আমাদের ক্ষমা করো। দয়া করে তোমাদের ভোট থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না।

মুসলিম তোষণের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি। প্রতিবছর ঘটা করে ৬ইক ডিসেম্বর কালা দিবস পালন। ভ্রষ্টাচারী ভণ্ড রাজনৈতিক নেতারা, নিজেদের পিতামাতার জন্ম / মৃত্যুদিনের খবর রাখে না। কিন্তু বাবরির শোক ভুলতে পারে না।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলো। মুসলমানেরাই প্রথম আক্রমণ করলো। প্রথমদিন সরকার দাঙ্গা দমনের বিশেষ ব্যবস্থা নিলো না। কারণ এতে মুসলমানদের সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগবে। পরদিন যখন অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে দাঙ্গা দমন করলো। প্রথম দিন কঠোর হলে কিছু হিন্দুর জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা হতো।

তারপর শুরু হলো দেশব্যাপী বাবরি ধ্বংসের নিন্দায় ধিক্কার মিছিল আর সম্প্রীতির জন্য শান্তি মিছিলের সমারোহ। অথচ সেই সময় সারা পৃথিবী জুড়ে যে কয়েক হাজার হিন্দু মন্দির ধ্বংস হলো, সে সম্পর্কে কেউ টুঁ শব্দটিও করলো না।

: অযোধ্যা কাণ্ড :

৬.১২.১৯৯২ - করসেবকরা অযোধ্যার বিতর্কিত সৌধ ধূলিসাৎ করে দেয়।

৭.১২.১৯৯২ - ১) বাংলাদেশের সব জেলায় বহু ধর্মস্থান ভাঙচুর করা হয়েছে।
২) ভারতীয় দূতাবাস ও ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ অফিসে ভাঙচুর ও আগুন।

৮.১২.১৯৯২ - ১) ক্ষুব্ধ "বিশ্ব মুসলিম সমাজ"।
২) পাকিস্তানে বহুমন্দির ধ্বংস, গুলি, জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা।
৩) করাচিতে মন্দিরে আগুন।
৪) ইরান, দুবাইয়ে বিক্ষোভ, ব্রিটেনে মন্দিরে আগুন।
৫) দি লীগ অফ দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এর দাবী, মসজিদ পুনর্নির্মাণ করে দিতে হবে।
৬) বাম ও জাতীয় ফ্রন্টের ডাকে কংগ্রেস(ই)-র সমর্থনে ভারত বন্ধ।

৯.১২.১৯৯২ - ১) পাকিস্তান থেকে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীরা নিঃস্ব হয়ে ভারতে ফেরেন।
২) বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু।
৩) বাংলাদেশি হিন্দু শরণার্থীরা ভারতে ঢুকতে শুরু করেন।
৪) মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, বৃটেনে এবং আমেরিকায় হাঙ্গামা চলছে হিন্দুদের ধর্মস্থানে।
৫) ভারত সরকারের নিন্দায় মুখর বিশ্বের মুসলিম দেশগুলি।
৬) রাষ্ট্রসংঘে ইসলামিক কনফারেন্সভুক্ত দেশগুলির ভারতের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা।

১০.১২.১৯৯২- ১) ব্রিটেনে আরও হাঙ্গামা—আরও কিছু হিন্দু মন্দির আক্রান্ত।
২) পাকিস্তান ও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে।

১১.১২.১৯৯২- ইরানে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা।

১২.১২.১৯৯২- ১) চট্টগ্রামে ৭০০ বাড়ি ভস্মীভূত, ৪২টি মন্দির আক্রান্ত, ৫০ হাজার লোক বাড়ি ছাড়া।
২) সৌধ পুনর্নিকমাণের দাবি জানাল বাবরি অ্যাকশন কমিটি।
৩) মসজিদ গড়ে দিতে হবে : সোচ্চার নওয়াজ, খালেদা।

১৯.১২.১৯৯২ - দক্ষিণ আফ্রিকায় মন্দির ধ্বংস।

(২)

'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত প্রাক্ স্বাধীনতাকালে ইংরেজের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসীকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর কোন সঙ্গীত জাতীয় মানসকে এত বিপুল ভাবে নাড়া দেয়নি বা স্বাধীনতা সংগ্রামকে এত বেশী প্রেরণা দিতে পারেনি।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ভারত আমাদের জননী। তাঁর অঙ্গে আঘাত করা পাপ। এই ভাবধারায় বন্দেমাতরম সঙ্গীতকে মর্যাদা দেওয়ার কথা ভাবা হয়। লোকসভার একজন সদস্য এ সম্পর্কে প্রস্তাব আনেন। বিস্তর আলোচনার পর লোকসভার অল পারপাসেজ কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, লোকসভার যখনই অধিবেশন বসবে, তখন রোজ সভার শুরুতে 'বন্দেমাতরম', গাওয়া হবে এবং সভার সমাপ্তিতে জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' গীত হবে।

কিন্তু গত ২৪শে নভেম্বর ১৯৯২ সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন কতিপয় সাংসদের আপত্তির ফলে লোকসভার অধ্যক্ষ বন্দেমাতরম সঙ্গীতটিকে চেপে দিয়েছেন। পার্লামেন্টে 'বন্দেমারতম' গান কখনও শোনা যাবে না।

কারা আপত্তি করছে? মুসলিম লীগের সুলেমান সইত, বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির সৈয়দ সাহাবুদ্দিন, সি.পি.এম-এর সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সি.পি. আইয়ের ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদে যাদের কোনদিন আস্থা ছিল না এবং আজও নেই, সেই মুসলিম লীগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একদিন মনুমেন্ট-এর নীচে দাঁড়িয়ে মিলিতভাবে দাবী করেছিল, দেশ জননীর অঙ্গচ্ছেদ করে পাকিস্তান গড়তে হবে। তাই তাদের কাছে দেশ বা জাতি আর কি-ই বা আশা করতে পারে? কিন্তু পার্লামেন্টের অন্য সদস্যরা কি করে এতবড় এক কলঙ্ককে মেনে নিলেন? মৌলবাদী সাহাবুদ্দিন নাকি এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়েছে। আর কমিউনিস্টরা সমর্থন করেছে। এই অভিযোগ তারা আগেও করেছিল। মৌলবাদী 'আজাদ' পত্রিকা তদানীন্তনকালে সমালোচনা করে আর কমিউনিস্টদের 'স্বাধীনতা' পত্রিকা তাকে সমর্থন জানায়। কিন্তু পত্রিকাদুটির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। সীমান্ত গান্ধী বলেছিলেন, 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়। এই ধ্বনি 'ফতেমা মা' ধ্বনির ন্যায় পবিত্র। সেদিন এই পুরুষসিংহদের কাছে প্রতিবাদীরা শৃগালে পরিণত হয়েছিল। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে—আজ সেই শৃগালদের হুঙ্কারে ভারতীয় সাংসদরা মেষশাবকে পরিণত। লালকৃষ্ণ আডবানী দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

লক্ষ-কোটি ভারতবাসী যে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে ইংরেজের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছেন, হাসি মুখে জীবন দান করেছেন, সেই পবিত্র সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম'-এর লোকসভায় অবমাননা, কৌরব সভায় দ্রৌপদীর অপমানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। লোকসভার অধ্যক্ষ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। সোমনাথ সাহাবুদ্দিন দুর্যোধন দুঃশাসনের ভূমিকায়। আডবানী বিদুরের ভূমিকায়। লোকসভার সব বিবেক কৌরব সভার মত নিদ্রিত।

সাহাবুদ্দিন বলেছে 'বন্দেমাতরম' দুর্গাপূজা কালীপূজা এসব ইসলাম বিরোধী, তাই এসব মানা যায় না। তাহলে কি এবার দুর্গাপূজা, কালীপূজাও বন্ধ হবে? সোমনাথ বাবুরা কি বলেন? সংসদে কি একজন পুরুষসিংহ নেই, যিনি মুখের উপর বলতে পারেন—ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ করে দু'দুটো ইসলামিক রাষ্ট্র গড়েছো। সেখানকার হিন্দুদের মেরে

কেটে তাড়িয়েছো। এখন ইসলামের চর্চা করতে হলে সেখানেই যাও। এই খণ্ডিত ভারতে তোমাদের মত লোকের আর জায়গা নাই।

পরিশেষে সোমনাথবাবুর কাছে একটি বিনীত জিজ্ঞাসা, তাঁর পরলোকগত পিতৃদেব অদ্বিতীয় সাংসদ অসাধারণ বাগ্মী শ্রদ্ধেয় নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'হিন্দুমহাসভা' করতেন। শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে হিন্দুমহাসভার প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতেও দেখেছি। সোমনাথবাবুও কি তাঁকেও সাম্প্রদায়িক মনে করেন?

(৩)

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বিজড়িত ১৭৫ বছরের ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান সংস্কৃত কলেজ বামফ্রন্ট সরকারের উদাসীনতায় আজ মৃত্যুপথ যাত্রী। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার মনে করে সংস্কৃত বি.জে.পি.-র ভাষা। তাই একে মেরে ফেলাই ভাল। পরিবর্তে মুসলিম ভোটের জন্য মুসলিম তোষণ করতে 'উর্দু একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করে উর্দু ভাষার উন্নতি সাধন করা আন্তর্জাতিক কর্তব্য। সেইজন্য আগে স্কুলে যে সংস্কৃত ভাষা পড়ানো হতো তা তুলে দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি খবরে দেখলাম, সংস্কৃত কলেজের ১৮টি পদের মধ্যে ১৪টি খালি পড়ে আছে। বাকী ৪টি পদও স্বাভাবিক নিয়মে খালি হবে। খালি পদ পূরণের কোন ইচ্ছা নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো অনুদান রাজ্য সরকার নিতে অনিচ্ছুক।

সংস্কৃত ভাষা শিখলে ভারতের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতি শিখতে পারবো। মূল্যবোধ, বিবেক জাগ্রত হবে। শাসকদলের ধাপ্পাবাজি ধরে ফেলবো। তাই এসব বাদ। শিশুপাঠ্য থেকে রামায়ন মহাভারত ইতিমধ্যে বাদ দেওয়া হয়েছে। ধর্ম, ন্যায়, নীতি সব বাদ, কেবল পার্টির নামে জিন্দাবাদ। তাহলে তুমি হবে ধর্মনিরপেক্ষ, নাহলে সাম্প্রদায়িক।

শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস কবে মরে গিয়েছে। তার গলিত শবের নাম এখন ইন্দিরা কংগ্রেস। সেই দলে নেতৃত্ব দেবার কেউ না থাকায় রাজীব গান্ধীকে দলের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী করা হলো।

প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি শ্রীলঙ্কায় তামিল উগ্রপন্থীদের শায়েস্তা করতে ছয় হাজারের বেশী ভারতীয় জওয়ানের প্রাণ নিলেন আর হাজার কোটি টাকারও বেশী অপচয় করে নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় নিজের প্রাণ দিলেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে তাঁর অক্ষয়কীর্তি সংসদে মুসলিম মহিলা বিল পাশ মানহানি বিল পেশ করা ও তুলে নেওয়া। ১৩৭ দিন বিদেশ সফর এর মধ্যে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে এস পি জি'র জন্য বছরে খরচ হতো ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। রাস্তায় নেমে পুলিশের সঙ্গে মারপিট করাটাও ছিল তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের একটা অঙ্গ।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীকে আমরা সেই সময় বলতে শুনলাম, "রাজীব চাইলে আমি দারোয়ান হতে রাজী।"

রাজীব গান্ধী মারা গেলেন, ইন্দিরা কংগ্রেস নামক দলটি একেবারে অনাথ হয়ে গেল। সবাই সোনিয়া গান্ধীর পদতলে আছড়ে পড়লো, আপনি কংগ্রেসের হাল ধরুন, আমাদের রক্ষা করুন। এদের কি আখ্যা দেওয়া যায়? অবশেষে সোনিয়া গান্ধী সভাপতি হলেন। কে এই সোনিয়া গান্ধী। তিনি প্রয়াত রাজীব গান্ধীর স্ত্রী। এটাই তাঁর সব পরিচয়।

তিনি জন্মসূত্রে বিদেশিনী, এখনও তিনি ইটালি ও ভারত দ্বৈত নাগরিকত্ব ভোগ করেন। বোফর্স কেলেঙ্কারিকে অভিযুক্ত ইটালির কাত্রোচ্চি পরিবারের তিনি ঘনিষ্ঠ। তাঁর দেহে পূর্বপুরুষের সূত্রে ১ ফোঁটা ভারতীয় রক্ত নেই। ত্রিশ বছর আগে, ভারত বলে যে একটা দেশ আছে তিনি জানতেন না। তিনি ভারতের ইতিহাস বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি পাতাও পড়েন নি। ভারতবর্ষে কয়টি প্রদেশ বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে তাও জানেন কি না সন্দেহ। অর্থনীতির অ, বিদেশ নীতির ব এবং রাজনীতির র বোঝেন না। ভারতের ধর্ম, দর্শন, কৃষ্টি সংস্কৃতি কিছুই বোঝেন না। যে জাতির বয়স পাঁচ হাজার বছরের বেশী সেই জাতির প্রাচীন আর্যঋষি থেকে বর্তমানের গান্ধী তিলক বিবেকানন্দ সুভাষ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, শিক্ষা সাধনা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ তিনি। বহু ভাষাভাষী দেশ ভারত, তার কোন একটি ভাষাও উনি ভাল জানেন না। কিছু বক্তব্য রাখতে হলে তাই তিনি অন্যের লিখে দেওয়া বক্তৃতা বিচিত্র হিন্দী উচ্চারণে বলেন মাত্র।

এই দুর্ভাগা দেশে শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবীদার। যে জ্যোতি বসু একদিন তাঁর সম্পর্কে নোংরা মন্তব্য করে বলেছিলেন, "উনি গৃহবধূ, রাজনীতির কি বোঝেন।" সেই জ্যোতি বসু, সুরজিত, বর্ধন সাহেবরা দল বেঁধে শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধীর দ্বারস্থ হন, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য অনুরোধ করেন। এঁদের কি আখ্যায় ভূষিত করা হবে।

এ বিচিত্র দেশে সবই সম্ভব। না হলে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি যিনি দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এবং সমালোচনার ঊর্দ্ধে তিনিও সমালোচনার ঊর্দ্ধে থাকতে পারলেন না। সংসদে বিরোধী নেত্রী না হওয়া সত্ত্বেও এবং গরিষ্ঠ সাংসদের সমর্থন না থাকলেও রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীকে ডাকলেন প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণে তিনি সমর্থ কি না জানবার জন্য। ঈশ্বর এদেশকে রক্ষা করুন।

বুদ্ধবাবুর মরুদ্যান সহ গোটা ভারতের কয়েকটি মাত্র সংবাদের শিরোনাম—

১। বনগাঁ সীমান্তে ধরা পড়া ১৬ জন মুসলমানকে নিছক অনুপ্রবেশকারী মনে করে না বি.এস.এফ।

২। উত্তর পূর্ব জেলাগুলিতে বাংলাদেশির সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে।

৩। আই.এস.আই-য়ের মূল ঘাঁটি হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ। ঢুকছে জঙ্গীরা।

৪। নদীয়ায় ফের পর পর ডাকাতি।

৫। বিমান ছিনতাইকারীরা কলকাতা হয়েই কাঠমাণ্ডু গিয়েছিল।

৬। মালদহে লরী বোঝাই বিস্ফোরক আটক।

৭। মালদহে রেলে নাশকতায় কাদের ষড়যন্ত্র?

৮। নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, শিয়ালদহ স্টেশনে বিস্ফোরক উদ্ধার।
৯। গাইসালে ট্রেনে অন্তর্ঘাত, হাসনাবাদে প্রচুর আর.ডি.এক্স উদ্ধার।
১০। ৬ই ডিসেম্বর মালদহ শহরে জামাত-ই-ইসলামিয়া (হিন্দ)-এর ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার (S.I.M.I.) জনসভায় ডাক দেওয়া হল মালদহ থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত ইসলাম রাজত্ব কায়েম করো।
১১। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এদেশে হজযাত্রা হয়, গঙ্গাসাগর যাত্রায় হিন্দুদের তীর্থকর লাগে।
১২। সি.পি.এমের বর্গী হানায় গ্রাম দখল আরামবাগে লুঠ, জখম ১৫।
১৩। মেদিনীপুর জেলা জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা —
১৪। পটাশপুরে তৃণমূল-সিপিএম সংঘর্ষ, জখম ১১, লুঠতরাজ, ভাঙচুর।
১৫। উস্তির পর ডায়মন্ডহারবারে একরাতে পর পর ডাকাতি, সর্বস্বান্ত ৪২টি পরিবার।
১৬। মন্দির বাজারে খুন তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক।
১৭। ফোর্ট উইলিয়মের সামনে পাকড়াও আফগান যুবক।
১৮। সন্দেহভাজন হিজবুল জঙ্গী গ্রেপ্তার বসিরহাটে।
১৯। জাতির ইতিহাসে বামপন্থী বিকৃতি।
২০। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আছে প্রায় ১ কোটি : দীক্ষিত।
২১। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে সংগঠন গড়েছে বাংলাদেশিরা।
২২। সীমান্তবর্তী ৮টি কেন্দ্রের ভোটার তালিকা নিয়ে তদন্ত।
২৩। মুসলিম লিগের সঙ্গে সি.পি.এমের আঁতাত।
২৪। মমতার রাজনীতির নতুন চমক, মুসলিমদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ!
২৫। উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশ ও আই. এস. আই।
২৬। বেসরকারী ত্রাণ বন্ধের নির্দেশ —
২৭। বন্যার জন্য কে দায়ী?
২৮। বন্যাত্রাণের দু'শ কোটি টাকা গেল কোথায়?
২৯। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রতি বঞ্চনা।
৩০। টাকা খরচের হিসাব দিতে রাজ্য সরকার অনিচ্ছুক।
৩১। পাকিস্তানী চরদের বেকসুর খালাস। চর ধরার অপরাধে এস. পি. বদলী ইন্সপেক্টর সাসপেন্ড।
৩২।'বন্দে মাতরম' প্রত্যাখ্যাত হলো।
৩৩। দিল্লিতে আর. ডি. এক্স উদ্ধার, গ্রেপ্তার তিন পাক জঙ্গী।
৩৪। নেপালে ধৃত পাক কর্মী আর ডি এক্স পাচার করতো।
৩৫। ২৪ ঘণ্টা গুলির লড়াই, হত ৭ জওয়ান ৩ জঙ্গী।
৩৬। পাক মদতে বহু অপরাধের নাটের গুরু আজহার।
৩৭। পাক মদত পুষ্ট জঙ্গীদের শ্রীনগর পুলিশ সদরে হানা।
৩৮। কাশ্মীরে সেনা পুলিশ ছাউনীতে জঙ্গী তাণ্ডব, ডেপুটি সুপার কুলদীপ সিং নিহত।

৩৯। রাজধানী শহর শ্রীনগরে ফের জঙ্গী হামলা।
৪০। লাল কেল্লায় তুলবো ইসলামি পতাকা, পাক জঙ্গীদের হুমকি।
৪১। ট্রেনে বিস্ফোরণের চক্রান্ত করছে পাক জঙ্গীরা।
৪২। বাবরি ইস্যুতে লোকসভা উত্তাল, সংসদে কাজ পণ্ড।
৪৩। কাশ্মীর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে বড় ধরনের সন্ত্রাসের আশঙ্কা করছে কেন্দ্র।
৪৪। ভারতীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্ট, সারা বিশ্বের ইসলামি জঙ্গীরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে পাকিস্তানে।
৪৫। ৫ লক্ষ জঙ্গীকে কাশ্মীরে পাঠানোর শপথ মাসুদের।
৪৬। মাসুদের বক্তৃতার ক্যাসেট ছড়িয়ে দিচ্ছে আই এস আই।
৪৭। সীমান্তে আবার গোলা বর্ষণ, হত তিন সেনা।
৪৮। মাদ্রাসায় জঙ্গীদের তালিম দিচ্ছে পাকিস্থান। পার্থসারথি।
৪৯। বিমান ছিনতাই-এ পাক মদতের প্রমাণ পেয়েছে আমেরিকা।
৫০। দিল্লীতে রেল স্টেশনে বোমা ফেটে আহত মোট ২২।
৫১। কাশ্মীর সীমান্তে ফের পাক হামলা।
৫২। আই.এস.আই মদতপুষ্ট জঙ্গীরা বাড়ছে অসমে, মন্ত্রী।
৫৩। মুম্বাই-এর ব্যাঙ্ক ডাকাতরা যুক্ত বিমান দস্যুদের সঙ্গে।
৫৪। নেপাল দিয়ে জালনোট ঢুকিয়ে দিচ্ছে পাকিস্তান।
৫৫। আত্মঘাতী বাহিনী গড়ছে আই এস আই।
৫৬। রাশিয়ার ৩টি শহরে পরপর বোমা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী চেচনিয়ার মুসলিম উগ্রপন্থীরা।
৫৭। জঙ্গী নিধন করতে উড়িয়ে দিতে হলো সেনা শিবির।
৫৮। জাল নোট চক্রে নেপালের পাক দূতাবাস যুক্ত।
৫৯। দিল্লীতে স্কুলে ছেলের ফি জমা দিতে এসে জাল ৫০০ টাকার নোট দিল পাক রাষ্ট্রদূত।
৬০।১০০,৫০০ টাকার নোট জালের ঘাঁটি বাংলাদেশে।
৬১। শতাব্দীর শেষ দিনে মুক্তি পেয়ে ভারতীয় বিমান যাত্রীরা দিল্লীতে।
৬২। লালকেল্লার ভিতর ঢুকে লস্কর-ই-তোইবার জঙ্গীরা তিনজন জওয়ানকে হত্যা করে পালিয়ে গেল।
৬৩। লালকেল্লা, ধরা পড়ল তিন লস্কর সমর্থক।
৬৪। রাজস্থানের ২৫০টি মাদ্রাসার অধিকাংশই বর্তমানে মুসলিম মৌলবাদীদের আখড়া।
৬৫। দিল্লীর কনটপ্লেসে গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছে লস্কর-ই-তোইবা।
৬৬। শ্রীনগরে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ।
৬৭। একমাসের মধ্যে ঋত্তিককে হত্যা করার হুমকি দিল দাউদ।
৬৮। এবার টার্গেট অটলের অফিস, হুমকি লস্করের।
৬৯। বাজপেয়ীর বিরুদ্ধে বদলার হুমকি দিল লস্কর জঙ্গীরা।

৭০। কাল ইফতার দিচ্ছেন অটল, যেতে নিষেধ করলেন ইমাম।
৭১। বাবরির জমি হিন্দুদের দিক মুসলিমরা : ঐতিহাসিক।
৭২। 'সরস্বতী' নদীর দেশেই সরস্বতী বন্দনায় আপত্তি।
৭৩। দাঙ্গার জন্য খ্রীষ্টানরাই দায়ী : গান্ধীবাদী নেতা।
৭৪। সুন্দরবনের জম্বুদ্বীপ বাংলাদেশিদের কব্জায়।

সন্ত্রাস ধর্ষণ আর তোষণ

১.১.১৯৯৩ কলকাতার বৌবাজারে বিস্ফোরণ
মুম্বাই ও আমেদাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা —

২১.১.২০০২ কলকাতার মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে জঙ্গী হানা ৬ পুলিশ কর্মীর মৃত্যু আহত ২১

৫.২.২০০৩ ধানতলার আইশমালিতে সিপিএমের প্রধান সহ ১২ জন, সবাই মুসলমান, হিন্দু বরযাত্রীর বাসে ডাকাতি ও হিন্দু মা বোনেদের গণধর্ষণ করে।

১৪.২.১৯৯৮ কোয়েম্বাটুর বিস্ফোরণে হত ৫৮, আহত ২৫০।

২২.২.২০০৩ কোচবিহারে মাথাভাঙ্গা ২নং ব্লকের ছেড়ামারিতে রুনু রায় নামে এক হিন্দু নারীকে সিপিএম আশ্রিত ছমিরুদ্দিন সহ কয়েকজন মুসলমান গণধর্ষণ করেছে। সিপিএম বলছে ছমিরুদ্দিনকে আইনি সাহায্য দেবে। সিপিএম আর মুসলমান সমার্থক। হিন্দুরা এদুটোকে পরিত্যাগ করুন।

২৭.২.২০০২ নৃশংস গোধরা হত্যাকাণ্ড। গুজরাটের গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসের একটি কামরা মুসলমানেরা পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সেই কামরার ৫৯ জন হিন্দু অগ্নিদগ্ধ হয় মারা যায়।

২৮.২.২০০২ গতকালের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় গুজরাটে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা শুরু।

৯.৩.২০০৩ সংবাদ—খড়দহ, পাতুলিয়া, নতুন পল্লীতে এক হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করেছে সিপিএমের সমর্থক দুই মুসলমান মানোয়ার ও রাজ্জাক।

১২.৩.১৯৯৩ দাউদ ইব্রাহিম মুম্বাইয়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটায়। পর পর বিস্ফোরণে মৃত ২৫৭, আহত ১৪০০।

১৩.৩.২০০৩ মুলুন্দ স্টেশনে কারজাট গামী লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরায় পাকিস্তানী জঙ্গীরা বিস্ফোরণ ঘটায়। মৃত ১২, আহত অনেক।

১৩.৩.২০০৩ দঃ ২৪ পরগণায় তিতকুমার গ্রামে সি.পি.এম ক্যাডার আর এস পি সমর্থক এক মহিলাকে ধর্ষণ করেছে।

১৩.৩.২০০৩ জিয়াগঞ্জ থানার গয়েশপুর গ্রামে সিপিএম প্রধানের ভাই এক কংগ্রেস সমর্থক মহিলাকে ধর্ষণ করেছে।

১৪.৩.২০০৩ বরাহনগর, ডানলপ ব্রিজের নীচে ঝুপড়িতে বালিকা ধর্ষণ।

১৪.৩.২০০৩ দঃ দিনাজপুর কুশমণ্ডি থানার মনিপুকুর গ্রামে আদিবাসী মহিলা বাহমনি

মারড়িকে ধর্ষণ ও খুন করেছে এক রাজনৈতিক দলের নেতা।

১৪.৩.২০০৩ সালার তালিবপুরে হিন্দুনারী বিউটি চৌধুরীকে ধর্ষণ করেছে সামসুল আলম হক মুসলমান কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য।

১৫.৩.২০০২ গুজরাটে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু।

২৪.৩.২০০৩ কাশ্মীরে জঙ্গিরা ২৪ জন কাশ্মীরী পণ্ডিতকে ঘর থেকে বের করে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে।

৯.৫.২০০১ সেনাভবনে জঙ্গীহানা।

২১.৫.১৯৯৬ দিল্লীর লাজপত নগরে জঙ্গী-বিস্ফোরণ।

২২.৫.২০০২ গুজরাতে দাঙ্গার তদন্তে নরেন্দ্র মোদি নিযুক্ত নানাবতী কমিশনের কাজ শুরু।

২৮.১০.১৯৯৭ দিল্লীতে বড় বিস্ফোরণের চক্রান্ত ফাঁস। ধৃত ৩ কাশ্মীরী জঙ্গি ইউসুফ খান, আবদুল আমেদ ভাট, আবদুল রশিদ, সবাই ISI মদত পুষ্ট।

বিরামহীন, সন্ত্রাস, নির্লজ্জ মুসলিম তোষণ

২২.১২.২০০০ দিল্লীর লালকেল্লায় জঙ্গি-হানা।

৯.৯.২০০১ আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে মুসলিম সন্ত্রাসবাদিদের হানা।

১১.৯.২০০১ মুসলিম জঙ্গি-হামলায় আমেরিকার বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস।

১৩.১২.২০০১ ভারতের সংসদ ভবনে পাকিস্তানী জঙ্গি হানা, মৃত্যু ১২।

২৫.১২.১৯৯৯ পাকিস্তানী জঙ্গিদের ভারতীয় বিমান ছিনতাই।

১৪.৯.২০০২ গান্ধীনগর, অক্ষরধাম-মন্দিরে পাক জঙ্গিদের বিস্ফোরণ। হত-৩৪, আহত-৮১।

৯.৮.২০০৩ গুজরাট থেকে কুতবউদ্দিনের কলকাতা আগমন, হাওড়া স্টেশনে সি.পি.এম সহ বিভিন্ন মৌলবাদী মুসলিম সংগঠনের বিপুল সম্বর্ধনা। আনন্দবাজারের শিরোনাম সংবাদ কুতবউদ্দিন। কে কুতব? সে নাকি নরেন্দ্র মোদীর বি.জে.পি শাসিত সরকারের গুজরাটে থাকতে নিরাপদবোধ করছে না। সেজন্য আগমার্কা মুসলিম তোষণকারী বুদ্ধ ভট্টাচার্যের সরকার কলকাতায় তাকে নিরাপত্তা দিয়ে রাখতে চায়। কেন সে গুজরাটে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে? সে ২৭.২.০২ তারিখে গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে জঙ্গিদের সঙ্গে সহযোগিতা করে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। ২৮.২.০২ তাং নানাবতী কমিশন গঠনের পর থেকেই সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল। অবশেষে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

১০.৮.২০০৩ সংবাদ : কলকাতার মুসলিম এলাকায় কুতবকে একটি বাড়ি কিনে দেওয়া হয়েছে। আনন্দবাজার দুঃখ করে লিখেছে বাড়ি তো হল, সংসার চলবে কি করে? বুদ্ধ বলছে, আইন বাঁচিয়ে যেমন করে হোক কুতবকে একটি

চাকরি দেওয়া হবে।
(ব্যাস! বি.জে.পি-র ভোটের বাজারে ধস। সি পি এম-এর সেনসেক্স একদিনে ৯০০ পয়েন্টে উঠলো।)

২৪.৮.২০০৩ সংবাদ : অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে খনন কার্য চালিয়ে ১০ম শতাব্দীর হিন্দু মন্দিরের নিদর্শন পেয়েছে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ, এবং এই রিপোর্ট হাইকোর্টকে জানিয়েছে (জানালে কি হবে, আবার চাপা পড়বে)।

২৫.৮.২০০৩ লস্কর-ই-তোইবা ও সিমি মুম্বাইয়ে গেটওয়ে ও জাভেরী বাজার ২ জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটায়। হত-৬০, আহত-১৬১।

১৬.৯.২০০৩ জয়েশ-ই-মহম্মদ নেতা—ওয়ালি হাসান ভারতের শীর্ষ নেতাদের খুনের হুমকি দিয়েছে। ভারত সরকার নেতাদের নিরাপত্তা বাড়াচ্ছে।

১৯.৯.২০০৩ সংবাদ : ডায়মন্ডহারবার থানার নেতরা গ্রামে প্রখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকারের বাড়ির ঐতিহ্যশালী দুর্গাপূজার দুর্গা প্রতিমার গণেশ লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তি তিনটির মাথা মুসলমানেরা কেটে নিয়ে যায়।

৭.৭.২০০৪ আনন্দবাজার (৫ পাতা) : লোকসভায় ইরাক নিয়ে বিশেষ বিতর্ক, আবু ঘ্রাইব কাণ্ডের নিন্দা। নটবর সিং বলেন—আমরা ইসলামি বিশ্বের ভাবাবেগকে অবহেলা করতে পারি না। (সেইজন্য ২৫০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যশালী বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তি তালিবানরা ধ্বংস করলে, বিশ্ববিবেক ধিক্কার জানালেও আমরা কোন কথা বলি নাই)।

১৫.৭.২০০৪ লালু প্রসাদ যাদব "গোধরা কাণ্ডের" পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দিল। (সবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ডে মুসলমানরা দায়ী নয় এটা প্রমাণ করার জন্য। ইতিমধ্যে অগ্নিদগ্ধ কামরা স্ক্রাপ হিসাবে তড়িঘড়ি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে) প্রসঙ্গতঃ ২২.৫.০২ তারিখে নানাবতী কমিশন এব্যাপারে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলির সীমহীন মুসলিম তোষণ আর ধারাবাহিক সংখ্যালঘু সন্ত্রাস

১০.১০.১৯৪৬ একটি মর্মান্তিক হিন্দু নিধনের ঘটনা। পূর্ববঙ্গে নোয়াখালির করপাড়ায় ঐতিহাসিক মাখন লাল রায়চৌধুরীর বাড়ি। মুসলমানেরা পৈশাচিক উল্লাসে অবরোধ করে বাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয়। বাড়ির সমস্ত সদস্য ২৫ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পরিবারের একমাত্র সদস্য মাখনলালবাবু তখন ভাগলপুরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। প্রসঙ্গতঃ মাখনলালবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ইতিহাসের অধ্যাপক এবং কলকাতায় দাঙ্গার সময় নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকটি মুসলিম ছাত্রের প্রাণ রক্ষা করেন। পঃ বঙ্গের মুসলমানরা কি এজন্য লজ্জিত? হিন্দুরা ১০ই অক্টোবরকে "মুসলিম নৃশংসতা দিবস" হিসাবে পালন করুন।

২৪.১০.১৯৪৭ পাক বাহিনী কাশ্মীর দখল করার জন্য অভিযান চালায়।

২৭.১০.১৯৪৭ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনে মহারাজ হরি সিং স্বাক্ষর করেন এবং ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীর রক্ষার অভিযানে নামে।

২৩.৬.১৯৫৩ ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান। মৌলবাদী মুসলিম তোষণের প্রতিবাদ করায় রহস্যজনক মৃত্যু।

১৬.৭.২০০৪ গুজরাতে পুলিশের গুলিতে নিহত ছাত্রী ইশরাত, তাদেরই সদস্যা বলে স্বীকার করেছে—লস্কর-ই-তৈবা।

১৬.৭.২০০৪ আদিকান্ত দলুইকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় জড়িতরা সবাই সি পি এমের, স্বীকার বুদ্ধের।

২২.৭.২০০৪ কয়লা মন্ত্রী শিবু সোরেন ফেরার। মন্ত্রীর বাসভবনে পুলিশ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লটকে দেয়।

30.7.2004 News : I haven't proposed to my girl friend yet. RAHUL. Veronica, her parents were Spanish. She has been brought up and lives in Venezuela.
(এমন মেয়ের সঙ্গে যে প্রেম করে সে প্রধানমন্ত্রী হবারই যোগ্য)।

৮.৮.২০০৪ আঃ বাঃ ১ম পাঃ অর্জুন সিং মন্ত্রী হবার পর থেকে শিক্ষায়—জাতীয় সংখ্যালঘু কমিটি, উর্দু মাধ্যম স্কুল, মাদ্রাসার প্রসার ইত্যাদির ব্যাপারে উঠে পড়ে লেগেছে। (এরা মৌলবাদী মুসলিম অপেক্ষা ভয়ঙ্কর।)

১৫.৮.২০০৪ অসমে বিস্ফোরণ, ১৬ জনের মৃত্যু। অধিকাংশ স্কুল পড়ুয়া।

৪.৯.২০০৪ বিদেশের খবর—লস্কর-ই-তৈবার সহযোগিতায় চেচেন জঙ্গিরা ১৫০ জন রুশ পণবন্দীকে হত্যা করে। পরে মৃত্যু বেড়ে হয় ৩৩১, নিখোঁজ ২৬০।

১৩.৯.২০০৪ Destroy Soudi Arabia & Iran. V.S.Naipaul.
নোবেলজয়ী সাহিত্যিক নইপল, প্রতিনিয়ত বিশ্বজুড়ে ইসলামিক সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ করে ক্ষোভে ঘৃণায় বলেছেন, এই সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর সৌদি আরব ও ইরানকে ধ্বংস করে দাও। তাহলে বিশ্বে শান্তি আসবে।
(ভারতে মুসলিম সন্ত্রাস নিয়ে, এদেশের সাহিত্যিকদের কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নাই।)

২৭.৯.২০০৪ সংবাদ : তাজমহলের ৩৫০ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে তাজমহলের সংস্কার চলছিল। পিছনের দিকের মূল দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গিয়েছিল। সেখানে স্বস্তিক চিহ্ন, পদ্মফুল প্রভৃতি দেখা যায়। পুরাতত্ত্ব বিভাগ এর নমুনা পরীক্ষা করে বলেছে এগুলি ৮০০-৮৫০ বছরের প্রাচীন। ৩৫০ বছর আগে তৈরি সৌধের দেওয়ালে ৮০০ বছর আগেকার হিন্দু প্রতীকচিহ্ন কোথা থেকে এল? পি.এন.ওক তাঁর বই "তাজমহল হিন্দুমন্দির"-এ এসব

প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং বিভিন্ন তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন একটি হিন্দুমন্দিরের উপর তাজমহল তৈরি হয়। তবে এসব কথা বললে হয়ে যাবো সাম্প্রদায়িক।

৭.১১.২০০৪ বর্তমানে প্রকাশিত সংবাদ—সেতুবন্ধ রামেশ্বর আর পৌরাণিক কাহিনী নয়। শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত সেতুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।
মার্কিন উপগ্রহ থেকে ছবি তুলে সমুদ্রের নীচে একটি প্রাচীন সেতুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মার্কিন অভিমত এই প্রাচীন সেতুই রামায়নে বর্ণিত রামসেতু। মার্কিন অভিমত যাই হোক—ভারতের আপামর জনগণের হৃদয়ে ভগবান রূপে যতই তিনি পূজিত হন, সেতুবন্ধ রামেশ্বর—রামনবমী তিথি সব ভুল। ভারতের মুসলমানরা যতক্ষণ না এসবের স্বীকৃতি দেবে মনমোহন-সনিয়া প্রকাশ-সীতারামরা তা স্বীকার করতে পারে না।
আচ্ছা : সীতারাম ইয়েচুরির বাবা-মা এত নাম থাকতে ছেলের নাম সীতারাম রাখলো কেন? ইয়েচুরি মহাশয় ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ হিসাবে নামটা পালটে ফেলুন।

১৭.১.২০০৫ ১৩৪ দিনের মাথায় উমেশ ব্যানার্জী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত গোধরা অগ্নিকাণ্ড নিছক দুর্ঘটনা। (লালুর মুসলিম ভোট মজবুত)।

১৭.৩.২০০৫ দিল্লীর বাংলাদেশিদের (বেআইনী অনুপ্রবেশকারী) রেশন কার্ড বাতিলের নির্দেশ হাইকোর্টের।

২৫.৩.২০০৫ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে তাই দোলযাত্রায় মাইক বাজানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো বামফ্রন্ট সরকার। তবে জুম্মাবারের আজানের মাইকে বাধা নেই।

১.৪.২০০৫ বিচারপতি লালাকে অপমান করায় বিমান বসুর ৩ দিনের কারাদণ্ড, জরিমানা ১০ হাজার।

৭.৪.২০০৫ বর্তমান (১ম পাতা) : অনুপ্রবেশ রোখা না গেলে পরিস্থিতি দেশ ভাগের দিকে এগোবে, আদবানী।

৯.৪.২০০৫ মুসলিমদের বেশী করে সদস্য করতে হবে, সি পি এম পার্টি কংগ্রেসে ঘোষণা। (রাশিয়াকে ভেঙে ৪টি ইসলামিক রাষ্ট্র গড়েছে রাশিয়ার কমিউনিস্ট)

৩০.৬.২০০৫ দমদম বিমান বন্দরে রানওয়ে ঘুরিয়ে একটি পুরানো মসজিদ রক্ষা করা হলো।

৩০.৬.২০০৫ ২৮ বছরের ৫ সন্তানের জননী ইমরানাকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছে। অতঃপর শরিয়তি বিধানে ইমরানাকে শ্বশুরের সঙ্গে ঘর করতে হবে।

৪.৭.২০০৫ হিন্দুস্তান টাইমস Imrana may not have been raped. A.I.M.P. Law Board.

৪.৭.২০০৫ আঃ বাঃ নিজস্ব প্রতিনিধি ঘুরে এসে লিখছে—সবার মুখে কুলুপ।

৫.৭.২০০৫ হরদৌলী গ্রামের ২৪ বছরের ৪ সন্তানের জননী রানী বেগমকে তার শ্বশুর ২ বছর আগে ধর্ষণ করার পর শরিয়তি বিধানে তাকে শ্বশুরের ঘর করতে বলায় রানীবেগম সুভাষ নগরে পালিয়ে যায়। ইমরানা কাণ্ডে রানী বেগম প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয়েছে।

৫.৭.২০০৫ অযোধ্যায় আত্মঘাতী জঙ্গী হানা। অস্থায়ী রামমন্দির ওড়াতে লস্কর-ই-তৈবা ও জইশ-ই-মহম্মদের যৌথ হানা।

৬.৭.২০০৪ লন্ডনের বিভিন্ন জায়গায় ও টিউব রেলে আল কায়েদা গোষ্ঠীর পর পর ৭টি বিস্ফোরণ। হত ৫৬, আহত ৭০০।

১৫.৭.২০০৫ সংবাদ : প্রমাণ মিলেছে সলমন খান, দাউদ-ছোটা শাকিলের ঘনিষ্ঠ।

২৯.৭.২০০৫ বারাণসী / শ্রমজীবী এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ, হত-১২, আহত-৫২।

১৩.৮.২০০৫ কলকাতায় আল কায়দার কুপনে চাঁদা আদায় হচ্ছে।

১০.৯.২০০৫ সংবাদ : অল ইন্ডিয়া সুন্নি উলেমা বোর্ডের মৌলানা হাবিবুল ফতোয়া জারী করেছে, ইসলামের অনুশাসন মেনে সানিয়া মির্জাকে পোশাক পরতে হবে।

২৮.৯.২০০৫ সংবাদ : বুদ্ধ, সত্যসাধন বলেছে সংস্কৃত পড়িয়ে কি পুরোহিত তৈরি হবে? পাশ করে পুজো আচ্চা করবে না কি? না, মাদ্রাসায় আরবি পড়িয়ে তালিবান তৈরি হবে।

৬.১০.২০০৫ সংবাদ বর্তমান (১ম পাতা) : মুর্শিদাবাদ পুরসভা এবং জিয়াগঞ্জ ব্লক এই দুই জায়গায় ৬৫% মুসলমান নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারছে না।

২৯.১০.২০০৫ দিল্লীর এস এন নগর মার্কেটে বিস্ফোরণ, নিহত—৬৬, আহত—২১০। সংবাদ মাধ্যমে দায় স্বীকার ইনকিলাব গ্রুপের আহমেদ গজনবির।

২৩.১১.২০০৫ সীমান্ত সড়ক সংস্থার অপহৃত চালক মনিয়াপ্পান রামন কুট্টিকে হত্যা।

১৬.১২.২০০৫ বুদ্ধ উবাচ—পঃ বঙ্গে ২৭% মুসলমান অথচ সরকারী চাকুরিতে মাত্র ৩%। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ করতেই হবে। তাতো করতেই হবে। কিন্তু ২৭% হলো কি করে? এক কোটি অনুপ্রবেশকারী মুসলমানের জন্যও সংরক্ষণ হবে। ওপার থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে আসা হিন্দুরা এতই ব্রাত্য!

২৮.১২.২০০৫ বাঙ্গালোর বিজ্ঞান কেন্দ্রে লস্কর-ই-তোইবার হামলা। হত এক অধ্যাপক, জখম-৬।

৯.১.২০০৬ Times of India (1st Page) : Chhou Returns and without cuts. গতকাল ব্রিগেডে সিপিএমের মিটিং-এ বুদ্ধ কান্তি প্রমুখের সামনে পরিবেশিত হলো 'গণেশ বন্দনা' সহ ছৌ-নৃত্য। প্রথমে বন্দনা করি গণেশ-চরণ—ইত্যাদি। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ বামফ্রন্টের মন্ত্রী কান্তি হিন্দুত্বের অজুহাতে ৪র্থ শ্রেণীর কিশলয়ে সিলেবাস থেকে গণেশ বন্দনা বাদ দিয়েছেন। তবে কি এখন মাওবাদীদের গুঁতোয় গণেশ দেবতার শরণ

নিচ্ছে?

১৯.১.২০০৬ বর্তমানে পবিত্র কুমার ঘোষের লেখা—'ইতিহাসের পটে সাম্প্রতিক' থেকে কিছু অংশ 'লন্ডনের ফিনসবিউরী পার্কের মসজিদের ইমাম আবু হামজার ইসলামিক জেহাদ প্রচারের অভিযোগে লন্ডনের আদালতে বিচার চলছে। তার বাড়ি থেকে হাজার হাজার ক্যাসেট এবং ১০ ভল্যুমের "ব্লুপ্রিন্ট ফর টেররিজম" উদ্ধার হয়েছে। ক্যাসেটে বলা হয়েছে—১) গোটা দুনিয়াকে খলিফার অধীন করে শরিয়ত আইন চালু করা এবং হোয়াইট হাউসে একজন মুসলিম শাসককে গদিয়ান করা তাদের লক্ষ্য, ২) কাফেরদের হত্যা করার কোন যুক্তি থাকলে ভাল, যদি যুক্তি ছাড়াই হত্যা করা হয়, তাও ভাল, ৩) মুসলিমদের ধর্মীয় অনুশাসনের অর্থ হলো আল্লার জন্য যুদ্ধ করা এবং হত্যা করাও তাদের ধর্মের আদেশ, ৪) ইহুদি, কাফির ও ইসলাম ত্যাগীদের খুন না করলে ধর্মীয় আদেশ লঙ্ঘন করা হবে, ৫) লন্ডনের বিগবেন, আমেরিকার স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার প্রভৃতি ধ্বংস করতে হবে। ৬) ক্রিসমাস উৎসব প্রভৃতির জমায়েতে আক্রমণ চালাতে হবে। (ভারতের বুখারী বরকতি প্রভৃতির মসজিদে তল্লাশি চালালেও একই জিনিস মিলবে। কিন্তু তল্লাশি করবে কে?)

২৪.১.২০০৬ আমার বৌমার বোন মালবিকা দেওর জঙ্গী হানায় মারা যায়। মিলিটারিতে কাজ করতো।

২৬.১.২০০৬ আঃ বাঃ আজহারকে ফিরে পেতে রাহুল ঢোলা কিয়ার সিনেমা "পারজানিয়া"। (কাশ্মীর থেকে ৩ লক্ষ হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানের হাতে অত্যাচারিত হয়ে নিজদেশে উদ্বাস্তু হলে, তাদের দুঃখে তো কোন নাটক সিনেমা করে না, মুসলমান কর্তৃক ধর্ষিতা হিন্দুনারীর এই সব সন্তানেরা।)

৬.২.২০০৬ আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার ৩৫টি সদস্য দেশের মধ্যে ভারত সহ ২৭টি দেশ ইরানের বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানোর পক্ষে ভোট দেয়। কিউবা, সিরিয়া ও ভেনেজুয়েলা মাত্র ৩টি দেশ বিপক্ষে ভোট দেয়। ভারতের কমিউনিস্টরা বলছে—ইরানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হলো। ইরানের স্বার্থ কি করে ভারতের জাতীয় স্বার্থ হয়? অবশ্য মুসলিম তোষণ হয়।

৬.২.২০০৬ বিপ্লবী রণক্লান্ত—ভরসা সোনিয়ার পদপ্রান্ত। সংবাদ—ইরান ইস্যুতে বামেরা সমন্বয় কমিটির বয়কট ঘোষণা করেছিল। আজ ইয়েচুরি চোরের মত সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করে বলে এসেছে, আমরা সমন্বয় কমিটির বৈঠকে যোগদান করবো।

৯.২.২০০৬ বিশেষ নিবন্ধ ১৫০০ বছরের বেশী পুরানো দুর্গ শহর মাণ্ডু। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই দূর্গশহর মুন্‌জ ভোজ প্রভৃতি হিন্দু রাজাদের অধীনে

থাকাকালীন তাঁরাই গড়ে তোলেন এই শহর, তৈরি করেন ৯০০-র বেশী হিন্দু ও জৈন মন্দির।

তারপর মহম্মদ বিন তুঘলক, দিলওয়ার খান ঘুরি, হোসাংশাহ, সুজাখান, আদমখান প্রমুখ মুসলিম শাসকেরা ১৭০০ সাল পর্যন্ত মাণ্ডুকে অধীনে রেখে ধ্বংস করেছিল সমস্ত মন্দির। আজও দেখা যায় ৩০০টি হিন্দুমন্দির ও ৪০০টি জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মোগল শাসকেরা তো শহরের নামই পাল্টে রেখেছিল শাহদিয়াবাদ। এখানকার জামি মসজিদ হোসাংশার গম্বুজ প্রভৃতি দেখুন, চোখে পড়বে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন। কি বলবে ভারত ভাগ করা মুসলিমরা? আগমার্কা ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুরা, যারা বাবরির জন্য চোখের জল ফেলে? ১৭৩২ সালে মারাঠা বীর মালহার রাও হোলকার দিয়াবাহাদুরকে পরাজিত করে মাণ্ডুকে মারাঠাদের অধীনে নিয়ে আসেন। তিনি কিন্তু ঐ সব মসজিদ এবং গম্বুজের গায়ে হাত দেন নাই। তবু হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক।

১৫.২.২০০৫ আঃ বাঃ মুসলিম গণনা উন্নয়নের স্বার্থেই। বুখারী।

৭.৩.২০০৬ বারাণসীতে বিস্ফোরণ—হত-২০, আহত-৬০। দশাশ্বমেধ ঘাটে উদ্ধার ৪টি বোমা। সন্দেহ লস্কর-ই-তোইবা।

১৮.৩.২০০৬ কার্টুন বিতর্ক। বাতিল ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর, মুসলিম মৌলবাদের কাছে ভারত সরকারের নির্লজ্জ আত্মসমর্পন।

২৭.৩.২০০৬ ইরান : বাম, মুলায়মকে একহাত নিল সোনিয়া। মুসলিম সম্প্রদায়ের সব থেকে বড় হিতাকাঙ্খী কংগ্রেস।

২৯.৩.২০০৬ দিল্লিতে গ্রেপ্তার হিজবুলের কমান্ডার মেজেরাজউদ্দিন জম্মুর পুঞ্চে গ্রেপ্তার হিজবুলের মহম্মদ বিন।

৩০.৩.২০০৬ দেবী সরস্বতীর নগ্ন ছবি আঁকার জন্য হুসেনকে দায়ী করলো আদালত। (এ নিয়ে আঁতেলরা শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে এবার কি বলবে?)

৩০.৩.২০০৬ গোধরা কাণ্ড : ইউ পি এ সরকারের সিদ্ধান্তে অখুশি বিচারপতি নানাবতী ও কে জি শাহ।

৬.৪.২০০৬ বারাণসী বিস্ফোরণে ধৃত ৬ জঙ্গী বাংলাদেশ হুজির সদস্য, ১ জন মেহবুব আলির বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনায়।

৮.৪.২০০৬ আলিগড়ে গত ২ দিন ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য পুলিশ সুপার এস. কে. বার্মা এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক সত্যভানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। জেলাশাসক আর. কে. সিং সহ আরো দুই অফিসারকে বদলি করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৬ মুসলিম পরিবারকে ২.৫ লাখ করে এবং আহতদের ৫০ হাজার করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত।

১৮.৪.২০০৬ সংবাদ : বুখারীর সমর্থকরা সাংবাদিকদের পেটাল।

৩০.৪.২০০৬ আফগানিস্তানে অপহৃত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার কে. সূর্যনারায়ণকে গলা কেটে হত্যা করলো তালিবানরা।

১.৫.২০০৬ জম্মুতে লস্কর জঙ্গীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন ৩২ জন হিন্দু।

১.৫.২০০৬ বরোদায় রাস্তার উপরে বে-আইনি দরগা ভাঙা নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হত-৪।

১৯.৫.২০০৬ সংবাদ : কাশ্মীরকে হিন্দুশূন্য করার চক্রান্ত চলছে। বি.জে.পি।

২৮.৫.২০০৬ কানপুর ২৮ মে, জামিয়াত উলেমা হিন্দ সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ মাদানি সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণের দাবি জানাল।

৩১.৫.২০০৬ কাশ্মীরে পর্যটকদের উপর মুসলিম জঙ্গী হামলা, জখম ৩৫, অধিকাংশ বাঙালী।

১.৬.২০০৬ নাগপুরে R.S.S. সদর দফতরে জঙ্গী হানা, হত তিন লস্কর জঙ্গী।

১১.৭.২০০৬ সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ে মুসলিম জঙ্গীদের পরপর ৭টি বিস্ফোরণে নিহত-২০০, আহত ৭ শতাধিক। ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক, দায়িত্ব শেষ শিবরাজ পাতিলের।

১২.৭.২০০৬ কাশ্মীরে মুসলিম জঙ্গী হানায় ২ বাঙালী সহ ৪ জখম।

১৩.৭.২০০৬ পুঞ্চের মাগনার গ্রামে মুসলিম জঙ্গীরা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৪ জন হিন্দুকে হত্যা করলো।

১৩.৭.২০০৬ মৌলানা মুলায়ম বলেছে সিমি দেশ বিরোধী কাজ করে না। আর কত দিন সহ্য করবো এই সব ভোট ভিখারী মেরুদণ্ডহীন নেতাদের আর সেইসব সন্ত্রাসবাদী মৌলবাদী দেশ বিরোধী মুসলিমদের যারা আমার মা ভাই বোন, আমার দেশবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করছে? নিজে তাদের ঘৃণা করবো, দেশবাসীকেও ঘৃণা করতে বলবো।

১৫.৭.২০০৬ সংবাদ : ২দিন আগে মুলায়ম বলেছে সিমি দেশ বিরোধী নয়। সঙ্গে সঙ্গে সোনিয়া সৈফুদ্দিন সোজ, সলমন খুরশিদ আর মহান আন্তুলেকে উত্তরপ্রদেশে পাঠিয়ে দিল। নির্দেশ, তোমরা উত্তরপ্রদেশের মুসলিম নেতা ও ইমামদের বোঝাও মুলায়মের থেকে কংগ্রেসই প্রকৃত মুসলিম দরদি। আমরা সিমির বিরুদ্ধে গোয়েন্দা-রিপোর্ট ইতিমধ্যে চেপে দিয়েছি। ১১ জুলাই মুম্বাই—বিস্ফোরণের দায় থেকেও আমরা সব মুসলিম সংগঠনকে অব্যাহতি দেবো। তোমরা আমাদের দয়া করো। মুসলিম ভোট থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না।

(এরপর একজন হিন্দুর কি এই মুসলিম পদলেহনকারী কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া উচিত।)

১৬.৭.২০০৬ সংবাদ : মুলায়ম মন্ত্রীসভার সদস্য নগরোন্নয়ন মন্ত্রী আজম খান বলেছে, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ভেঙে মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক প্রদেশ গড়তে

হবে।

(কি করবে মুলায়ম? তারপর দাবী হবে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রই চাই। ভারতের হিন্দুরা কি ঘুমিয়েই থাকবে? আগামী সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা ভাববে না?)

১৮.৭.২০০৬ আনন্দবাজার (১ম পাতা) : "ক্ষোভ নিয়ে সোনিয়ার দরবারে মুসলিমরা।" মুম্বাই বিস্ফোরণের জেরে দেশের মুসলিমদের হেনস্তা বন্ধ হোক এবং হেনস্তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। সোনিয়ার কাছে দাবী জানাল মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ সাহাবুদ্দিন, অল ইন্ডিয়া মুসলিম মজলিশ এ মুশাওয়াৎ-এর জেনারেল সেক্রেটারি ইজাজ আহমেদ আসগর, ওই সংগঠনের সদস্য প্রাক্তন আই.এ.এস আকবর জং, অল ইন্ডিয়া মুসলিম ল'বোর্ডের হাসিম রসুল ইলিয়াৎ প্রমুখ। সোনিয়া তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন। (অথচ সন্ত্রাসের সহযোগী হিসাবে তাদের গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। কিন্তু কে করবে?)

১৮.৭.২০০৬ বর্তমান (১ম পাতা) : "সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক বরাদ্দ দাবী বুদ্ধদেবের।" কলকাতায় যোজনা পর্ষদের বৈঠকে বুদ্ধদেব এ রাজ্যের ২৭% মুসলমানের জন্য যোজনা পর্ষদে পরিকল্পনা খাতে আলাদা বরাদ্দের দাবী করেন। (মুসলিম ভোটের মোহে অন্ধ বুদ্ধ কি জানেন, এই ২৭%-এর অর্দ্ধেক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী।)

২২.৭.২০০৬ সংবাদ : ২ জন লস্কর জঙ্গী ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ হয়েছে। ভারতের মুসলমানেরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং সেনা, নিরাপত্তা এবং পুলিশবাহিনী সহ সমস্ত সরকারী দফতরে আপাততঃ মুসলিম নিয়োগ আইন করে বন্ধ করে রাখা হোক।

২৫.৭.২০০৬ অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে কাশ্মীরে হত পাক মেজর হায়দার তুর্কি ওরফে আবু বিলাল সহ অপর ২ জঙ্গী—মহম্মদ কাসিম খান ও মহঃ আয়ুব খান।

২৭.৭.২০০৬ আনন্দবাজার (১ম পাতা) : ১) লস্করের চর সন্দেহে ধৃত ৩ ফৌজি। ২) মাদ্রাসা সংস্কারে বামফ্রন্ট সরকারকে সরাসরি পাক চিঠি, কেন্দ্রের বিদেশ মন্ত্রককে বাদ দিয়ে।

জ্যোতি বসু ভারত ভাগ করে আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ার দাবিতে মুসলিম লিগের সঙ্গে একই মঞ্চে সভা করেছিলেন। বুদ্ধবাবু সেই পথে হাঁটছেন না তো? পঃ বঙ্গের হিন্দুরা একটু চিন্তা করুন।

২১.৮.২০০৬ সংবাদ : ১) জইশের এজেন্ট সন্দেহে কলকাতায় আটক ১। ২) বসিরহাট সীমান্তে সশস্ত্র দুই বাংলাদেশি ধৃত।

২২.৮.২০০৬ সংবাদ : অর্জুন সিং বলেছে "বন্দেমারতম" প্রকাশের শতবার্ষিকী উপলক্ষে

মাদ্রাসায় "বন্দেমাতরম" গাইতে হবে না। আগে বলেছিল, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাইতে হবে।

২২.৮.২০০৬ সংবাদ : Times of India—V.K.Malhotra The Antinationals should rather have been told to leave India, if they do not want to recite the National Song.

২২.৮.২০০৬ Times of India (Pg. 7)—Speaking at a Seminar Organised by Jamiat Ulema-e-Hind Man Mohan urged these institutions to include main stream education along with religious teaching. Muslims not target of terror probe.
(রাজনীতিকদের এই কদর্য খেলা সন্ত্রাসবাদিদের চেয়ে ভয়ঙ্কর)

২২.৮.২০০৬ সংবাদ : জেরার মুখে পাক জঙ্গী সোহেল ও জুবের—ধমকাবেন না। মেরে ফেললেও কিছু বলবো না। মরার জন্য প্রস্তুত হয়েই এখানে এসেছিলাম।

২৩.৮.২০০৬ সংবাদ : ১। মুম্বাইয়ে নিহত জঙ্গী গিয়েছিল কলকাতা হয়েই।
২। "'বন্দেমারতম" প্রসঙ্গে সংসদে হট্টগোল, বি.জে.পি-র ওয়াক আউট।
৩। হিঙ্গলগঞ্জে লিংকম্যান সন্দেহে আটক দুই।
৪। বাঙালী সংস্কৃতি বলে আর কিছু থাকবে না। ২/৩ অংশ পুরোপুরি ইসলামী। ১/৩ অংশ খণ্ডিত পঃ বঙ্গে-র সাচ্চা ধর্মনিরপেক্ষ বামফ্রন্ট সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রমাগত ইসলামিকরণে মগ্ন। অস্বাভাবিক মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মুসলমানদের বাংলাভাষার প্রতি অনীহা, সরকারি অর্থানুকুল্যে মাদ্রাসায় আরবি শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর সেই খণ্ডিত অংশটুকুতে আবার মাদ্রাসার রমরমা, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আরবি শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এ কোন আজব দেশে বাস করছে। জ্যোতি বসু তো এককালে মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতকে তিন টুকরো করে দুটি পাকিস্তানের সৃষ্টি করেছিল। এখন পাকিস্তান বুদ্ধ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সরাসরি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসারের জন্য যোগাযোগ করছ। অন্যদিকে বুদ্ধ সরকারের বদান্যতায় হু হু করে মুসলিম অনুপ্রবেশ বেড়ে চলেছে। বুদ্ধ ভট্টাচার্য কি এবার গোটা পঃ বঙ্গকেই পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবেন?

২৪.৮.২০০৬ সংবাদ : মালদহে পাক জঙ্গী ধৃত।

২৪.৮.২০০৬ বর্তমান (৪র্থ পাতা) : কলকাতার বিভিন্ন স্কুলে পাকিস্তানি পতাকা।

৩১.৮.২০০৬ সংবাদ : রাজ্যগুলিকে "বন্দেমাতরম" গাওয়ার নির্দেশ দানের কথা অস্বীকার অর্জুন সিং-এর।

৩.৯.২০০৬ সংবাদ : দারুল উলুম দেওবন্দের দুই শীর্ষ নেতা ফতোয়া দিয়েছে, ৭ই

সেপ্টেম্বর কোন মুসলিম ছাত্র স্কুলে যাবে না। বলেছে "বন্দেমাতরম" গাওয়া নিয়ে আমাদের কেউ চাপ দিতে পারে না। (গাইতেই হবে, না হলে তোমাদের লড়ে নেওয়া পাকিস্তানে চলে যাও।)

৫.৯.২০০৬ Mujaffar Khan, President, All India Nationalist Forum said those, who do not want to sing should not be forced to sing Vandematoram.

৭.৯.২০০৬ বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে পালিত হলো "বন্দেমাতরম" জাতীয় সংগীত গ্রহণের শতবর্ষ। মীরাটে গাওয়া হয়েছে, 'সারে জাঁহাসে', সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে আহত-২।

রাজস্থানে কোন মাদ্রাসা বন্দেমাতরম গায় নাই। মধ্যপ্রদেশে কয়েকটি মুসলিম সংগঠন বিক্ষোভ দেখিয়েছে। গুজরাত, ছত্তিশগড়, পাঞ্জাব, হরিয়ানায় সাড়ম্বরে পালিত।

কংগ্রেস সেবাদল অফিসে সমবেত ভাবে "বন্দেমাতরম" গাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। সোনিয়া এবং মনমোহন দুজনেই উপস্থিত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও মুসলিম ভোট হারানোর ভয়ে অনুষ্ঠানে হাজির হন নাই।

৯.৯.২০০৬ আবার মহারাষ্ট্রে বিস্ফোরণে হত ৩৮, আহত বহু।

২৪.৯.২০০৬ সংবাদ : ১। কাশ্মীরে হিজবুলের হুমকি, বোরখা না পরলে গলা কেটে নেবো।

২। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে সোনিয়া ও মনমোহনের আবেদন, সন্ত্রাসবাদী খোঁজার নামে মুসলিমদের যেন হেনস্তা না করা হয়।

৬.১০.২০০৬ বর্তমান (১ম পাতা) : কলকাতা বন্দর এলাকার খিদিরপুর বার্থের মধ্যে ২টি মসজিদ আছে। তাতে বাইরের লোকের অবাধ আনাগোনা। নিউ ইয়র্কে যমজ টাওয়ার ধ্বংসের পর বিশ্বের সমস্ত মেজর পোর্টে আই.এস.পি.এস কোড চালু হয়েছে। তার ফলে পোর্ট এলাকায় মসজিদ রাখা চলবে না। কোড না মানলে বহুদেশ কোন জাহাজ কলকাতা বন্দরে পাঠাবে না। না পাঠাক। কলকাতা বন্দর ধ্বংস হোক, তবু মসজিদ থাকবে। যেমন কলকাতা বিমান বন্দরে একটি পরিত্যক্ত মসজিদের জন্য রানওয়ে বাড়ানোর সমস্যা হয়েছে। অথচ এটা প্রমাণিত সত্য, সন্ত্রাসবাদীরা মসজিদকে আশ্রয়স্থল হিসাবে বেছে নেয়।

৩১.১০.২০০৬ বর্তমান (৭ পাতা) : মনমোহন এবং শিবরাজকে সোনিয়ার নির্দেশ— সামনেই উত্তরপ্রদেশের ভোট। মুম্বাই বিস্ফোরণের তদন্তে মুসলিমদের ধরপাকড় বন্ধ করো।

২.১১.২০০৬ Times of India : Fatwas not legally binding, says Govt. Affidavit in Supreme Court targets Parallal Judiciary.

১০.১১.২০০৬ সাদ্দামের ফাঁসির আদেশের প্রতিবাদে ফলতায় মুসলিম শিশুদের মিছিল।

১৬.১১.২০০৬ সাদ্দামের ফাঁসির আদেশের প্রতিবাদে কলকাতায় বামফ্রন্টের মহামিছিল। (কমরেডরা সাদ্দামের পুত্রের কাজ করে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক পুষ্ট করলো)

২০.১১.২০০৬ বেলকোবা স্টেশনে দার্জিলিং মেলের হলদিবাড়ি কামরায় বিস্ফোরণ, হত-১২, আহত-৭০।

২১.১১.২০০৬ সংবাদ : মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রী আবদুস সাত্তার বলেছেন, রাজ্যের অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলি এবং খারিজি মাদ্রাসাগুলি (যেখানে মূলতঃ ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়) সব মাদ্রাসাকেই সরকারী অনুমোদন দেওয়া হবে। এজন্য আরও ১০০০ নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

২৫.১১.২০০৬ সংবাদ : ইউ.পি.এ সরকার আদালতে হলফনামা দিয়ে বলেছে ভগবান রামের কোন অস্তিত্ব ছিল না, কারণ সরকার রামচন্দ্রের ব্যাপারটাই বিশ্বাস করে না।

২৬.১১.২০০৬ সংবাদ : মাদ্রাসায় কামিল ডিগ্রীধারীদের S.S.C. পরীক্ষায় বসতে দেবার দাবীতে বিক্ষোভ।

২৯.১১.২০০৬ সংবাদ : সঞ্জয় দত্ত সন্ত্রাসবাদী নয়, স্রেফ আত্মরক্ষার জন্য বে-আইনি অস্ত্র রেখেছিল।

১১.১২.২০০৬ বর্তমান (৭ পাতা) : ১। গাজিয়াবাদে জামিয়াত-ই-ইসলামি হিন্দ নেতারা মুসলমানদের দেশের আইন ব্যবস্থা ও পুলিশকে অগ্রাহ্য করে শরিয়ত আইনের সাহায্যে সব সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে।

২। দ্বিজাতিতত্ত্ব নয়, দেশভাগের কারণ মুসলিমদের প্রতি বঞ্চনা। পাক শিক্ষামন্ত্রক। (সেজন্য কদিন আগে মনমোহন N.D.C বৈঠকে বলেছেন, দেশের সম্পদে সংখ্যালঘুদেরই অগ্রাধিকার)

১৩.১২.২০০৬ সংসদ ভবনে হামলার ৫ বছর পূর্ণ হলো।

১৪.১২.২০০৬ Times of India (1st Page)—আফজলের ফাঁসি চেয়ে কালামকে মেডেল ফেরৎ ৮ শহীদ পরিবারের।

১৫.১২.২০০৬ বর্তমান (৯ পাতা) : আফজলের হয়ে সওয়াল সিপিএমের।

১৬.১২.২০০৬ আনন্দবাজার (৫ পাতা) : ৭/১১ মুম্বাইয়ে একাধিক ট্রেনে বিস্ফোরণে অভিযুক্ত মহঃ ফয়জল শেখ স্বীকার করেছে সে ভারতের নাগরিক, আর. জে.ডি-র এক নেতার সহযোগিতায় পাকিস্তানে ট্রেনিং নিয়েছে।

১৮.১২.২০০৬ আনন্দবাজার (৫ পাতা) : মুসলিমদের জন্য ১১ দফা সুপারিশ শিক্ষায় আলাদা করে ৫৪৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

১৮ই ডিসেম্বর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা দিবস।

২০.১২.২০০৬ বর্তমান (৭ পাতা) : লাল কেল্লা চত্বরে গ্রেপ্তার ৩ লস্কর জঙ্গি—২ কেজি আর. ডি. এক্স সহ।

৩০.১২.২০০৬ সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসি, ভারত হতাশ, সিপিএম পিতৃহীন।

১৫.১.২০০৭ Times of India (1st Page) : "Minority Mapping on Cards" move with eye on Polls U.P.A. Govt. will prepare a map, Geographical map of Minorities across India. According to sources there are 156 Districts, 1228 Blocks and 303 Towns with population over 50,000 that have more than 25% minority population.
(দেশভাগের পর ভারতে কত মুসলিম ছিল? এত মুসলমান হল কি করে? মুসলমানরা তো হিন্দুদের সঙ্গে থাকবে না। তাহলে কি আবার দেশ ভাগ হবে? ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ, মুসলিম তোষণকারী নেতাদের থেকে সাবধান।)

২৬.১.২০০৭ পশ্চিমবঙ্গে হাই মাদ্রাসায় ১ম থেকে ১২শ শ্রেণী আরবি বাধ্যতামূলক ঘোষিত। (দেশভাগের পর খণ্ডিত পঃ বাংলায় বাংলা ভাষার প্রতি চূড়ান্ত অসম্মান।)

৩০.১.২০০৭ বর্তমান (১ম পাতা) : বুদ্ধ ভট্টাচার্য সুভাষ চক্রবর্তীকে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর কাছে পাঠিয়েছিলেন নন্দীগ্রামে ল্যাজে গোবরে হয়ে। তার সাফাই গাইতে সুভাষ চক্রবর্তী বলেছেন, উনি খুবই সম্মানীয় ব্যক্তি। ওনার সঙ্গে মমতা ব্যানার্জীর কোন তুলনাই চলে না। (মমতার মাথায় লাঠি মারা যায়, সিদ্দিকুল্লার দাড়ি ধুয়ে জল খেলেও পুণ্যি হয়।)

৩.২.২০০৭ পিপলস ডেমোক্রেটিক কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া নামে নতুন দল গড়ল সিদ্দিকুল্লা।

১০.২.২০০৭ Times of India (1st Page) : Kashmir's Muslims now under Shariat ambit.

৯.২.২০০৭ কাশ্মীর বিধান সভায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের এক বিধায়ক বিলটি উত্থাপন করে, সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস, ন্যাশনাল কনফারেন্স ও পি.ডি.সি একযোগে এই মধ্যযুগীয় আইনটি সমর্থন করে মৌলবাদী তোষণ সহ কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ বলে মেনে নিল।

১৯.২.২০০৭ পানিপথের কাছে সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ। জীবন্ত দগ্ধ ৬৮, আহত ১২৫।

২১.২.২০০৭ কলকাতায় "অঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু হিন্দ" সরকারী কাজে উর্দু ব্যবহারের দাবিতে ময়দানে সভা করে বুদ্ধ ভট্টাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিল। বুদ্ধ হাসিমুখে সেটা গ্রহণ করে একুশে ফেব্রুয়ারী তথা বাংলাভাষাকে চূড়ান্ত অপমান করলো।

২২.২.২০০৭ ভোটের টানে মুসলিমদের জন্য দরাজ চিদম্বরম। মুসলিম অধ্যুষিত জেলার বহুমুখী উন্নয়নে বরাদ্দ ১০৮ কোটি, মুসলিম ছাত্র ছাত্রীদের ৩ ধরনের

বৃত্তির জন্য বরাদ্দ ২১০.৬ কোটি এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগমের জন্য বাজেট বাবদ অতিরিক্ত বরাদ্দ ৬৩ কোটি টাকা।

৭.৩.২০০৭ বর্তমান (৯ পাতা) : কেন্দ্র সংখ্যালঘু কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিতে চায়।

১১.৩.২০০৭ বর্তমান (১ম পাতা) : ঘুর পথে মুসলিমদের চাকরি দিতে সব অফিসে উর্দু টাইপিস্ট নিয়োগের নির্দেশ বুদ্ধের। (বাংলা ও বাঙালির প্রতি আবার অপমান।)

২.৪.২০০৭ বর্তমান (১ম পাতা) : নন্দীগ্রামে বেসামাল বুদ্ধ, মাদানীকে নিয়ে সনিয়া মনমোহনের দ্বারস্থ।

২৬.৪.২০০৭ সংবাদ : কাশ্মীরের ঈদগা ময়দানে হুরিয়ত কনফারেন্স নেতা সৈয়দ আলি শা গিলানি পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে এক ঝাঁক জইশ ও লস্কর জঙ্গীর সঙ্গে কাশ্মীরকে ভারতের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার ডাক দেয়। (গিলানীকে তবু গ্রেপ্তার করা হবে না।)

২৭.৪.২০০৭ লজ্জা—লজ্জা—। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জ্যোতিবসুকে "ডকটরেট অফ ল" দিল। ভিতরে উপাধি বিতরণ হচ্ছে আর বাইরে শেম শেম ধ্বনি, স্লোগান।

২৯.৪.২০০৭ পলিটিক্স পার্টি ডট কম নামে একটি ওয়েব সাইট সংস্থা—অভিযোগ করেছে রাজীব খুনের চক্রান্তে জড়িত ছিলেন কাত্রোচ্চি। তাহলে বোফর্স কেলেঙ্কারী থেকে কাত্রোচ্চিকে বাঁচানোর জন্য সনিয়ার এত উদ্যোগ কেন?

১৮.৫.২০০৭ হায়দ্রাবাদে বিস্ফোরণ, হত-১৪, আহত-১০০।

২২.৫.২০০৭ বর্তমান (১ম পাতা) : মুসলিম উন্নয়নে কেন্দ্র যে ১৫ দফা কর্মসূচী নিয়েছে, তার মধ্যে স্বর্ণজয়ন্তী, গ্রামীণ রোজগার এবং ইন্দিরা আবাস মাত্র এই তিনটি যোজনাতেই রাজ্যের বরাদ্দ ১০০০ কোটি টাকা।

২১.৭.২০০৭ বৃটেনে গাড়ি বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত ভারতীয় চিকিৎসক হানিফ মহম্মদকে অস্ট্রেলিয়ায় আটক করলে, প্রণব মুখোপাধ্যায় অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তাকে মুক্ত করলেন। (বিশ্বে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে কি বার্তা পাঠানো হল? আর ভারত কোন মুখে বলবে তারা মুসলিম সন্ত্রাসবাদের শিকার। ভোট ব্যাঙ্কের জন্য নির্লজ্জ মুসলিম মৌলবাদের তোষণ।)

৮.৮.২০০৭ সংবাদ : মুর্শিদাবাদের মাদ্রাসায় বাংলাদেশি হুজির গোপন বৈঠক (এই মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করা হবে না কেন?)।

৯.৮.২০০৭ হায়দ্রাবাদে প্রেস ক্লাবে এম. আই. এম বিধায়করা তসলিমাকে খুনের চেষ্টা করে।

১১.৮.২০০৭ কাশ্মীরে অনন্তনাগ জেলার খুনদ্রুর ফৌজি অস্ত্র ঘাঁটিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে

হত-৩, আহত-৪০ সংকটজনক ১৬। জামিয়াতুল মুজাহিদিন ও হিজবুল মুজাহিদিন এর দায় স্বীকার করেছে। সরকার বলছে, না, না, নিছক দুর্ঘটনা।

১৭.৮.২০০৭ টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সৈয়দ মহম্মদ বরকতি প্রকাশ্য সভায় পুলিশ-অফিসারের সামনে তসলিমাকে খুনের হুমকি দিয়েছে।

১৮.৮.২০০৭ দৈনিক স্টেটসম্যান—ফের তসলিমাকে খুনের ফতোয়া।

১৮.৮.২০০৭ দৈনিক স্টেটসম্যান—আব্দুল নাসের মাদানি জেল থেকে বেকসুর ছাড়া পাবার পরদিন তিরুবনন্তপুরমের বিশাল সভায় তিন সি.পি.এম মন্ত্রীর সম্বর্ধনা। শ্লোগান উঠল, মাদানিকে জেল থেকে ছাড়াল কে? সিপিএম আবার কে?

২৫.৮.২০০৭ হায়দ্রাবাদে মুসলিম মৌলবাদীদের বিস্ফোরণে হত-৪২, আহত-৫৪, সরকার অসহায়।

২৭.৮.২০০৭ Times of India (1st Page)—India Tops Terror toll after Iraq. 3674 deaths in 39 Months Since Jan '04 number of incidents 3032.

২৮.৮.২০০৭ Times of India (1st Page)—Time for fresh look at terror. Strengthen police, create poliltical will. Deaths abound Trails go cold. India's Track records in cracking terror cases is pathetic. People died in terrorist violence (Non Naxalite) during 1994-2005 47, 371. Politicians more worried about vote than lives. (এসব বলে কি হবে? রাজনীতিকদের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য অপেক্ষা ভোটের মূল্য অনেক বেশী। চার্চিল তাই সংগতভাবেই এদের বলেছিলেন, Rascals Rogues and Free booters.)

৩.৯.২০০৭ Times of India (1st Page)-Nosy Netas Harm National Security Helping Hand : Abdul Nasser Madani : Much before his acquittal in the 1998 Coimbatore blasts case Congress and the Left Govt. together to pass a unanimous resolution in Kerala Assembly in March 2006 ahead of State Election seeking his release from Tamil Nadu Jail on humanitarian grounds. Madani is considered close to both the Congress led UDF and the CPM led LDF Kerala.

৩.৯.২০০৭ "Times of India—Politicians-ISI Nexus, Former I.B.Joint Director M.K.Dhar highlights this in a book.

৯.৯.২০০৭ মহাজাতি সদনে মাদ্রাসা ছাত্রদের সভায় মমতা ব্যানার্জীর সকরুণ স্বীকারোক্তি আমি এন.ডি.এ-তেও নাই, কংগ্রেসেও নাই। আমি এখনও

৬ই ডিসেম্বর বাবরির জন্য শোকদিবস পালন করি। (অতএব দয়া করে আমাকে ভোট দাও।)

১০.৯.২০০৭ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় মমতা ব্যানার্জীর আবার সকরুণ স্বীকারোক্তি, আমি এখনও ৬ই ডিসেম্বর শোক দিবস পালন করি। ভারতবর্ষে কি একজন নেতাও নেই, যিনি সদর্পে বলতে পারেন বাবরি হিন্দুধর্মের কলঙ্ক ছিল। সেই কলঙ্ক মোচন করে বাবরি ধ্বংস সঠিক কাজ হয়েছে।

১৩.৯.২০০৭ সাত বছর আগে লাল কেল্লায় হামলায় দোষী সাব্যস্ত মহঃ আশফাকের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখল দিল্লী হাইকোর্ট। ৭ বছর লাগল। এর পর সুপ্রিম কোর্ট—তারপর রাষ্ট্রপতি হয়ে বেকসুর খালাস।
যেমন সঞ্জয় দত্ত, সলমন খান প্রভৃতি ২ দিন হাজত বাসেই দেশ যেন রসাতলে গেল এমন ভাব। তারপর মুক্তি!

১৪.৯.২০০৭ বর্তমান (১ম পাতা) : আদালতে নতুন হলফ নামা পেশ। রাম ও রামায়ণ নিয়ে ক্ষমা চাইল সরকার।

১৪.৯.২০০৭ সংবাদ : সম্পন্ন মুসলিমদেরও উচ্চ শিক্ষায় খরচ দেবে রাজ্য সরকার। (হিন্দুদের কি অপরাধ? অবশ্যই অপরাধ। দেশ ভাগের পর ওপার বাংলার মুসলিমরা হিন্দুদের মেরে কেটে ধর্ষণ করে তাড়িয়ে দিলেও এপার বাংলার হিন্দুরা মুসলমানদের উপর সেরকম কোন অত্যাচার করে নি। সুতরাং তারা অপরাধী।)

১৯.৯.২০০৭ আনন্দবাজার : ৮টি মুসলিম সংগঠন মিলে গঠিত হলো—'মিল্লি ইত্তেহাদ পরিষদ'। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস, তৃণমূল এবং সিপিএমের কাছে দাবী পেশ। ১। চাকুরিতে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ, ২। মুসলিমদের বিচার পাবার সুব্যবস্থা—অর্থাৎ শরিয়তি আইন চালু, ৩। মুসলিমদের ভাবাবেগের প্রতি কটাক্ষ বন্ধ করা—অর্থাৎ মুধ্যযুগীয় বর্বর প্রথা, ধর্ষকের শাস্তির বদলে ধর্ষিতাকে স্ত্রী হিসেবে গণ্য করা, তালাক প্রথাকে সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি এবং ৪। তসলিমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা।

২১.৯.২০০৭ সংবাদ : পাতিপুকুরে রেল লাইনের ধারে রিজওয়ানুর নামে এক মুসলমান যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। শুরু হল পশ্চিমবঙ্গে রিজওয়ানুর কাণ্ড।

২৩.৯.২০০৭ বর্তমান (১ম পাতা) : পার্ক সার্কাস রণক্ষেত্র, ইট, বোমা ভাঙচুর। (রিজওয়ানুরের মৃত্যুর অজুহাতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মহড়া।)

২৯.৯.২০০৭ বর্তমান (৪র্থ পাতা) : মাদানী সহ অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস। গত ১৪.২.১৯৯৮ লালকৃষ্ণ আদবানীর সফরের সময় কোয়েম্বাটুরে পর পর বিস্ফোরণে ৫৮ জন মারা যায়, ২৫০ জন আহত হয়। সরকারী নির্দেশে পুলিশ মাদানীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ।

(এতবড় নৃশংস হত্যা কাণ্ডের পরও মুসলিম ভোটের কি অপার মহিমা!)

৩০.৯.২০০৭ আনন্দবাজার (১৯ পাতা) : সারা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ৫০৮টি অবৈধ এবং বেসরকারী মাদ্রাসাকে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি। মাদ্রাসার ছাত্রদের অপর নাম তালিবান। তালিবান মানেই মুসলিম মৌলবাদী দেশদ্রোহী সন্ত্রাসবাদী। যে সব ভ্রষ্টাচারী ক্ষমতা লোভী নেতা শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তালিবান লালন পালন করে তারাও তালিবান এবং দেশদ্রোহী, তাদের দেশবাসী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করুন।)

৪.১০.২০০৭ বর্তমান (১ম পাতা) : আমেরিকায় সোনিয়া বিরোধী বিক্ষোভ। "সেভিং গান্ধী হেরিটেজ" নামে সংগঠন রাষ্ট্রসংঘে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের মতে ভারতের ১০০ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার কোন যোগ্যতাই নেই সোনিয়ার।

১১.১০.২০০৭ আজমীরে বিস্ফোরণ নিহত-২।

১২.১০.২০০৭ আজমীর শরিফে আবার বোমা উদ্ধার।

১৩.১০.২০০৭ আজ একুশদিন যাবৎ সমস্ত সংবাদ পত্রের শিরোনাম সংবাদ রিজওয়ানুর। কারণ সে এক হিন্দুনারীকে বিয়ে করে তাকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে ইসলাম ধর্মের কি অমোঘ শক্তি। মহাত্মা গান্ধী হত্যার পরে সে সংবাদ একুশদিন ধরে শিরোনাম সংবাদ হয় নাই। বুদ্ধের আকুল প্রার্থনা, রিজের মা একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। আর রিজের মা বলছে দরকার হলে বুদ্ধ আমার কাছে আসবে।

১৪.১০.২০০৭ বুদ্ধ রিজওয়ানুরের বাড়ি গিয়ে ইজ্জত বিকিয়ে কোনমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে এল।

১৪.১০.২০০৭ সংবাদ : আওয়াদ বিন লাদেনের ৪টি বিবি এবং ৫৩টি সন্তানের মধ্যে ২১তম সন্তান ওসামা বিন লাদেন। জন্ম ১৯৫৭ সালে। ৪০ বছরের ওসামার ৫টি বিবি এবং ২৪টি সন্তানের খবর জানা গিয়েছে। বিগত ১০ বছরের হিসাব জানা নাই। সম্প্রতি একটি কৌলীন্য বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মোল্লা ওমরের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে ওমরের মেয়েকে নিজে বিয়ে করেছে। এখন দুজনেই দুজনের জামাই কাম শ্বশুর।

৭.১১.২০০৭ গতকাল পর্যন্ত টানা ৪৬দিন সব কাগজের শিরোনাম ছিল রিজওয়ানুর। আজকের শিরোনাম সংবাদ নন্দীগ্রাম।

১১.১১.২০০৭ গুরু তেগবাহাদুরকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে এসে আওরেঙ্গজেবের আদেশে আজকের তারিখে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। তাঁর অপরাধ, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হন নাই। ভারতবাসী ১১ নভেম্বর "গুরু তেগবাহাদুর স্মরণ দিবস" পালন করুন।

১৯.১১.২০০৭ কলকাতায় আব্দুল কাশেম নামে বাংলাদেশি চর ধৃত।

২১.১১.২০০৭ কলকাতায় মুসলিম তাণ্ডব। আগুন, সেনা, কার্ফু। জ্বালিয়ে দেওয়া হলো একের পর এক গাড়ি। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আবার মহড়া। আর বিমান বসু বললো, তসলিমার জন্য শান্তি নষ্ট হলে তার চলে যাওয়াই ভাল।

২২.১১.২০০৭ গতকালের তাণ্ডবকারীদের সঙ্গে লালবাজারে শান্তি বৈঠকে ইমামরা বললো তসলিমাকে দেশছাড়া করতেই হবে। তবেই শান্তি ফিরবে। তো ইমামরাই দেশটা চালাক।

২৩.১১.২০০৭ তসলিমাকে চুপিসারে রাজস্থান পাঠিয়ে দিল বামফ্রন্ট সরকার।

২৪.১১.২০০৭ তসলিমা ভারত ছেড়ে চলে যান চাইছে কেন্দ্রও। (মৌলবাদী তোষণে কেউ কম নয়।)

২৪.১১.২০০৭ বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষণা—মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করলেই স্কুল সার্ভিস কমিশনে বসার সুযোগ পাবে।
(আমিন, ফাজিল ও কামিল যথাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সমতুল্য অথচ সরকারী নির্দেশে উচ্চমাধ্যমিক হয়ে গেল স্নাতক।)

২৪.১১.২০০৭ উত্তর প্রদেশে পর পর বিস্ফোরণ হত-১৪ এবং আহত বহু। জঙ্গী হামলা লখনউ, বারাণসী, ফৈজাবাদ কোর্ট চত্বরে।

২৫.১১.২০০৭ মুসলিমদের সঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্র চাইছে তসলিমা ভারত ছেড়ে চলে যাক। রাজস্থানের বি.জে.পি. সরকার বলছে তসলিমা যতদিন চাইবে নিরাপত্তা দিয়ে তাঁকে রাখতে আপত্তি নেই। (মৌলবাদী, সন্ত্রাসবাদী, অনুপ্রবেশকারী মুসলিমরা স্বাগত, আর তসলিমার জন্য দরজা বন্ধ কেন?)

২৬.১১.২০০৭ সংবাদ : ১) তসলিমা নিয়ে আবোল তাবোল কংগ্রেস ও ইয়েচুরির।
২) তসলিমা বললেন, আমি স্বেচ্ছায় কলকাতা ছাড়িনি।
৩) নন্দীগ্রাম কাণ্ডে সংখ্যালঘু কমিশনের কাছে নতজানু বুদ্ধ।

২৭.১১.২০০৭ তসলিমাকে গোপন স্থানে রেখেছে কেন্দ্র। রহস্য চরমে।

২৮.১১.২০০৭ লোকসভায় প্রণব : তসলিমাকে ভারত আশ্রয় দেবে। তবে তাঁকেও সংযত হতে হবে। কে সংযত হবে? তসলিমা, না মৌলবাদী মুসলিমরা? মৌলবাদীদের জিতিয়ে দিলেন, না মৌলবাদের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ?

২৯.১১.২০০৭ সংবাদ : প্রণব দিশেহারা। জঙ্গী-মৌলবাদীদের জেতালেন বুদ্ধ। তসলিমাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে—গুরদাশ দাশগুপ্ত। পঞ্চায়েত ভোটের আগে তসলিমাকে ফিরতে দেবে না রাজ্য সরকার।

৩০.১১.২০০৭ বইয়ের বিতর্কিত অংশ প্রত্যাহার করে এদেশে শান্তিতে থাকতে চান তসলিমা।

১.১২.২০০৭ সংবাদ : সক্রিয় সিমি ও হুজি, জঙ্গী ছড়িয়ে পড়েছে এ রাজ্যে। গোয়েন্দা সতর্কবার্তা।

৪.১২.২০০৭ সংবাদ : দ্বিখণ্ডিতর বিতর্কিত অংশ বাদ দিলেও তসলিমাকে ফেরাতে নারাজ সি.পি.এম। তসলিমাকে তাড়ানো হোক—বুখারী। (বুখারীই এখন ভারতের খলিফা।)

৬.১২.১৯৯২ ভারতবাসীর কাছে লজ্জা, ঘৃণা এবং কলঙ্কের প্রতীক বাবরি ধ্বংসের গৌরবময় দিন।

৯.১২.২০০৭ সমস্ত সংবাদপত্রে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন "সংখ্যালঘুদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ১৫ দফা কর্মসূচী"। সংখ্যালঘু ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষা নিলে স্থানীয়রা ৭৫০ এবং বহিরাগতরা ১৫০০ টাকা করে মাসিক বৃত্তি পাবে। আর হিন্দুদের দফা রফা। সোজা কথায় আলিগড়, জামিয়া মিলিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী বৃত্তিতে তালিবান তৈরি হবে।

১৪.১২.২০০৭ সংবাদ : বাংলাদেশের মোস্ট ওয়ান্টেড কিছু জঙ্গী পশ্চিমবঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে আছে। ১৮ই ডিসেম্বরকে "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা দিবস" ঘোষণা করেছে সরকার। (তা এদিনটাকে ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্র করার সংকল্প দিবস পালন করুক না।)

২৯.১২.২০০৭ সংবাদ : নুর উর রহমান বরকতি বলেছে, তসলিমাকে কিছুতেই কলকাতায় ফিরতে দেওয়া হবে না। বরকতি যখন বলেছে তখন তসলিমাকে কলকাতায় ফেরায় সাধ্য কার। কারণ কলকাতা সহ গোটা পঃ বঙ্গ তো বরকতির জমিদারী। আর ভোট ভিখারী মৌলবাদী মুসলিম তোষণকারী বামফ্রন্ট তো মৌলবাদী বরকতির দাড়ি ধুয়ে জল খেয়ে পুণ্য অর্জন করতে ব্যস্ত।)

২৯.১২.২০০৭ সংবাদ : পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসার জন্য আলাদা স্কুল সার্ভিস কমিশন খোলা হচ্ছে। (সবই আলাদা হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা—সব। তবু কি শেষ রক্ষা হবে? দেশ ভাগের আগে ভারতের মুসলিমরা সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার দাবি তুলে দেশ ভাগ চাইছিল। তারপর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম—দেশভাগ মুসলমানদের আলাদা দেশ, যেখানে হিন্দুদের কোন স্থান নেই, অধিকার নেই। তারপর এই খণ্ডিত ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি সমস্ত নীতি বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র মুসলিম ভোটের জন্য আবার সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার দাবিগুলি তুলে ধরছে। এরা মূর্খ, নীতিহীন ক্ষমতা লোভী এবং দেশদ্রোহী। দেশের জনগণ এদের ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করুন।

দেশে মুসলিম সন্ত্রাস ও সরকারের মুসলিম তোষণ

৭.১.২০০৮ প্রিয় দাশমুন্সী বলেছেন তসলিমাকে গোটা মুসলিম সমাজের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে হবে। রাজীব প্রতাপ রুডি বলেছেন মুসলিম ভোটের জন্য কংগ্রেস এদেশের নৈতিকতা কৃষ্টি সব ভুলে গিয়েছে।

৮.১.২০০৮ সংবাদ : আগামী ২৬শে জানুয়ারী থেকে সারাদেশে সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত বিবাহ রেজেস্ট্রী বাধ্যতামূলক হবে।

১০.১.২০০৮ সংবাদ : বাংলাদেশি জঙ্গী এতিম আলম, বাংলা ভাইয়ের বিশ্বস্ত সহচর গ্রেপ্তার মধ্যমগ্রামে।

১৬.১.২০০৮ সংবাদ : বি.ডি.ও-দের দিয়ে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনে আপত্তি মুসলিম সংগঠনের। বই মেলায় তসলিমার আসা বা তাঁর কোন বই রাখা চলবে না। ফতোয়া।

১৭.১.২০০৮ ১৮৭৬'র আইন অনুযায়ী মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার মুসলিমদের মধ্যে থেকেই নেওয়া হবে। (তাহলে দেশভাগ হলো কেন? আর দেশভাগ পূর্ববর্তী বৃটিশ আইন চালু করা হচ্ছে কেন?)

১৭.১.২০০৮ জন্ম নিরোধক ব্যবহার ইসলাম বিরোধী। বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন। (তো তোমাদের লড়কে নেওয়া পাকিস্তান, ইসলামিক রাষ্ট্রে চলে যাও না।)

১৭.১.২০০৮ সনিয়ার নির্দেশে সংখ্যালঘু উন্নয়নে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র।

১৭.১.২০০৮ হাওড়া, শালিমার ফৌজি নথি সহ গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশী, শামিম আখতার ও আলমগির।

১৮.১.২০০৮ বর্তমান (৭ম পাতা) : গতকাল ধৃত শামিম আখতার জানাল, আরও কিছু আধাসেনা কর্মী আই.এস.আইকে নিয়মিত তথ্য দিচ্ছে। এরা হুজির সঙ্গেও জড়িত।

১৮.১.২০০৮ এবার রোষানলে রুশদি ও গোদরেজ। রুশদিকে ভারত ছাড়তে হবে। গোদরেজ ক্ষমা না চাইলে, তাদের পণ্য বয়কট করা হবে। অল ইন্ডিয়া উলেমা অ্যাসোসিয়েশন।

১৮.১.২০০৮ রাহুল বলেছে, বি.জে.পিকে ঠেকাতে আফজল গুরুর ফাঁসিই ভাল। (অর্থাৎ বি.জে.পি. না থাকলে আফজলকে নিঃশর্ত মুক্তিও দেওয়া যেতো।)
শিবরাজ পাতিল বলেছে, মুসলিমদের সংরক্ষণের বিষয়টি চিন্তা করা হচ্ছে।

২০.১.২০০৮ ধৃত আলমগির ও শামিমকে জেরা করে আই.এস.আইয়ের বহু তথ্য সি.আই.ডি.'র হাতে।

২৪.১.২০০৮ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি তাঁদের দেশের "সিমোন দ্য বোভোয়ার" পুরস্কার ভারতে এসে তসলিমা নাসরিনের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। জামিয়াত-ই-উলেমা হিন্দের আপত্তিতে ভারত সরকার রাজি হলো না। ভারত সরকার ফ্রান্স সরকারকে জানালো আপনারা পুরস্কারটা দাতা অথবা গ্রহীতার দেশেই প্রদান করুন। গ্রহীতা তসলিমাকে তো বাংলাদেশের সরকার দেশছাড়া করেছে। তাঁর দেশ তো এখন ভারত। তাহলে ভারতও কি বাংলাদেশের মতোই মৌলবাদী? অথবা দেশের নেতারা জামিয়াতের হাতে দেশটা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে হজ করতে মক্কা

চলে যান। ফ্রান্স সরকার তসলিমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন।

২৫.১.২০০৮ আনন্দবাজার (৬ষ্ঠ পাতা) : পুরীর হোটেলে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি ডন আরমান ওরফে শাহিদ। সে ভারতের ভোটার পরিচয় পত্র যোগাড় করেছে।

২৮.১.২০০৮ বর্তমান (৭ম পাতা) : ৫০০ টাকার ৯৯টি জাল নোট সহ নদীয়ার নুর ইসলাম গ্রেপ্তার মেমারীতে।

২৮.১.২০০৮ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সব জেলায় আল আমিন মিশনের শাখা চান। বর্তমানে ৬টি জেলায় এর শাখা আছে। বাকী ১৩টি জেলাতেও এর শাখা গড়ে ওঠা খুব প্রয়োজন। সরকার এজন্য টাকা দেবে তবে শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করবে না।

২৮.১.২০০৮ সংবাদ : লাদেনের ২৬ বছর বয়সী এক ছেলে ৫২ বছর বয়সী এক মহিলাকে বিয়ে করেছে।

৩১.১.২০০৮ সংখ্যালঘু স্কুল পড়ুয়াদের জন্য ১৮০০ কোটি টাকার স্কলারশিপ প্রকল্প অনুমোদন কেন্দ্রের। ২৫ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী এর সহায়তা পাবে।
রামপুরে সি.আর.পি.এফ ছাউনিতে জঙ্গী হানা—নিহত-৮।
কার্যত গৃহবন্দী তসলিমাকে কলকাতায় ফেরানোর দাবী বুদ্ধিজীবীদের।

১.২.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : বাংলাদেশি ডনরা কলকাতায় বসেই কোটি কোটি টাকা তুলছে।

৩.২.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩০ হাজার মুসলিম যুবক যুবতীদের ঋণ পাইয়ে দেবে। সংখ্যালঘু বিত্তনিগমের মাধ্যমে সর্বাধিক ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে।

৩.২.২০০৮ অর্জুন সিং বলেছে, মুসলিম স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে বামফ্রন্টের হস্তক্ষেপ অনুচিত।

৫.২.২০০৮ বর্তমান (৫ম পাতা) : বিচারাধীন, তবু অন্ধ্রে কংগ্রেসের রাজশেখর রেড্ডি সরকার মুসলিমদের জন্য চাকুরি সংরক্ষণ চালু করে গত ২.২.০৮ তারিখে ১০ জন মুসলিমকে নিয়োগ পত্র দিয়েছে।

৭.২.২০০৮ বর্তমান (৭ম পাতা) : মুসলিমদের উন্নয়নে বিশেষ অ্যাকশন প্ল্যান বুদ্ধদেবের।

৮.২.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : অন্ধ্র মডেলে পশ্চিমবঙ্গেও মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের ভাবনা।

৮.২.২০০৮ আনন্দবাজার (৪র্থ পাতা) : পুর বাজেটে সংখ্যালঘুদের জন্য অর্থ বরাদ্দ আবশ্যিক হচ্ছে।

১১.২.২০০৮ গীল্ডের বইমেলা বন্ধ। কলকাতায় উর্দু বইমেলা চলছে।

১৩.২.২০০৮ আই.এস.আইয়ের মদতে লস্কর ও হুজি কলকাতায় স্লিপারসেল খোলার

ধান্ধায়।

১৪.২.২০০৮ বর্তমান (৩নং পাতা) : বারাসাতে ৩১৫ জন মুসলিমকে ১.৫৮ কোটি টাকার ঋণপত্র দেওয়া হল।

১৪.২.২০০৮ আজ মাদ্রাসা পরীক্ষা শুরু। পরীক্ষার্থী—৩১৬৪৪ জন।

১৮.২.২০০৮ সংবাদ : মুম্বাইতে লস্করের আরও মডিউল তলে তলে সক্রিয়।

১৮.২.২০০৮ সংবাদ : উত্তরপ্রদেশে ধৃত লস্কর জঙ্গী ফাহিম আনসারী স্বীকার করেছে, আরও ৩-৪টি মডিউল নিরাপত্তা সংস্থার বিভিন্ন কার্যালয়ে হামলার ছক কষেছিল।

১.৩.২০০৮ ভোটের জন্য হরির লুটের বাজেট। রাজস্ব ঘাটতি ৫৫১৮৪ কোটি টাকা। কৃষি ঋণ মুকুব ৬০ হাজার কোটি টাকা। ৯০টি মুসলিম অধ্যুষিত জেলার উন্নয়নে ৩৭৮০ কোটি এবং মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তির জন্য ৪১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

২.৩.২০০৮ সংবাদ : মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সমাবেশে মুসলিম রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতাদের সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ—শরিয়ত মেনেই চলবো, প্রয়োজনে জীবন দেবো।

৩.৩.২০০৮ দেশের ৯০টি মুসলিম অধ্যুষিত জেলার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে ৩৭৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ। (৬০ বছর আগে দেশ ভাগ করে মুসলিম এলাকা নিয়ে পাকিস্তান হলো। তখন তো ভারতে কোন মুসলিম অধ্যুষিত জেলা ছিল না। তাহলে আগামী ৬০ বছরে সারা ভারতই মুসলিম অধ্যুষিত হয়ে যাবে?)

৬.৩.২০০৮ আনন্দবাজার (৬ষ্ঠ পাতা) : সংখ্যালঘু খাতে বরাদ্দ তিনগুণ হতে পারে। ক্যানিং ২নং ব্লকে জীবনতলায় বুদ্ধ পাট্টা দিলেন ২৩৯৩ জনকে, অর্দ্ধেক মুসলমান।

৬.৩.২০০৮ বর্তমান (৬ষ্ঠ পাতা) : পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দু ও শিখদের মন্দির ও গুরুদ্বারগুলি ভেঙে—কারখানা, শপিং মল ইত্যাদি হচ্ছে।

৮.৩.২০০৮ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধবা পেনশনের ২৮% মুসলিম বিধবাদের জন্য সংরক্ষিত করল।

১০.৩.২০০৮ হাওড়ার পাঁচলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (কার্যত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মহড়া)।

২০.৩.২০০৮ বর্তমান (১১ পাতা) : ভারত ছেড়ে অজানা গন্তব্যে পাড়ি তসলিমার। বলে গেলেন, মুসলিম মৌলবাদীদের চাপে আমাকে ভারত ছাড়তে হল। ভারত সরকার বাংলাদেশি মৌলবাদী সরকারের থেকে কম নয়।

২৪.৩.২০০৮ বর্তমান (৭ম পাতা) : মুসলিমদের জন্য চাকুরিতে সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার শুরু ফরওয়ার্ড ব্লকের। পাঁশকুড়ায় দলের সংখ্যালঘু

সেলের সম্মেলনে দাবি বাজেটে সংখ্যালঘুদের জন্য Sub Plan করতে হবে। আমরা ৬০ বছর ধরে বঞ্চিত। আর বঞ্চিত থাকবো না।

২৭.৩.২০০৮ কংগ্রেস-সিপিএম সমর্থনে সাম্প্রদায়িক আহমদ সঈদ মালিওয়াবাদি রাজ্যসভায় নির্বাচিত।

২৭.৩.২০০৮ জঙ্গী নাশকতা রুখতে ক্লোজড সার্কিট টি.ভি. বসবে মহাকরণ, লালবাজার, হাইকোর্ট প্রভৃতি স্থানে।

২৭.৩.২০০৮ Times of India (1st Page)—Quota for Minorities in state housing project. 50% of KMDA, WB Housing Board, Housing Infrastructure Corporation Separate Condominium for Minorities in Rajarhat. All Govt. Deptt. have been asked to allocate a part of their Budgetary allocation for Minorities. (তার থেকে বাবা বলে দে মুসলমানরা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। সব অধিকার তাদের। হিন্দুরা ভেড়ার জাত ৪র্থ শ্রেণীর নাগরিক, সিপিএমকে ভোট দেওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোন অধিকার নেই।)

২৮.৩.২০০৮ বর্তমান (৭ম পাতা) : মুসলিম উন্নয়নে ৩৭৮০ কোটি টাকা দেবে ইউ. পি.এ সরকার।

২৮.৩.২০০৮ বর্তমান (৭ম পাতা) : প্রতিবন্ধী ও বিধবা ভাতার ২৮% সংরক্ষিত মুসলমানদের জন্য।

২৮.৩.২০০৮ সমস্ত কাগজে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন I.I.P.M.এর সুরমা চৌধুরী পুরস্কার মুসলমান সমাজের সুখ দুঃখ নিয়ে সাহিত্য রচনার জন্য ৩ জন লেখককে ১০ লক্ষ টাকা করে ৩০ লক্ষ টাকার পুরস্কার।

৫.৪.২০০৮ পঞ্চায়েত ভোট : সংখ্যালঘুদের টানতে বুদ্ধদেবের একগুচ্ছ ঘোষণা—রাজ্যের প্রথম মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়—"আলিয়া ইউনিভার্সিটি" উদ্বোধন। (প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দেশভাগ-লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালির অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা সর্বস্ব হারানোর বেদনা তারপর এই খণ্ডিত বঙ্গে আবার মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে যারা, তারা দেশদ্রোহী হিন্দু বিদ্বেষী—বাঙালির শত্রু।)

৭.৪.২০০৮ স্বাস্থ্যবীমা অবৈধ ও ইসলাম বিরোধী, ইহা শরিয়ত অনুমোদনযোগ্য নহে। ইসলামিক ফিকাহ অ্যাকাডেমী সহ কয়েকটি মুসলিম সংগঠনের ফতোয়া।

১০.৪.২০০৮ আনন্দবাজার (৮ম পাতা) : হুজি সদস্য মামুন মিঞা, ঢাকা মীরপুরের বাসিন্দা, আগরতলায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার। ত্রিপুরার সি.পি.এম সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী শাহিদ চৌধুরী তাকে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট দিয়ে সুপারিশ করে রামনগরে একটি ফ্ল্যাট পাইয়ে দিয়েছে। গ্রেপ্তারের পর থানা থেকে ছাড়াতে তার আত্মীয়কেও

পাঠিয়েছিল।

(শাহিদ চৌধুরী সহ তার আত্মীয়দেরও গ্রেপ্তার করা হোক। কারণ তারাও হুজির সদস্য। আর সি.পি.এম এবং ইসলাম সমার্থক। এরা সভ্যতার অভিশাপ, মানবতার শত্রু। এদের সম্পর্কে সচেতন না হলে দেশের সমূহ বিপদ।)

১২.৪.২০০৮ আফগানিস্তানে আত্মঘাতী হামলায় দুই ভারতীয় সীমান্ত সড়ক সংস্থার কর্মী নিহত।

১৪.৪.২০০৮ ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী এক্সপ্রেস চালু।

১৪.৪.২০০৮ বর্তমান (৫ম পাতা) : পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ৪০০ জঙ্গী ভারতে ঢোকার জন্য তৈরি।

১৪.৪.২০০৮ বর্তমান (৮ম পাতা) : সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক) সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন বঙ্গাব্দে ভারতের জনসংখ্যা হবে ১১৫ কোটি। পশ্চিমবঙ্গের হবে ৯ কোটি। মুসলমান কত হবে?

১৪.৪.২০০৮ বর্তমান (১৩ পাতা) : দুবাইয়ে জাল টাকা ছেপে জেহাদিদের দিয়ে এদেশে ছড়াচ্ছে I.S.I. মার্কিন তালিকায় ৪৪টি জঙ্গী-গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম ১) আলকায়দা, ২) জইশ-ই-মহম্মদ, ৩) লস্কর-ই-তৈবা, ৪) হরকত উলমুজাহিদিন, ৫) হরকত উল জেহাদি ইসলামি।

১৫.৪.২০০৮ মুসলিমদের শিক্ষা ও চাকুরিতে সংরক্ষণের দাবীতে ময়দানে F.B.-র ১২ ঘণ্টা অবস্থান।

১৬.৪.২০০৮ আনন্দবাজার পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন I.I.P.M.-এর সুরমা চৌধুরী স্মৃতি আন্তর্জাতিক পুরস্কার বাংলার মুসলমান সমাজের আনন্দ বেদনা সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ করে তুলে ধরার জন্য। (বেদনা তো লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল হিন্দুর আর মুসলমানের হিন্দু নির্যাতনের পৈশাচিক উল্লাস ও আনন্দ। তবু হিন্দু সমাজকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মুসলমান সমাজ কেন?)

১৭.৪.২০০৮ মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর আরও ১০০টি মাদ্রাসা তৈরি করবে এবং ৯০০টি মাদ্রাসার জন্য ৯০০ শিক্ষক ও ১০০ অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ করবে। পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত মন্ত্রী সভায়। এতদিন স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ হতো।

১৮.৪.২০০৮ বর্তমান (৭ম পাতা) : হুজির সঙ্গে যোগসাজশের দায়ে ত্রিপুরার মন্ত্রী শাহিদ চৌধুরীর পদত্যাগ। কারাতের মুখে কুলুপ। (শুধু পদত্যাগ, কোন শাস্তি হবে না?)

২৩.৪.২০০৮ আফগানিস্তানে ফের অপহৃত ভারতীয়।

২৭.৪.২০০৮ বর্তমান (৪র্থ পাতা) : আতঙ্কে সিটিয়ে আছে করাচিতে খুন হওয়া হিন্দু যুবক জগদীশ কুমারের পরিবার।

২৮.৪.২০০৮ বর্তমান (৫ম পাতা) : ১) কাশ্মীরে পাক জঙ্গীদের হাতে ভারতের সচিত্র পরিচয় পত্র। ২) কাশ্মীরে সক্রিয় জঙ্গী-গোষ্ঠীগুলি সংঘবদ্ধ হচ্ছে করাচীতে। বর্তমান (৯ম পাতা) : নানাভাবে হেনস্থা হয়ে পাকিস্তানে চাকুরি ছাড়লেন ট্রাফিককর্মী গুলাব সিং।

১.৫.২০০৮ আনন্দবাজার (৬ষ্ঠ পাতা) : দমদম বিমান বন্দরে জাল পাসপোর্টসহ ধরা পড়লো মুমতাজ ফিরোজ, মহঃ ইউসুফ ও মেহনাজ ফিরোজ।

৬.৫.২০০৮ বর্তমান (৯ম পাতা) : বি.এস.এফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল এ.কে.মিত্র বলেছেন, পাকিস্তানে জঙ্গী শিবিরের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। গিরিপথের বরফ গলে গেলেই জঙ্গীরা ভারতে ঢুকে পড়বে।

১১.৫.২০০৮ কাশ্মীরের সাম্বায় পাক জঙ্গীদের সঙ্গে গুলির লড়াই। হত ৪ সেনা ১ জঙ্গী।

১৩.৫.২০০৮ জয়পুরে পর পর ৮ জায়গায় বিস্ফোরণ। হত-৬৫, আহত-২০০।

১৮.৫.২০০৮ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : সোয়াই মাধোপুরে মাদ্রাসা শিক্ষক সিমির সদস্য, জয়পুর বিস্ফোরণ কাণ্ডে আটক।

১৮.৫.২০০৮ আনন্দবাজার (১৭ পাতা) : মুর্শিদাবাদ পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী ফারুক রবিউল হাসান, সাফু, আবদুল মাজেদ, মেহেরুল খান, রসিদ সেখ প্রমুখেরা কেউ গরু পাচারকারী, হেরোইন পাচারকারী, আফিম চাষী, খুনী, সমাজ বিরোধী ইত্যাদি।

২০.৫.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : কাশ্মীর সীমান্তে ফের পাকগুলি, হত সেনা জওয়ান।

২৫.৫.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : মুসলিমদের মন পেতে আরও সরকারী চাকরি দেবার উদ্যোগ রাজ্যের।

২৭.৫.২০০৮ আনন্দবাজার (৬ষ্ঠ পাতা) : জয়পুর বিস্ফোরণে জড়িত ভরতপুরের জামা মসজিদের ইমাম মহঃ ইলিয়াস গ্রেপ্তার। আটক ডায়েরী, মোবাইল, কম্পিউটার।

২৮.৫.২০০৮ আনন্দবাজার (১ম পাতা) : সংখ্যালঘুদের অভাব বুঝতে প্রতিটি জেলায় সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা দফতরের অফিস খোলা হবে। রাজ্য মন্ত্রীসভা এজন্য ২৩১টি পদ মঞ্জুর করেছে।

২৮.৫.২০০৮ আনন্দবাজার (৭ম পাতা) : মুসলিম বিবাহের রেজিস্টার বাছবে সংখ্যালঘু দফতর। আগে এটা করতো বিচার বিভাগ। এছাড়া বিচার বিভাগের হাত থেকে ওয়াকফ, স্কুল শিক্ষা দফতরের হাত থেকে—মাদ্রাসা, উচ্চ শিক্ষাদফতরের হাত থেকে-উর্দু আকাদেমী, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের হাতে চলে গিয়েছে। (অর্থাৎ দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি, আইন, বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। সব বিষয়েই স্বায়ত্বশাসন তারপর আবার দেশভাগ)।

১.৬.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : বাসন্তীর গিরিশখালি গ্রামে ওয়াহাব মোল্লার বাড়িতে

বে-আইনি বন্দুকের কারখানা। তিনি সিপিএম সমর্থক।

৫.৬.২০০৮ আত্মঘাতী বিস্ফোরণে আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান নিহত, আহত-৪।

৭.৬.২০০৮ আনন্দবাজার (৪র্থ পাতা) : জয়ন্ত বসুর লেখা থেকে—২০০২ থেকে সম্প্রতি কুলতলির শিশুটি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে—৮৩টি পোলিও আক্রান্ত শিশুর সব ক'জনই মুসলমান। মৌলবি আর ইমামরা ফতোয়া দিয়েছে—কোন শিশুকে পোলিও খাওয়াবে না। তাহলে সেই শিশুর প্রজনন শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। (ওদের একমাত্র আদর্শ প্রজনন, সুতরাং পোলিও মুক্ত সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।)

১০.৬.২০০৮ বর্তমান (৭ম পাতা) : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫০ একর জমি খুঁজতে বুদ্ধের নির্দেশ। কল্যানীতে ১০ একর জমি পাওয়া গেলেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছে, এত কমে হবে না। কেন্দ্রের অনুদান ৬৭৬ কোটি টাকার প্যাকেজ।

১৮.৬.২০০৮ আনন্দবাজার (৯ম পাতা) : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত হলেন সৈয়দ শামসুল আলম। ইতিমধ্যে ৩টি বিষয়ে পড়ানো শুরু হয়েছে। ১) ইসলাম ধর্ম শিক্ষা, ২) ইসলামিক স্টাডিজ এবং ৩) আরবি অনার্স।

২৮.৬.২০০৮ বর্তমান (৭ম পাতা) : টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম আবু বরকতি বলেছেন, মুসলমানেরা বঞ্চিত। সিপিএমের দিন ঘনিয়ে এসেছে। যে কোন সময় মুসলমানদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

বর্তমান (৫ম পাতা) : অমরনাথ বোর্ডকে জমি। কেন্দ্রকে বি.জে.পি, সিপিএমের সাঁড়াশি চাপ।

বর্তমান (৫ম পাতা) : বামফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চাইছে পাকিস্তান সরকার।

৩০.৬.২০০৮ আনন্দবাজার : পিছু হটলেন আজাদ। মুসলিম মৌলবাদীদের চাপে শ্রীঅমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে দেওয়া জমি ফিরিয়ে নিলেন আজাদ।

১৬.৬.২০০৮ আনন্দবাজার (৬ষ্ঠ পাতা) : সেন্ট জেভিয়ার্স প্রেক্ষাগৃহে "সন্ত্রাস ও ন্যায় বিচার" শীর্ষক আলোচনার উদ্যোক্তা সর্ব ভারতীয় মিল্লি কাউন্সিল।

বক্তাদের মধ্যে : ১) বিমান বসু বলেন, বাংলাভাষি মুসলিমদের কোথাও হয়রানির শিকার হতে দেওয়া হবে না। হলে এর বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেন্দ্র জঙ্গী ধরার নামে বাড়াবাড়ি করছে। ২) প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন, জয়পুরে বিস্ফোরণের পর রাজস্থানের বি.জে.পি সরকার বাড়াবাড়ি করছে। বাংলাভাষাভাষিদের হয়রানির নিন্দা করেন তিনি। ৩) রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান কে. রহমান খান বলেন, মুসলিমদের অনর্থক জঙ্গী অপবাদ দিলে অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিলের মত সংগঠনকে এগিয়ে আসতেই হবে। ৪) A.I.M.C.'র সর্বভারতীয় সভাপতি এম মনজর আলম বলেন, এন.ডি.এ'র মত কংগ্রেসও মুসলিমদের

অহেতুক ধর পাকড় করছে। সকলেই টাডা ও পোটার বিরুদ্ধে সরব হন। (তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল, সবাই সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের ন্যায় বিচারের পক্ষপাতি, আর যারা সন্ত্রাসের শিকার তাদের প্রতি কোন দায়িত্বই নেই। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি নিন্দাসূচক বাক্যও নেই। এরা সবাই দেশদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীদের দালাল।)

৭.৭.২০০৮ A.I.C.C. সংখ্যালঘু শাখার চেয়ারম্যান ইমরান কিদোয়াই আজ মুসলিম পার্সোনাল আইন বজায় রাখার জন্য জহরলাল নেহেরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৭.৭.২০০৮ কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরণে হত-৪১, আহত-১৩৯, ৪ ভারতীয় নিহত।

৮.৭.২০০৮ কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী গোলাম নবি আজাদের পদত্যাগ। কাশ্মীর বিধান সভার কাছে C.R.P.F. শিবিরে গ্রেনেড হামলা।

৯.৭.২০০৮ পরমাণু চুক্তির প্রতিবাদে বামেরা U.P.A. থেকে সমর্থন তুলে নিল। কারণ ইসলামিক রাষ্ট্রগুলি তথা ভারতের মুসলমানরা এই চুক্তির বিরোধী।

১৫.৭.২০০৮ বর্তমান (৭ম পাতা) : নদীয়া মুর্শিদাবাদ সীমান্তে সক্রিয় হরকত উল জেহাদি ইসলামি (হুজি) জামাত ই মুজাহিদিন (জেম) ও আল্লার দল। এরা তালিবানী কায়দায় বৃহত্তর মুসলিমস্তান গঠনের ডাক দিয়েছে।

১৫.৭.২০০৮ সরকার বাঁচাতে এম.পি. কেনাবেচা শুরু। দর উঠেছে ১৫ কোটি বলছে সি পি এম।

১৭.৭.২০০৮ বাগডোগরায় পাক নাগরিক আই.এস.আই চর আবিদখান ধৃত।

১৯.৭.২০০৮ আনন্দবাজার (৯ম পাতা) : কাশ্মীরে গ্রেপ্তার ৩ লস্কর জঙ্গী। নাম শাহনাজ আমেদ খান, মুদাসির আমেদ লোন এবং মুশাইব ভাট।

১৯.৭.২০০৮ বানিহালে গ্রেনেড বিস্ফোরণে আহত-৩২।

২০.৭.২০০৮ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : হিজবুল হানায় হত ১৪ জওয়ান আহত-৩০। শ্রীনগর বারামুলারোডে নরবল চকে, সেনা কনভয়ে বিস্ফোরণ।

২১.৭.২০০৮ গুলমার্গে জঙ্গীদের গ্রেনেডে ১ পর্যটক ও ১ বালকের মৃত্যু। রজৌরী সেক্টরে লস্কর-ই-তোইবার সঙ্গে সংঘর্ষে ১ মেজর ও ১ কনস্টেবলের মৃত্যু। আহত-১০, গুরুতর জখম-৩।

২৫.৭.২০০৮ বেঙ্গালুরুতে পরপর ৯টি বিস্ফোরণ, হত-৩, আহত-২০, সন্দেহ সিমি। সরকার অসহায়।

২৬.৭.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : তসলিমা—এ রাজ্যে ঢুকলে আগুন জ্বলবে। ইদ্রিশ আলি।

২৭.৭.২০০৮ আমেদাবাদে পরপর ১৭টি বিস্ফোরণ হত-২০, আহত শতাধিক। দায় স্বীকার করলো ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। সরকার অসহায়।

২৮.৭.২০০৮ আমেদাবাদে মৃত্যু বেড়ে ৪৫। সুরাটে বিস্ফোরক ভর্তি ২টি গাড়ি উদ্ধার।

২৯.৭.২০০৮ ভারতে ঢুকে হামলা পাকিস্তানের, নিহত ৫ জওয়ান। আমেদাবাদে গ্রেপ্তার ৩ সিমি।

৩০.৭.২০০৮ ১) লাগাতার নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙ্ঘন করছে পাকিস্তান।
২) আতঙ্ক নগরী সুরাটে ১৮টি তাজা বোমা উদ্ধার।
৩) ই-মেলে বিস্ফোরণের হুমকি, শহর তোলপাড়।
৪) মুর্শিদাবাদে ধরা পড়ল লস্করের বড় চক্র। ধৃত-২।

৫.৮.২০০৮ বর্তমান (৫ম পাতা) : কমিউনিস্ট চীনে আঘাত হানল ইসলামিক জঙ্গীরা, হত-১৬, আহত-১৬ উইঘুর সম্প্রদায়ের ৮৩ লক্ষ মুসলিম "পূর্ব তুর্কিস্তান" দাবী করছে। এজন্য ইস্ট তুর্কিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট আন্দোলন করছে।

১০.৮.২০০৮ আলবদর মুজাহিদিনের কমান্ডার মহঃ সুলতান ভাট বারামুলার জঙ্গলে সংঘর্ষে নিহত।

১৭.৮.২০০৮ আনন্দবাজার এবং Times of India (১ম পাতা) : গুজরাতে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার-১০ আমেদাবাদ কাণ্ডের নেপথ্যে সিমি-ই। সিমির অপর নাম ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন।
বর্তমান (৪র্থ পাতা) : নিয়ন্ত্রণ রেখায় জঙ্গীদের গুলি, হত ভারতীয় জওয়ান।

১৯.৮.২০০৮ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : পাকিস্তানের জিগির তুলে পরে ক্ষমা চাইলো গিলানী। বলেছিল, আমি পাকিস্তানী, পাকিস্তান আমার দেশ। জম্মু কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২০.৮.২০০৮ ভারতীয় সীমান্তে ঢুকে গুলি। ১ ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে গেল বি.ডি.আর।

২২.৮.২০০৮ রাজনীতিকদের এই কদর্য খেলা সন্ত্রাসবাদীদের চেয়ে ভয়ঙ্কর। ধৃত সিমি পাণ্ডা আবু বসিরের পরিবারকে সহানুভূতি জানাতে গেল কংগ্রেস এম.পি.রামনরেশ যাদব, বি.এস.পি. নেতা আকবর আহমেদ ডাম্পি, এস. পি. নেতা আবু হাসিম আজমি এবং ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারী প্রমুখ। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বসিরের গ্রেপ্তারকে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বড় সাফল্য বলে ঘোষণা করেছে। তাহলে সরকার এদের গ্রেপ্তার করছে না কেন?

২৫.৮.২০০৮ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : দক্ষিণী পথে এবার বাম বঙ্গেও সংখ্যালঘু সংরক্ষণ।

২৬.৮.২০০৮ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : স্বাধীনতার দাবীতে উত্তাল কাশ্মীর, গুলিতে হত-৮। জয়পুর কাণ্ডের চাঁই সন্দেহে লখনউ এ ধৃত সিমি সদস্য শাহবাজ হুসেন।

২৯.৮.২০০৮ সাচার কমিটির রিপোর্ট সর্বাংশে সঠিক নয়।

৩০.৮.২০০৮ সব কাগজে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন—৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের সুরমা চৌধুরী

স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হবে, বাংলার মুসলমান সমাজের আনন্দ বেদনা নিয়ে লেখা সাহিত্যের জন্য।

৮.৯.২০০৮ ধ্বংসের পথে বৌদ্ধ স্তূপ উত্তর পশ্চিম পাকিস্তানে সোয়াত উপত্যকায় খ্রীষ্টপূর্ব ২ শতকে সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের চিতাভস্ম সংরক্ষণ করার জন্য এই বুটকারা স্তূপ নির্মাণ করেন। এটি বিশ্বের বিখ্যাত স্তূপগুলির অন্যতম। ১৯৫৫ সালে ইটালির প্রত্নতাত্ত্বিকরা ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে এই বিস্ময়কর স্থাপত্য উদ্ধার করেন। তাদের কাছে পাক সরকার এটি সংরক্ষণের আশ্বাস দিলেও অদ্যাবধি কিছুই করেনি। বর্তমানে এটি বিলুপ্তির পথে।

১২.৯.২০০৮ আনন্দবাজার—সংখ্যালঘু মন জয়ে রাজ্যের হাতিয়ার এবার গ্রন্থাগারও। হাওড়ার রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী এবং বেলঘরিয়ার একটি বাংলা লাইব্রেরীকে উর্দু গ্রন্থাগারে পরিণত করা হবে।

১৩.৯.২০০৮ দিল্লীতে পরপর ৫ জায়গায় বিস্ফোরণ। হত-২০, আহত-৯০। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন দায় স্বীকার করে বলেছে, পারলে আমাদের আটকাও। বেঙ্গালুরু, আমেদাবাদ, জয়পুর ও হায়দ্রাবাদ ধাঁচের বিস্ফোরণ।

১৩.৯.২০০৮ বিভিন্ন মুসলিম নেতাদের সঙ্গে বরকতি জ্যোতিবসুকে তাবিজ পরিয়ে এসেছে।

১৫.৯.২০০৮ সংবাদ : ঢাকা বিক্রমপুরের 'গাওদিয়া' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি। বিশালগ্রাম, একটি গ্রামেই একটি ইউনিয়ন বোর্ড। আজ হিন্দু শূন্য। একটি মাত্র হিন্দু পরিবার—৮৫ বছরের বিখ্যাত ডাক্তার সুজিত দে, জীবনের শেষ কটাদিন ওখানেই কাটাবেন, তাদের চিকিৎসা করে। ১৯৭৩ সালে যারা তাঁর ২ ভাইকে বাড়িতে ঢুকে খুন করেছিল।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি মুখার্জি বাড়ি এখন "আনোয়ার ভিলা" আর কালীমন্দিরটি ধ্বংস করা হয়েছে।

১৭.৯.২০০৮ আনন্দবাজার (৯ম পাতা) : কাশ্মীরে গ্রেপ্তার ৩ লস্কর জঙ্গী, নাম শাহনাজ আহমেদ, মুদাসির আহমেদ, মুসাইব।

১৯.৯.২০০৮ দিল্লীর জামিয়া নগরে জঙ্গী পুলিশ সংঘর্ষ। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের বসির ও সাজিদ মৃত, মহঃ সেফ আহত হয়ে ধৃত। ইনসপেক্টর মোহনচন্দ্র শর্মা নিহত, ১ পুলিশ গুরুতর আহত।

২০.৯.২০০৮ আনন্দবাজারে রিজওয়ানুরের স্মৃতিতে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত। রিজের মৃত্যু ২১.৯.২০০৭ রমজান মাসের ৮ তারিখ। বিশেষ নিবন্ধ—মোমরাজের একবছর। জাভেদ আখতারের রিজ মৃত্যু আজও আমায় ক্রুদ্ধ করে, ইত্যাদি। রিজের মৃত্যু দুঃখজনক। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের হাতে প্রতিনিয়ত হিন্দুদের মৃত্যুতে জাভেদ সাহেবের কি রাগ হয়?

২২.৯.২০০৮ দিল্লীতে পুলিশের জালে গোরক্ষপুর বিস্ফোরণে জড়িত আরও ৩ জঙ্গী।

২৩.৯.২০০৮ আনন্দবাজার (১ম পাতা) : জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন বর্তমান ছাত্র—আতিক আমিন, মহঃ শাকিল, জিয়াযুর রহমান এবং প্রাক্তন ছাত্র শাকির নিবাস সন্ত্রাসবাদী।

২৩.৯.২০০৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুশিরুল হাসানকে সাম্মানিক ডিলিট দেওয়া হলো। এর মাধ্যমে মুসলিম সন্ত্রাসবাদকেই সম্মান জানানো হলো। কারণ শুক্রবারের এনকাউন্টারে হত জঙ্গী মহঃ আতিফ এবং ধৃত দুই জঙ্গী মহঃ শাকিল ও জিয়াযুর রহমান জামিয়ার ছাত্র হলেও তিনি তাদের সন্ত্রাসবাদী বলে স্বীকার করেন নাই।

২৫.৯.২০০৮ নানাবতী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত। গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে ৫৮ জন করসেবককে পরিকল্পিতভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

২৫.৯.২০০৮ Times of India : আজমগড়ের সন্ত্রাসবাদী সাদিক শেখ ৩১, আফজল ওসমানি ৩২, মহঃ জাকির সেখ ২৮, মহঃ আরিফ শেখ ৩৮ ও সেখ মহঃ আনসার ৩১।

২৬.৯.২০০৮ "সিটিজেন ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস" নামে কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের যৌথ সংগঠন নানাবতী কমিশনের রিপোর্ট পেশে স্থগিতাদেশ চেয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কে. জি. বালকৃষ্ণনের নেতৃত্বে বেঞ্চ সেই স্থগিতাদেশ বাতিল করে দেয়। বিচারপতি বলেছেন, গোধরা রিপোর্ট গোপনীয় নয়। নানাবতী কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে ২৭.২.০২ গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ডে ৫৮ জনের মৃত্যু "এটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।" (ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন তো সিমির অপর নাম। তার সঙ্গে কংগ্রেসের কারা যুক্ত। নিশ্চয়ই কংগ্রেসের মুসলিম নেতারা। গোধরা কাণ্ডের জন্য এদেরও গ্রেপ্তার করা হোক)।

২৭.৯.২০০৮ বর্তমান (৫ম পাতা) : ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী বি.জে.পি'র।

২৭.৯.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মাথা কলকাতার বেনেপুকুর থানার ৩৮ডি মহিদুল ইসলাম লেনের বাসিন্দা, আমির রেজা খান। তার ভাই আসিফ রেজা খান, খাদিম কর্তা অপহরণের প্রধান অভিযুক্ত ছিল, এবং ২০০১ সালের ডিসেম্বরে গুজরাটের রাজকোটে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায়।

২৭.৯.২০০৮ বর্তমান (৫ম পাতা) : মুম্বাই পুলিশ সতর্ক করেছে, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন স্লিপার সেল গড়েছে কলকাতায়।

২৭.৯.২০০৮ দিল্লীর মেহেরৌলী বাজারে আবার বিস্ফোরণ। হত-১, আহত-২৪।

২৭.৯.২০০৮ আনন্দবাজার : জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুসিরুল হাসান, ধৃত ২ সন্ত্রাসবাদী মহঃ শাকিল ও জিয়ায়ুর রহমানকে আইনি সাহায্য দেবে। এ ব্যাপারে অর্জুন সিং-এর সঙ্গে কথা হয়েছে। অর্থাৎ দেশদ্রোহীদের সরকারই রক্ষা করবে!

২৭.৯.২০০৮ আনন্দবাজার : দিল্লী বিস্ফোরণের পর জামিয়ার প্রাক্তন ছাত্র শাকির নিবাস টেলিফোনে বন্ধুর কাছে জানতে চায় আমাদের কারও কোন ক্ষতি হয় নাই তো?

২৭.৯.২০০৮ আনন্দবাজার : বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গায় সইফুল ইসলাম নামে পাকিস্তানী ধৃত।

২৭.৯.২০০৮ আনন্দবাজার : অসমের ধুবরীতে সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে ৭ হুজি জঙ্গী নিহত।

২৮.৯.২০০৮ সব কাগজে ১ম পৃষ্ঠায়—দিল্লীতে আবার বিস্ফোরণ।

২৯.৯.২০০৮ গুজরাতে সবরকণ্ঠ জেলায় মোডাসায় বিস্ফোরণ হত-১, আহত-৬।

২৯.৯.২০০৮ মহারাষ্ট্র, মালেগাঁও বিস্ফোরণে হত-১, আহত-৩।

২৯.৯.২০০৮ এলাহাবাদে মিলল বিস্ফোরক ভর্তি বস্তা।

১.১০.২০০৮ আগরতলায় ধারাবাহিক ৫টি বিস্ফোরণে হত-২, আহত-১৫০। সন্দেহে হুজি।

৫.১০.২০০৮ সংবাদ : ১৯৯৩-এ সুরাট বিস্ফোরণে জড়িত গুজরাতের প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী মহঃ সুরতির ২০ বছর জেল। তার ছেলে ফারুকও অভিযুক্ত, তবে ফেরার। আরও ১১ জন অভিযুক্ত।

৭.১০.২০০৮ সংবাদ : সপ্তদশ শতাব্দীতে বেনীমাধব রাও সিন্ধিয়ার তৈরি বিষ্ণু মন্দির ভেঙে হিন্দু বিদ্বেষী আওরঙ্গজেব "আলমগির মসজিদ" তৈরি করে। সেই মসজিদে হিন্দু স্থাপত্যের চিহ্নগুলি আজও স্পষ্ট দৃশ্যমান।

২৩.১০.২০০৮ বাংলাদেশের ৮টি জেলায় নতুন করে ১০০টি জঙ্গী প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছে।

২৩.১০.২০০৮ জে.কে.এল.এফ চেয়ারম্যান ইয়াসিন মালিক ও জামিয়াত-ই-আহলি হাদিস, সভাপতি মৌলবী শওকত শাহ গ্রেপ্তার।

১৭.১০.২০০৮ আনন্দবাজার (৯ম পাতা) : ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের বাজেট ছিল ৫ কোটি। বর্তমান বৎসর ২০০৮ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৪৮ কোটি টাকা। সংখ্যালঘু দফতরের ডিরেকটরেট, মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন, ওয়াকফ বোর্ড, ওয়াকফ ট্রাইবুনাল, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যালঘু কমিশন মাদ্রাসা ডিরেক্টরেট প্রভৃতি সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের আয়ত্তাধীন ৮টি স্ব শাসিত সংস্থা তৈরি হয়েছে। (বাকী থাকলো এবার মুসলিম প্রধান জেলাগুলি নিয়ে স্বশাসিত মুসলিম স্থান। তার পরেই আবার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও দেশভাগ।)

২৩.১০.২০০৮ রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান ও ওয়াকফ বিষয়ক যুগ্ম সংসদীয় কমিটির প্রধান কে. রহমান খান বলেন, দেশে ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমান ৪ লক্ষ একর আর ওয়াকফ ইনস্টিটিউট ৩.৩৩ লক্ষ। দেশ ভাগ হলো। পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের মেরে কেটে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। হিন্দুদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হয়ে বাজেয়াপ্ত হলো। ভারতের মুসলমানরা বহাল তবিয়তে থেকে গেল, আর ওয়াকফ সম্পত্তি লালন পালন করা হতে থাকল। আর কিছুদিন পর গোটা দেশটাই ওয়াকফের সম্পত্তি হয়ে যাবে।

৩০.১০.২০০৮ অসমে দিসপুর গুয়াহাটি সহ ১৩টি জায়গায় মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা পর পর বিস্ফোরণ ঘটায়। মৃত ৫০, আহত ১৫০। সংখ্যা আরও বাড়বে।

১.১১.২০০৮ গতকাল অসমের বিস্ফোরণে মৃত্যু বেড়ে ৭৭, আহত বেড়ে ৪৭০। সোনিয়া, মনমোহন ঘটনার নিন্দা করেন, শিবরাজ পাটিল ৩ বার ড্রেস পাল্টে ও ১৩ বার টেরিতে অ্যালবার্টকেটে এবং গোয়েন্দারা হুজির হাত থাকতে পারে বলে কর্তব্য শেষ করেছে। অন্যদিকে হুজি I.S.F. এবং মূলটা দায় স্বীকার করেছে।

১১.১১.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : কলকাতায় মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে গত ২২/১/২০০২ হামলার মূল পাণ্ডা সাদাকত আলি ওরফে শেখ সাদিক (৩৬) মুম্বই-এ ধৃত। সে স্বীকার করেছে যে, সে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সঙ্গে যুক্ত।

২৩.১১.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : মালদহ সীমান্ত পেরিয়ে জাল নোট ঢুকছে বাংলাদেশ থেকে।

২৪.১১.২০০৮ বর্তমান (৫ম পাতা) : মালয়েশিয়ায় যোগ ব্যায়াম নিষিদ্ধ, ন্যাশনাল ফতোয়া কাউন্সিলের ফতোয়া।

২৪.১১.২০০৮ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হবে মুর্শিদাবাদে।

২৭.১১.২০০৮ বর্তমান (৭ম পাতা) : মুর্শিদাবাদে আলিগড় ক্যাম্পাস, স্বাগত জানালেন বুদ্ধদেব।

২৭.১১.২০০৮ বর্তমান ও আনন্দবাজার (১ম পাতা) : মুম্বাইয়ে সন্ত্রাস নিশি—Times of India (1st Page) : It's war on Mumbai. Nightmare : Taj Gateway Oberoi, C.S.Terminas, Santacruz Airport, Colaba and three Hospitals among 8 places attacked by Terrorists. Killing over 80 and 250 in Hospitals. Jeep sprays bullets outside Multiplex. Army NSG called in.

গতকাল রাত থেকে সন্ত্রাসবাদের আগুনে জ্বলছে মুম্বাই। পুলিশের দুই শীর্ষ কর্তা সহ নিহত অসংখ্য। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সে সময় পাকিস্তানী-সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে মুর্শিদাবাদে স্বাগত জানাচ্ছে।

২৮.১১.২০০৮ গত পরশু ২৬/১১ রাত থেকে শুরু হয়েছে পাকিস্তানী জঙ্গিদের মুম্বাই

যুদ্ধ। চলছে।

২৮.১১.২০০৮ Times of India (1st Page) : Terror uninterrupted war front Mumbai.

২৮.১১.২০০৮ আনন্দবাজার (১ম পাতা) : সন্ত্রাসের অনন্ত আতঙ্ক। জঙ্গী শাসনের মুম্বাই-এ নিহত-১২৫ আহত-৩২৭। ২৪ ঘণ্টা পরেও চলছে গুলি, জ্বলছে আগুন। সন্দেহ আলকায়েদা। সন্ত্রাসের আতঙ্কে বাতিল ভারত বনাম ইংল্যান্ডের ২টি একদিনের ম্যাচ।

২৮.১১.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : মুম্বাইয়ে জঙ্গী সেনা যুদ্ধ চলছে। অবিরাম বিস্ফোরণ—গ্রেনেড, গুলি, আগুন, মৃত ১২৫, আহত ৩৫০, আটক ২০০। পাকিস্তান থেকে জলপথে এসে ডেকান মুজাহিদিন নামে লস্কর-ই-তৈবা যুদ্ধ চালাচ্ছে। আজ সন্ধ্যা ৬টায় ৪৪ ঘণ্টা পর ওবেরয় হোটেল জঙ্গীমুক্ত। নরিম্যান হাউস ও তাজ হোটেলে এখনও লড়াই চলছে। গোটা বিশ্বের ধিক্কার। (ভারতীয় মুসলিম ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতাদের মুখে কুলুপ, তারা উপভোগ করছে।)

২৯.১১.২০০৮ মুম্বাই যুদ্ধ—জঙ্গী কমান্ডো লড়াই চরমে। নামল জওয়ান, অবিরাম যুদ্ধ। পিছনে পাকসেনা ও আই.এস.আই.। হামলার তদন্তে এফ.বি. আইয়ের টিম পাঠাচ্ছে আমেরিকা। মুসলিম ভোটের স্বার্থে ইজরাইলের সাহায্যের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল দিল্লী। হামলার মাত্র ২ দিন আগে দুই জঙ্গী "তাজ"-এ হাউস কিপারের চাকুরী পায়।

৩০.১১.২০০৮ ৬০ ঘণ্টার যুদ্ধে জঙ্গীমুক্ত মুম্বাই। তাজ মুক্ত করলো কমান্ডোরা। মৃত-১৮৩।

৩.১২.২০০৮ অসমে ট্রেনে বিস্ফোরণ—হত-৩, জখম-৩৫। মুম্বাই বিস্ফোরণে জড়াল কলকাতার নাম। কলকাতা থেকে কেনা সিমকার্ড গিয়েছে জঙ্গীদের হাতে।

৪.১২.২০০৮ রাজ্যে আঘাত হানতে ৩৬ জন জঙ্গী আসছে। মুম্বাইতে ৮ কেজি R.D.X. উদ্ধার। দাউদদের ফেরত দেবে না, জানাল পাকিস্তান। পাক সেনার সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি তালিবানদের।

৫.১২.২০০৮ দেশে জঙ্গী হানা, পাকিস্তানের দিকে আঙ্গুল তোলা পছন্দ নয় জনৈক বামপন্থী নেতার।

৫.১২.২০০৮ রাজ্যে হামলার চক্রান্তে বাংলাদেশ ও আই.এস.আইয়ের সঙ্গে ঢাকার চরদের গাঁটছড়া। জেহাদিদের সাহায্যে নয়া শাখা। বিমান ছিনতাই হতে পারে, লস্কর প্রধানকে ধরতে হবে, পাকিস্তানকে মার্কিন চাপ।

৬.১২.২০০৮ হাওড়ায় বোরখা পরা দুই যুবকের খোঁজে তল্লাশি।

৭.১২.২০০৮ মুম্বাই হামলার সঙ্গে লস্করের যোগাযোগ—কার্যতঃ স্বীকার পাকিস্তানের।

৮.১২.২০০৮ মুম্বাইয়ে ধৃত জঙ্গী—কাসব পাক গ্রামের ছেলে। "ব্রিটিশ দৈনিকপত্র।"

৮.১২.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : সিম কার্ড কাণ্ডে তদন্তে শহরে মুম্বাই পুলিশ। মোক্তার

আমেদ ও তৌসিক রহমানকে ধরা হয়েছে। জড়িত সন্দেহে জেরা চলছে কলকাতার ছাত্রকে।

৮.১২.২০০৮ বর্তমান (৪র্থ পাতা) : সিম কার্ড কাণ্ড—পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে ব্যর্থতার দায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের।

৮.১২.২০০৮ বর্তমান (৪র্থ পাতা) : বামফ্রন্ট সরকারের মনোভাবেই কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গকে জঙ্গীরা ঘাঁটি বানিয়েছে। ৩০ বছরে অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গে—৮০ লক্ষ, অসমে ৫৫ লক্ষ, ত্রিপুরায় ৪ লক্ষ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে ৪.৫ লক্ষ। অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ৫৫টি আসন এবং অসম বিধান সভার ৪০টি আসনের জন্য বিন্যাসই পাল্টে গিয়েছে।

৯.১২.২০০৮ বর্তমান (৭ম পাতা) : এ বছরে প্রথম ৮ মাসে সি.বি.আই ৫.৫ কোটি টাকার জাল নোট উদ্ধার করেছে। আহেলি হাদিস কর্তা—আফতাব আলম বলেছে, জঙ্গী অপবাদ এবং জুলুমের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে তাদের হেনস্থা করা হচ্ছে। তারা শুধুমাত্র ধর্মপ্রচার করে। (দেশভাগ করে এই খণ্ডিত ভারতে আবার ইসলাম প্রচার কেন? ভারতে হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন খ্রীষ্টধর্ম থাকবে, ইসলামকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক। কারণ ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে থাকবে না বলে, "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" করে ভারতকে তিন টুকরো করে দুটি পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি করেছিল।)

১১.১২.২০০৮ আনন্দবাজার (১ম পাতা) : ১) যুদ্ধ নয়, চাপ দিয়েই কার্যোদ্ধার চায় দিল্লী। প্রণব।

২) পাক বিদেশমন্ত্রী, শাহ মেহমুদ কুরেশী বলেছে, ভারত প্ররোচিত করলে আমরা যুদ্ধের জন্য তৈরি।

৩) পাকিস্তান বাঁচাও—সেনা বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ার অঙ্গীকার করে পাকিস্তানে ছাত্রদের মিছিল ওয়াগা সীমান্তে। (ভারতের ছাত্ররা ঘুমে অচৈতন্য।)

৪) পরমাণু শক্তিধর পাকিস্তানের সঙ্গে সম্মুখ সমরে যাবার ইচ্ছা নাই দিল্লীর।

বর্তমান (৫ম পাতা) : মুম্বাই হামলায় জড়িত বারার শাহ নামে লস্কর কমান্ডার ধৃত।

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের চাপ সত্ত্বেও জঙ্গীদের ফেরত দিতে নারাজ পাকিস্তান।

১২.১২.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : পাকিস্তানকে জঙ্গী শিবির ধ্বংস করতে হবে, ভারতের হাতে তুলে দিতে হবে দাউদ সহ ৪০ জঙ্গীকে। প্রণব।

১২.১২.২০০৮ জামাত উল দাওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ।

১২.১২.২০০৮ নিষেধাজ্ঞাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ জামাত। প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ মহম্মদ সাইদ বলেছে, এটা পাকিস্তান এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

১৩.১২.২০০৮ বর্তমান : কাসব আমারই ছেলে, স্বীকার কাসবের বাবা আমির কাসবের। নিষিদ্ধ হলেও ভারতবিরোধী প্রচার চালাচ্ছে জামাত উদ দাওয়া ও লস্কর। পাক কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছেই ৪টি তালিম শিবির। তার মধ্যে রয়েছে অফিস, হসপিটাল, হস্টেল, মসজিদ, সিনেমা হল, অস্ত্রভাণ্ডার, তালিম কেন্দ্র।

১৫.১২.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : মুম্বাই হামলায় লস্করেরই হাত। ব্রিটেন। বড় বড় কথায় নয়, কাজে দেখান—জারদারিকে ব্রাউন। ভারত বিরোধী জেহাদ/লড়াই চলবে। লস্করের হুমকি। জামাত নেতাদের ছাড়ার হুমকি দিল পাক পুলিশ। জেরায় স্বীকার করলো কাসব, পাকিস্তানে ৬ মাস ট্রেনিং দিয়েছিল জঙ্গীরা।

১৬.১২.২০০৮ বর্তমান (৭ পাতা) : কাসবের পরিবার গ্রাম থেকে উধাও। কোন সাংবাদিককে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কাসবের সঙ্গে সম্পর্ক মানতেই চাইছে না পাকিস্তান।

জামাতের ৪ সদস্যকে মুক্তি দিল পাকিস্তান। জামাতের মাদ্রাসা বন্ধ করা হবে না।

১৬.১২.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : পাক মদতে বাংলাদেশ গুপ্তচর সংস্থা ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডি.জি.এফ.আই) তৎপর। ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে "মোগলস্তান" তৈরির ছক।

১৭.১২.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : রাজ্যের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলার ছক লস্করের।

১৭.১২.২০০৮ আনন্দবাজার (১ম পাতা) : ৪ বছরে ১০ বার তথ্য প্রমাণ তুলে দিয়েছি। কিছুই করেনি পাকিস্তান—প্রণব।

১৮.১২.২০০৮ জামাত দাতব্য সংস্থা নয়, সন্ত্রাসে জড়িত, বললো আমেরিকা।

১৯.১২.২০০৮ Times of India (1st Page)—Pak Sings new tune everyday. Dawood financed 26.11.—Says Russia.

8 men terror squad sneaks into Bengal.

১৯.১২.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : জঙ্গীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ পাওয়া গিয়েছে ৪০০টি। তার মধ্যে উত্তর প্রদেশেই ৮০টি, বাকি অন্ধ্র, কেরল, কর্ণাটক, বিহার, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু কাশ্মীরে।

১৯.১২.২০০৮ ভারতীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্তান সফর বাতিল।

২০.১২.২০০৮ Times of India (1st Page) : Defiant Antulay has Cong in a bind.

Minority affairs Minister dares Prime Minister to sack him.

২১.১২.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : পাকচর মহঃ ইয়াকুব জাল নোট সহ ধৃত কলকাতায়।

২১.১২.২০০৮ আনন্দবাজার (৪র্থ পাতা) : সরকার-কংগ্রেস ফারাক বাড়ছে আন্তুলেকে

নিয়ে। আস্তুলে মন্তব্য প্রত্যাহার বা পদত্যাগ কিছুই করবে না। তার পিছনে মুসলিম নেতা মন্ত্রীরা।

২১.১২.২০০৮ ইয়াকুবের হয়ে কলকাতায় জাল নোটের কারবারে ঢাকার দুই মহিলা।

২৩.১২.২০০৮ Times of India (1st Page) : Patience Running out India.
Army ready to defend against threats from India.
The nation is fully united. Yousaf R. Gilani.
God forbid that we need to use the Nuclear Option. C.A. Mukhtar.

২৩.১২.২০০৮ Maharashtra A.T.S. nabs SIMI activist from Train.

২৪.১২.২০০৮ জম্মুতে হামলা চালাতে গিয়ে গ্রেপ্তার ১ পাক সেনা সহ ৩ জয়েশ জঙ্গী।

২৪.১২.২০০৮ অনুপ্রবেশের জেরে সীমান্তের জেলে উপচে পড়ছে বাংলাদেশি।

২৪.১২.২০০৮ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তালিবান পাক বাহিনীর সঙ্গেই লড়বে।

২৪.১২.২০০৮ কাসব নামে কেউ পাকিস্তানে নেই, কাসবের চিঠি পেয়েও জানাল পাকিস্তান।

২৬.১২.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : সীমান্তে সেনা বাড়াচ্ছে পাকিস্তান। ধৃত সিমি সদস্যদের জঙ্গী প্রমাণে গরজ নাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। কেন্দ্র ক্ষুব্ধ।

২৭.১২.২০০৮ বর্তমান (৩য় পাতা) : ১) সীমান্তে আরও সেনা বাড়াল পাকিস্তান। ২) গোবরডাঙ্গা স্টেশনে ধৃত বাংলাদেশি। ৩) জাল নথি, বারাসাতে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫।
বর্তমান (৩য় পাতা) : ১) মুসলিমদের তুষ্ট করার জন্যই সিমির জঙ্গীদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান (৪ পাতা) : ২) ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ হলে, উলেমারাও পাকসেনার সঙ্গে হাত মেলাবে।

২৮.১২.২০০৮ ভারত সীমান্তে পাকসেনা সমাবেশে উদ্বিগ্ন আমেরিকা।

২৯.১২.২০০৮ যুদ্ধ জিগির জিইয়ে রাখছে পাকিস্তান।

বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিন "লজ্জা" নামে একটি উপন্যাসে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের কিছু তথ্য পরিবেশন করায় সেখানকার মৌলবাদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তাঁকে শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ এবং প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হলো। তসলিমাকে খুন করলে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেবার কথাও ঘোষণা করা হলো। খুনের ব্যাপারে সরকার নীরব থাকলে মিলিটারির সুপারিশে "লজ্জা" নিষিদ্ধ ঘোষণা হলো। পরদিন থেকে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী ব্যাপক তল্লাশ চালিয়ে সমস্ত "লজ্জা"—বাজেয়াপ্ত করে। লজ্জার বিপক্ষে হাজার তো স্বপক্ষে দশজনও আছেন। প্রাক্তন বিচারপতি কে.এম.সোবহান লিখলেন, বাজার থেকে লজ্জা তুলে নেওয়ায় পুলিশের যে তৎপরতা সেটা যদি ডিসেম্বরের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হতো তাহলে লজ্জা বইটি লেখার দরকার-ই হতো না।

কবি শামসুর রহমান লিখলেন—লজ্জায় তথ্যের কোন বিকৃতি নেই। তসলিমা একজন মুক্তমতি অসাম্প্রদায়িক লেখিকা, তিনি সত্য প্রকাশ করেছেন মাত্র। ঢাকা এবং চট্টগ্রামের ইনকিলাব সহ কয়েকটি পত্রিকায় হিন্দু নির্যাতন সহ অন্ততঃ ২৫টি মন্দির ভাঙ্গার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। তারা বললো, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন রোধে বর্তমানে সরকারের ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতায় আমাদের বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ যত না লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ তার চাইতে বেশী লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ তসলিমা লজ্জা উপন্যাস লেখায়। কিন্তু এতো সিন্ধুতে বিন্দু।

শত শত সংগঠন তসলিমার বিরুদ্ধে আক্রোশে ফেটে পড়লো। সরকার তসলিমার নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দিল। মৌলবাদীদের অতন্দ্র প্রহরা আর তর্জন গর্জনের মাঝে দুঃসহ জীবন কাটে তসলিমার। শেষে কয়েকটি বিদেশি মানবাধিকার সংগঠনের চেষ্টায় প্রায় গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ভারতে আশ্রয় মেলে তসলিমার।

কোন স্বাধীন সার্বভৌম সরকারের কাছে কোন বিদেশি আশ্রয় চাইলে আন্তর্জাতিক নিয়মে তাকে আশ্রয় দিতে হয়, তাই আশ্রয় দেওয়া হলো। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার "লজ্জা"-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। কারণ যে বইয়ে মুসলমান কর্তৃক হিন্দু নির্যাতনের কথা লেখা আছে। তাছাড়া সবার উপরে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক। তসলিমার "দ্বিখণ্ডিত" প্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাও নিষিদ্ধ করলো। এক বছর ন'মাস ছাব্বিশ দিন পর কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে মুক্ত হলো এ বই। কি আছে এ বইয়ে? আছে মৌলবাদ ধর্মান্ধতা ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা। আরও আছে, হজরত মহম্মদ নিজের পুত্রবধূ জয়নাবকে ধর্ষণ করে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন আল্লাহর ইচ্ছেয় এটা করেছি। অতঃপর শরিয়তে বিধান হলো ধর্ষিতা ধর্ষকের স্ত্রী বলেই গণ্য হবে। শরিয়তি এই বিধানেরও তীব্র সমালোচনা আছে। ইসলামের এত বড় অবমাননার পর তসলিমার কি বাঁচার অধিকার থাকতে পারে।

মধ্যযুগের পবিত্র শরিয়তি বিধান একবিংশ শতাব্দীর ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে সমান সক্রিয়। এ ব্যাপারে বিকৃত বুদ্ধিজীবীরা কোন মন্তব্য করতে নিরুপায়।

২৮ বছর বয়সী ৫ সন্তানের জননী ইমরানাকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করলো। সাচ্চা ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস, কমিউনিস্টদের মুখে কুলুপ। মৌলানা মুলায়ম বললেন, শরিয়তি আইনেই শ্বশুরের বিচার হোক। বি.জে.পি. বলে ভারতীয় দেওয়ানি দণ্ডবিধি অনুসারে বিচার করতে হবে। সভ্যতার শত্রু সাম্প্রদায়িক বি.জে.পি. বলে কিনা ভারতীয় দেওয়ানি দণ্ড বিধি অনুসারে বিচার করতে হবে। মোল্লারা শরিয়তি আইনে বিচার করে ইমরানাকে তার শ্বশুরের বিছানায় শুতে বাধ্য করলো। (*আনন্দবাজার ১.৭.২০০৫—প্রথম পৃষ্ঠা*)

হরদৌলী গ্রামের ৪ সন্তানের জননী ২৪ বছর বয়সী রানীবেগমকে তার শ্বশুর মোহাম্মদ নির্দেশিত পবিত্র পন্থায় ধর্ষণ করলো। পবিত্র শরিয়তি আইনে কাজী বিচার করে রায় দিলো অতঃপর রানীবেগম তার শ্বশুরকেই স্বামী বলে মেনে নেবে। রানীবেগম ভয়ে লজ্জায় বাপের বাড়ি পালিয়ে গিয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। (*আনন্দবাজার ৫.৭.২০০৫*)

ভারতের হাজার হাজার গ্রামের কোন কোনায় প্রতিনিয়ত এরকম কতো ইমরানা, রানীবেগম অত্যাচারিতা হচ্ছেন, কে তাদের খবর রাখে।

তসলিমা তাঁর দ্বিখণ্ডিত উপন্যাসে (৩০৭ পৃষ্ঠায়) লিখলেন, আমার ভাবতে অবাক লাগে, দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী, বিরোধীদের নেতৃত্বেও একজন নারী, তবু ঘরে বাইরে এই সব ধর্ষণের খবরে তাঁদের অন্তরে জ্বালা ধরে না। তাঁদের কাছে ধর্ষণ কি অত্যন্ত উপাদেয় জিনিষ বলে মনে হয়? সুতরাং তসলিমা ইসলামের শত্রু, সভ্যতার অভিশাপ সাম্প্রদায়িক বি.জে.পি-র দালাল। বাংলাদেশের সব মৌলবাদী বলে বি.জে.পি. সাম্প্রদায়িক। ভারতের কংগ্রেস, সি.পি.এম, সমাজবাদী সাম্যবাদী সবাই সেই সুরে কোরাস গাইছে। বি.জে.পি. সাম্প্রদায়িক।

গত ৯.৮.২০০৭ তারিখে হায়দ্রাবাদ প্রেসক্লাবে একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিনের উপর তালিবানি কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম রাজনৈতিক দল মজলিস-ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এম.আই.এম) এর বিধায়ক আফসার খান ও তার সমর্থকেরা। ডঃ ইন্নায়হ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোন রকমে তসলিমাকে রক্ষা করেন। ঘটনার পরেই পুলিশ জোর করে তসলিমাকে বিমান বন্দরে নিয়ে গিয়ে কলকাতার বিমানে তুলে দেয়। অন্ধ্রপ্রদেশ বিধাসভার অন্যতম বিধায়ক আকবরউদ্দিন ওয়েসি বলেছেন, তাঁর দলের মুসলিম সমর্থকেরা তসলিমাকে আক্রমণ করে যথার্থ কাজ করেছেন ও চরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মুসলিম হিসাবে তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব ইসলামের অবমাননাকারীদের যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া—তারপরে আসে বিধায়কের দায়িত্ব এবং সংবিধানের প্রতি আনুগত্য। তিনি আরও বলেন, তসলিমা-এর পর হায়দ্রাবাদে এলে তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হবে। মুসলিম ধর্মান্ধ দল এম.আই.এম রাজ্যে ও কেন্দ্রে ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস জোটের শরিক। তাই মুখ্যমন্ত্রী রাজশেখর রেড্ডি এর প্রতিবাদে কোন নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। প্রসঙ্গতঃ গত বছর পশ্চিমবঙ্গের আগমার্কা নিরপেক্ষ সি.পি.এমের সমর্থকেরা মেদিনীপুরে এক বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার হুমকি দিয়ে তসলিমাকে অনুষ্ঠানে যেতে দেয় নাই। সুতরাং MIM-

CPM ভাই ভাই।

১৭.৮.২০০৭ সংবাদ : টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সৈয়দ মহম্মদ বরকতি কলকাতায় পুলিশ প্রধানের সামনে এক জনসভায় তসলিমা নাসরিনকে খুনের হুমকি দিল। ঘোষণা করলো যে তসলিমাকে খুন করতে পারবে, অর্থাৎ খুনীকে অঢেল পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারী দিল, তসলিমা এবং রুশদিকে দেশ থেকে না তাড়ালে ভারতের সব মুসলমানকে তাড়িয়ে দাও।

বরকতির মুখের উপর বলা উচিত ছিল তোরা তো প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর জীবনের বিনিময়ে ভারতকে তিন টুকরো করে দু-দুটো ইসলামিক রাষ্ট্র পেয়েছিস। এখানে আর এসব বাঁদরামি চলবে না। তোরা পাকিস্তানে চলে যা। কিন্তু কে বলবে? সবাই তো মেরুদণ্ডহীন বিবেক বর্জিত মুসলিম ভোটের কাঙাল। তাছাড়া ভারতের সংবিধানে প্রকাশ্যে খুনের হুমকি দেওয়া অপরাধ। সরকারীভাবে এই খুনের হুমকির কোন প্রতিবাদ হলো না। তাহলে বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদী সরকারের সঙ্গে সাচ্চা বামফ্রন্ট সরকারের পার্থক্য কোথায়?

২১.১১.২০০৭ কলকাতায় মুসলিম তাণ্ডব। আগুন, সেনা, কার্ফু।
জ্বালিয়ে দেওয়া হলো একের পর এক গাড়ি।

(প্রকৃতপক্ষে এটা হলো আরও একটি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মহড়া) হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নয়। উল্টে তাদের কাছে আবেদন আসুন সকলে মিলে শান্তি বৈঠক করি।

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান হিসাবে বিমান বসু বললেন, তসলিমার জন্য শান্তি নষ্ট হলে তার চলে যাওয়াই উচিত।

অবস্থা বুঝে সি.পি.এম বলছে, তসলিমা চলেই যান।

২২.১১.২০০৭ সংবাদ : লালবাজারে শান্তি বৈঠকে তসলিমাকে দেশছাড়া করার দাবী জানাল কলকাতার ইমামরা।

গতকালই সি.পি.এম বলেছিল, তসলিমা চলেই যান। আজ ইমামরা বললো তসলিমাকে তাড়ানো হোক। চিন্তাধারায় কি আশ্চর্য মিল, সি.পি.এম আর ইমাম। মিল হবে নাই বা কেন? যারা প্রকাশ্যে খুনের হুমকি দিল, কলকাতায় তাণ্ডব চালালো, তাদের প্রতি একটি নিন্দা বাক্যও বর্ষিত হলো না। উল্টে শান্তি বৈঠক করার জন্য অনুরোধ। যেন সরকারই অপরাধী।

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে কোন বিদেশি থাকবে কিনা সেটা ঠিক করবে কে? সরকার, না কয়েকজন মৌলবাদী ইমাম? অবশ্যই ইমাম। ইমামদের দাবী অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ বামফ্রন্ট সরকার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তসলিমাকে চুপিসাড়ে রাজস্থান পাঠিয়ে দিল।

২৩.১১.২০০৭ সংবাদ : তসলিমা কোথায়? রহস্য চরমে।

২৪.১১.২০০৭ সংবাদ : ১) তসলিমাকে চোরের মত চালান করে দিল বুদ্ধ সরকার। ২) তসলিমা ভারত ছেড়ে চলে যান, চাইছে কেন্দ্র।

২৫.১১.২০০৭ তসলিমা যতদিন চাইবেন নিরাপত্তা দিয়ে রাখতে আপত্তি নাই রাজস্থান সরকারের।

সন্ত্রাসবাদী, মৌলবাদী, অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিরা স্বাগত, অথচ তসলিমার জন্য দরজা বন্ধ! বলল, বি.জে.পি।

২৬.১১.২০০৭ সংবাদ : ১) তসলিমাকে নিয়ে আবোল তাবোল বকছেন সি.পি.এম নেতারা।

২) তসলিমা কোথায় থাকবেন ঠিক করুন কেন্দ্রীয় সরকার—ইয়েচুরি।

৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারই তসলিমার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর আপত্তি জানিয়েছেন, কংগ্রেস।

৪) তসলিমা প্রসঙ্গে বুদ্ধর মুখে কুলুপ।

৫) আমি স্বেচ্ছায় কলকাতা ছাড়িনি, দ্রুত কলকাতাতেই ফিরতে চাই—তসলিমা।

২৭.১১.২০০৭ সংবাদ : ১) তসলিমাকে গোপন স্থানে রেখেছে কেন্দ্র, রহস্য চরমে।

২) কোন বিদেশি যে রাজ্যে থাকবেন তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব সেই রাজ্যের। কং মুখপাত্র।

২৮.১১.২০০৭ সংবাদ : ১) লোকসভায় প্রণব : তসলিমাকে ভারত আশ্রয় দেবে—তাঁকেও সংযত হতে হবে।

(অর্থাৎ মৌলবাদী মুসলিমদের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের মত নতজানু হয়ে থাকতে হবে।)

২) পঞ্চায়েত ভোটের আগে তসলিমা ফিরে আসুন, চায় না রাজ্য সরকার। (মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের চিন্তা।)

৩) জঙ্গী মৌলবাদীদের জিতিয়ে দিয়েছেন বুদ্ধদেব। (না, নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ করেছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।)

২৯.১১.২০০৭ সংবাদ : ১) তসলিমার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর কোন ইঙ্গিত দিলেন না প্রণব। (মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক।)

২) তসলিমাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে—গুরুদাশ।

৩০.১১.২০০৭ সংবাদ : বইয়ের বিতর্কিত অংশ প্রত্যাহার করেছেন তসলিমা, বিনিময়ে এদেশে শান্তিতে থাকতে চান।

৪.১২.২০০৭ সংবাদ : ১) দ্বিখণ্ডিত'র বিতর্কিত অংশ বাদ দিলেও, তসলিমাকে কলকাতায় ফেরাতে নারাজ সি.পি.এম। বাবু (ইমাম) যত বলে পারিষদ দলে (সি.পি.এম) বলে তার শতগুণ।

২) তসলিমা ক্ষমা না চাইলে তাড়ানো হোক—বুখারী।

(দেশের সুপ্রিম অথরিটি যখন বলছে তখন তাড়ানো হবেই)

১৬.১.২০০৮ সংবাদ : বইমেলায় তসলিমাকে আসতে দেওয়া হবে না, তসলিমার কোন বইও রাখা চলবে না। ফতোয়া মিল্লি ইত্তেহাদ এবং ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের।

১৮.১.২০০৮ বর্তমান (৫ম পাতা) : এবার রোষানলে রুশদি। গোদরেজ কোম্পানি একটি নতুন এইডস সচেতনতা প্রচারে অংশ নেওয়ায় অল ইন্ডিয়া উলেমা অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি মৌলানা আলি আতহার আলি বলেছে, গোদরেজের সমস্ত পণ্য বয়কট করা হবে। তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। রুশদিকে ভারত ছাড়তে হবে।

২৪.১.২০০৮ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) এবং Times of India (1st Page) : নারীবাদী ভাবনার অন্যতম পুরোধা সিমোন দ্য বোভোয়ার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর নামাঙ্কিত সাহিত্য পুরস্কার এবছর থেকে চালু করেছে ফ্রান্স। প্রথম পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন তসলিমা নাসরিন।

ফরাসী প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি ভারত সফরে আসছেন। সেই সময় নিজহাতে তসলিমাকে পুরস্কার প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন দিল্লীতে। জামিয়াত-ই-উলেমা-হিন্দ বলেছে, মুসলমানের ভাবাবেগে আঘাত লাগে এমন কোন কাজ ভারত সরকার করতে পারবে না। অমনি ভারত সরকারের শিরে সর্পাঘাত। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশমন্ত্রক থেকে ফরাসী সরকারকে জানানো হয়েছে আপনারা পুরস্কার প্রদানটা দাতার বেশ অথবা গ্রহীতার দেশে করুন। গ্রহীতা তো তাঁর দেশ থেকেই বহিষ্কৃত। ফরাসী সরকার যখন পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছেন, তখন তার দেশেই তাঁকে পুরস্কার দেবেন। ভারতে এসে তাঁকে পুরস্কার প্রদান করা হলে, তসলিমার যেমন সম্মানবৃদ্ধি হতো—তেমনি ফরাসী সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারও সম্মানিত হতেন। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি আত্মমর্যাদাবোধ সব বিসর্জন দিয়ে ভারত সরকার মৌলবাদের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পন করলো।

তসলিমা নাসরিন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না লেখিকা। লেখালেখির জন্য সারা বিশ্বে-অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ভারতে দু'বার পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। "নির্বাচিত কলাম" এবং "আমার মেয়েবেলার" জন্য। তিনি সুইডেনের কুর্ট টুখোলস্কি পুরস্কার, আমেরিকার ফেমিনিস্ট অব দ্য ইয়ার ১৯৯৪, এডিট দ্য নানত পুরস্কার, মুক্তচিন্তার জন্য ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের শাখারভ পুরস্কার। সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনিসমিয়েন পুরস্কার এবং ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিস্ট অ্যান্ড এথিক্যাল ইউনিয়ন থেকে ডিসটিংগুইস্ট হিউম্যানিস্ট পুরস্কার পেয়েছেন। সিমোন দ্য বোভোয়ার নামাঙ্কিত যে পুরস্কার ফরাসী প্রেসিডেন্ট স্বয়ং দিল্লীতে এসে তাঁর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন, ভারত সরকার মৌলবাদীদের ভয়ে সেই অনুষ্ঠান করতে রাজী হয় নাই, ভারত থেকে বিতাড়িত হবার পর ফ্রান্সে গিয়ে তসলিমা সেই পুরস্কার সম্প্রতি গ্রহণ করেছেন। তিনি বেলজিয়ামের গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট পেয়েছেন।

তিনি কানাডিয়ান সুইডিশ ও ইংলিশ পেন ক্লাবের সাম্মানিক সদস্য এবং আমেরিকান হিউম্যানিস্ট একাডেমির হিউম্যানিস্ট লরিয়েট।

মানবাধিকার, নারীর অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সন্ত্রাস বিষয়ে অক্সফোর্ড, নটিংহাম এডিনবরা, হার্ভার্ড, মিশিগান, সরবোর্ন, ট্রিনিটি কলেজ, ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ডাবলিন, গ্রাজ, ট্রণ্ডহেইম, কনকর্ডিয়া, কিবেক, টরন্টো, জোহানসবার্গ সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রেখেছেন।

সাচ্চা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ধর্মীয় সন্ত্রাস বিষয়ে বক্তব্য রাখতে ডাকে নাই। তবুও ধর্মীয় সন্ত্রাসের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পন করে ভারত সরকার তাঁকে ভারত থেকে বিতাড়িত করলো। তসলিমা নাসরিনের "লজ্জা'-র থেকে এ লজ্জা অনেক বেশী। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চূড়ান্ত অবমাননা।

ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, জার্মানী সহ পৃথিবীর ৩০টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ। ভারতে অনাদৃত হয়ে তাঁর গ্রন্থ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ কি শুধুই মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের মোহ নাকি মুসলিম মৌলবাদের ভয়ে সরকার আতঙ্কিত। অথবা সরকার নিজেই মৌলবাদী। কারণ যাই হোক ভারতের সাধারণ নাগরিকের কাছে এ এক অশনি সংকেত।

৩১.১.২০০৮ সংবাদ : কার্যত "গৃহবন্দী" তসলিমাকে কলকাতায় ফেরানোর দাবিতে বুদ্ধিজীবিরা।

২০.৩.২০০৮ বর্তমান (১১ পাতা) : ভারত ছেড়ে অজানা গন্তব্যে পাড়ি তসলিমার। বলে গেলেন—ধর্মীয় মৌলবাদীদের চাপে পড়ে এক সময় বাংলাদেশ ছাড়তে হয়েছিল। ভারতেও তার অন্যথা হলো না। ভারত সরকার ঐ সব মৌলবাদীদের থেকে কম কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক বজায় রাখার স্বার্থে আমাকে বলিদান দেওয়া হলো। আরও বলেন, আমাকে ড্রাগ পয়জেনিং করা হচ্ছিল এবং মৌলবাদীদের খুশী করতে আমাকে ভারত থেকে চলে যাবার জন্য প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। তসলিমা যাবার আগে বলে গেলেন বাংলাদেশের ধর্মীয় মৌলবাদীদের থেকে ভারত সরকার কমকিছু নয়। আরও মারাত্মক অভিযোগ করে গেলেন তাঁকে ড্রাগ-পয়জেনিং করা হচ্ছিল। তাঁকে কি খুন করার পরিকল্পনা ছিল? কি জবাব দেবে ভারত সরকার?

ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পাণ্ডিত্য, দেশপ্রেম মানবতা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ইত্যাদি বহুমুখী প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করার যোগ্যতা নেই বর্তমান কালের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের। ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শ্যামাপ্রসাদ, মৌলবাদ তোষণকারী জহরলাল এবং শেখ আবদুল্লাকে বিশ্বাস করে, শ্রীনগরে এক পরিত্যক্ত গেস্ট হাউসে বিনা চিকিৎসায় / সরকারী চক্রান্তে ভুল চিকিৎসায় আত্মবলিদান দিয়েছিলেন।

তসলিমা হয়তো সে কথা জানতেন। তাই শেষ পর্যন্ত মৌলবাদী সরকারের কাছে

দেশ ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তি পেয়েছেন।

তসলিমা নামক আপদ বিদেয় হয়েছে। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

১৯.৩.২০০৬ বর্তমান (৭ম পাতা) : কার্টুন বিতর্ক—বাতিল ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর সফর।.

১৮.৩.২০০৬ পি.টি.আই : পয়গম্বরের আপত্তিকর কার্টুন ডেনমার্কের একটি পত্রিকায় ছাপা হবার পর থেকে ভারতসহ বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন। ২রা এপ্রিল ২০০৬ থেকে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডার্স ফন রামমুসেনের ৬ দিনের ভারত সফর সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। মুসলমানদের দাবী ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। মৌলবাদীদের কাছে অসহায়, ভারত সরকার সমস্ত রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর বাতিল করে দিল। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র নভতেজ সরনা আজ সরকারীভাবে ঘোষণা করলো, ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর বাতিল।

৮.৩.২০০৬ হেডলাইন সংবাদ : বারাণসীতে বিস্ফোরণ হত-২০, আহত-২০। কেঁপে উঠল সংকটমোচন মন্দির, স্টেশন। দশাশ্বমেধ ঘাটে উদ্ধার ৪টি বোমা। সন্দেহ লস্করকে। দেশজুড়ে রেড এ্যালার্ট। অসহায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহনের দেশবাসীর কাছে শান্ত ও সংযত থাকার আবেদন।

১১.৭.২০০৬ মুম্বাইয়ে পাক জঙ্গীদের বিস্ফোরণে নিহত ১৫০, আহত ৪ শতাধিক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল বললেন, ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। ১৯৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এক রায়ে রাত্রি ৯টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত মাইক বাজানো নিষিদ্ধ করেন। সেই সময় সুদূর আরব থেকে এর প্রতিবাদ করা হয়। এদেশের মৌলবাদী মুসলমানেরা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যায়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টেও তারা হেরে যায়।

২০.৭.২০০৫ বর্তমান : ভোরের আজানে কোর্টের নির্দেশ মানা অসম্ভব—ইমাম।

কেন অসম্ভব? হজরত মহম্মদ যখন আজান প্রথা শুরু করেন তখন কি মাইক আবিষ্কার হয়েছিল? তাছাড়া মাইকে আজান দেবার জন্য ভারতকে তিন টুকরো করে দু-দুটো পাকিস্তান সৃষ্টি করেছ। আবার এই খণ্ডিত ভারতের সর্বত্র বিকট আওয়াজ করে মাইকে আজান কেন? আর হিন্দুরাই বা শুনবে কেন? কিন্তু কে বলবে সে কথা? বিবেক বর্জিত মেরুদণ্ডহীন মুসলিম তোষণকারী রাজনৈতিক নেতারা? সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অগ্রাহ্য করার সাহস আসে কোথা থেকে। নির্লজ্জভাবে মুসলিম তোষণের ফলে মুসলমানেরা এখন আর আইন আদালত সরকার কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করে না।

১১.১২.২০০৬ বর্তমান (৭ম পাতা) : গাজিয়াবাদে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে জামিয়াত-ই-ইসলামি হিন্দের নেতারা দেশের আইন ব্যবস্থা এবং পুলিশকে

অগ্রাহ্য করে শরিয়ত আইনের সাহায্যে সব সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে।

১০.১২.২০০৭ Times of India (1st Page) : Kashmiri Muslims now under Shariat ambit.

তাহলে কি এবার ভারতের সব মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিও শরিয়তের চৌহদ্দির মধ্যে আসবে?

৪.২.২০০৬ আনন্দবাজার সম্পাদকীয় : "উদ্বেগজনক দাবি" "অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড" স্পষ্ট ভাষায় দাবী করেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সমগ্র দেশে জারী করার ভাবনা এখনই সমুলে পরিহার কর্তব্য। অর্থাৎ সংবিধানের ৪৪ ধারা যেন সংবিধান সংশোধনের দ্বারা উৎপাটিত হয়। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ভারতীয় রাষ্ট্রীকতার একটি প্রাথমিক স্তম্ভ যার দ্বারা প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ও অবস্থান সুরক্ষিত হয়। ভারতের মুসলমানেরা এবার সংবিধানকেও অগ্রাহ্য করতে চাইছে।

১০.৯.২০০৫ বর্তমান, সংবাদ : "সানিয়ার পোশাক নিয়ে আবার ফতোয়া" গত শুক্রবার অল ইন্ডিয়া সুন্নি-উলেমা বোর্ডের পক্ষে মৌলানা হবিবুল, ফতোয়া জারী করে বলেছে, সানিয়াকে শরীর ঢাকা পোশাক পরতে হবে। নারী দেহের কোন অংশ অনাবৃত রাখা ইসলাম বিরোধী।

28.8.2007 Times of India (1st Page) : Time for Fresh look at terror. Strengthen Police, Create Political will. Deaths abound. Trails go cold.

India's track record in Cracking terror cases is pathetic. People died in terrorist violence (Non Naxalite) during 1994-2005—47,371.

In Maoist Violence during 2002-06 — 4666

12.3.1993 Serial blasts Mumbai Dead-257, Injured 1400

14.2.1998 Bomb blasts Coimbatore Dead-58, Injured 200

13.12.2001 Parliament New Delhi Dead-12

14.9.2002 Akshardham Temple, Gandhinagar Dead-34, Injured 81

25.8.2005 Gateway and Zaveri Bazar, Mumbai Dead-53, Injured 161

29.7.2005 Shramajivi Express, Varanasi, Dead-12, Injured 52

29.10.2005 New Delhi Dead 61, Injured 92

11.7.2006 Train Blasts, Mumbai Dead-187, Injured 700

19.2.2007 Samjhauta Express, Panipat Dead-68, Injured 125

18.5.2007 Hyderabad Dead-14, Injured 100

25.8.2007 Hyderabad Dead-42, Injured 54

Politicians more worried about votes than lives. বিস্ফোরণগুলি ঘটিয়েছে—লস্কর-ই-তোইবা, জয়েশ-ই-মহম্মদ, হুজি, সিমি, আল উম্মা গ্রুপ, দাউদ ইব্রাহিম, টাইগার মেমন প্রমুখ।

১৮.৭.২০০৬ আনন্দবাজার (১ম পাতা) : 'ক্ষোভ নিয়ে সনিয়ার দরবারে মুসলিমরা' তাদের দাবী ১১.৭.২০০৬ তারিখে মুম্বাই বিস্ফোরণের জেরে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় কোন মুসলিমকে হেনস্থা করা চলবে না। যাদের ইতিমধ্যে হেনস্থা করা হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষোভ জানাতে এসেছিল মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ সাহাবুদ্দিন, অল ইন্ডিয়া মুসলিম মজলিশ-এ মুশাওয়াৎ এর জেনারেল সেক্রেটারী ইজাজ আহমেদ আসগর, ওরই সদস্য প্রাক্তন আই.এ.এস আকবর জং, অল ইন্ডিয়া মুসলিম ল বোর্ডের হাসিম রসুল ইলিয়াৎ।

মুসলিমরা বিস্ফোরণ ঘটাবে তবু গ্রেপ্তার করা চলবে না। বাঃ কি আব্দার। দেশবিরোধী মুসলিমদের হয়ে যারা ওকালতি করে তারাও দেশবিরোধী। তাদেরই তো আগে গ্রেপ্তার করা দরকার। কিন্তু কে করবে? ...worried about Muslim votes than country.

৮.১.২০০৮ সংবাদ : আগামী ২৬-এ জানুয়ারী থেকে সারাদেশে ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত বিবাহ রেজেস্ট্রী বাধ্যতামূলক হচ্ছে।

১৬.১.২০০৮ বর্তমান (১ম পাতা) : বি.ডি.ও.-দের দিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনে আপত্তি মুসলিম সংগঠনের।

সারা বাংলা মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এন্ড কাজি সোসাইটির সাধারণ-সম্পাদক মহম্মদ মাহাতাবুর রহমান এই দাবি করেন।

১৭.১.২০০৮ আনন্দবাজার (৮ম পাতা) : মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বাড়াতে রাজ্যে (পঃ বঃ) অর্ডিন্যান্স। একমাত্র মুসলিম প্রার্থীদেরই নিয়োগ করা হবে।

মৌলবাদী মুসলিমদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো, সাচ্চা ধর্মনিরপেক্ষ বামফ্রন্ট সরকার। নির্লজ্জ কাপুরুষের মতো, দেশভাগের ৭০ বছর আগেকার ১৮৭৬ সালের একটা মৃত আইনকে মুসলিম তোষণের মাধ্যমে বাঁচিয়ে তোলা হলো।

৭.৪.২০০৮ বর্তমান (৪র্থ পাতা) : "স্বাস্থ্যবীমা" অবৈধ ও ইসলাম বিরোধী—ইসলামিক ফিকাহ এ্যাকাডেমির সিদ্ধান্ত এবং মুসলিমদের ওই বীমা না করতে ফতোয়া দিয়েছে প্রধান কয়েকটি মুসলিম সংগঠন। কারণ শরিয়তে স্বাস্থ্যবীমা—অনুমোদনযোগ্য নয়।

৭.৬.২০০৮ আনন্দবাজার (৪র্থ পাতা) : জয়ন্ত বসুর লেখা থেকে—গত ২০০২ থেকে সম্প্রতি কুলতলিতে পাওয়া পোলিও শিশুটিকে নিয়ে রাজ্যে মোট ৮৪টি পোলিও আক্রান্ত শিশুর সব কজনই মুসলিম পরিবারের। মুসলমানদের ইমাম আর মৌলবিরা ফতোয়া দিয়েছে কোন শিশুকে পোলিও খাওয়াবে না। তাহলে সেই শিশুর প্রজনন শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। মুসলিমদের জীবনের

একমাত্র আদর্শ শুধু প্রজনন, বংশ বৃদ্ধি তথা ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সপক্ষে প্রচার আর বিপক্ষে মৌলবাদী-অপপ্রচার। মাঝখানে পড়ে পোলিও মুক্ত সমাজের বারোটা বাজছে। এরা দেশের আইন মানবে না। সাচ্চা মৌলবাদী-বামফ্রন্টই বা কি করে এদের ভাবাবেগে আঘাত দেয়?

পাকিস্তানী জঙ্গিদের মুম্বাই হামলার পর ৫২ দিন অতিক্রান্ত। ভারতের ছোট বড় সব নেতা গরম গরম বক্তৃতা দিয়েই চলেছেন, আর পাকিস্তানী শাসকবর্গ মিথ্যার বেসাতি করে ক্রমাগত ভারতকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে চলেছে। আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দও এতবড় নৃশংস সন্ত্রাসের পরে পাকিস্তানের নির্লজ্জ মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করে নাই। করবেই না কেন? ভারতের রাজনৈতিক নেতারাই যে ভীষণ মিথ্যাচারী-নির্লজ্জ ক্ষমতালোভী। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন তারা নেবে না। কারণ মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক নষ্ট করে তারা ক্ষমতার মধুভাণ্ড হাতছাড়া করবে না।

ভারতের সংসদে হামলা, কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা, দিল্লীর লালকিল্লায় হামলা, দিল্লী ও মুম্বাইয়ে বারবার হামলা, গুজরাট, বেনারস, বেঙ্গালুরু, জয়পুর, অসম, মন্দির থেকে কোর্ট চত্বর ধারাবাহিক বিস্ফোরণ কিছুতেই সরকারের কোন প্রতিক্রিয়া নাই। প্রতিটি হামলায় ভারতীয় মুসলিমরা জড়িত। অথচ সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশ, কোন মুসলিমকে হয়রানি করা চলবে না। কোন অভিযুক্তের বিচারে ফাঁসির আদেশ হলেও শুধুমাত্র মুসলিম হবার দৌলতে তার ফাঁসিও হবে না।

রাজনৈতিক দলগুলির সীমহীন মুসলিম তোষণ, আর মুসলিম অনুপ্রবেশরোধে অনীহায় ভারতের মুসলিম জনসংখ্যা যেমন দ্রুত বাড়ছে মৌলবাদী মুসলিমরা তত বেপরোয়া হয়ে উঠছে। সরকার বলছে, আমরা মুসলিম ভাবাবেগকে অমর্যাদা করতে পারি না। তাই জামিয়াতের দাবিতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের ভারত সফর বাতিল করতে হয়। মুসলিম মৌলবাদীদের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ করে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ভারত সফরও বাতিল করতে হয়। তসলিমা নাসরিনকে আশ্রয় দিয়েও তাকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিতে হয়। সংসদে "বন্দেমাতরম" প্রত্যাখ্যাত হয় আর কাশ্মীরে শরিয়তি আইন চালু হয়। মৌলবাদী মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সি.পি.এম বলছে, ইরানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কলকাতায় অঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু হিন্দ পশ্চিম বাংলায় সরকারী কাজে উর্দু ব্যবহারের দাবীতে স্মারকলিপি দেয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। মুসলিমদের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা আলাদা বাজেট বরাদ্দ।

গত ১১.১.২০০৯ 'বর্তমান'-এ প্রকাশিত পবিত্র কুমার ঘোষের লেখা থেকে অংশ বিশেষ—ভারত সরকার জানতে পেরেছে, পাকিস্তান তাদের আই.এস.আইকে নিয়োগ করেছে ২০২০ সালের মধ্যে ভারতকে তছনছ করে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলার জন্য। গোটা উত্তর ভারতকে পরিণত করা হবে ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তানে। দক্ষিণ ভারতকে করে তুলতে হবে বিতর্কিত স্থান। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম ও উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ইসলামিক রিপাবলিকের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বৃহৎ আকারে ইসলামিক

রাষ্ট্র গড়া হবে। এই পরিকল্পনা নিয়ে আই.এস.আই এগুচ্ছে। মদত দিচ্ছে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলি।

গতকাল ১৬ জানুয়ারী মিল্লি ইত্তেহাদ পরিষদ ধর্মতলায় সমাবেশ করে গাজায় ইসরাইলি আক্রমণের জন্য দাবি করেছে, ভারত সরকারকে ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাহলে ভারতের বুকে পাকিস্তানের লাগাতার সন্ত্রাসের জন্য কোন মুসলিম তো প্রতিবাদ করা দূরে থাক, সামান্য দুঃখও প্রকাশ করে না কেন? তারা পাকিস্তান প্রেমী। এই পাক প্রেমী মুসলমান আর মৌলবাদী মুসলিম তোষণকারী রাজনৈতিক দলগুলিকে হিন্দুদের পরিত্যাগ করা ছাড়া হিন্দুদের বাঁচার কোন পথ নেই।

সাচার কমিটির রিপোর্ট সর্বাংশে ঠিক নয়

বিচারপতি সাচার তাঁর রিপোর্টে মুসলিম সমাজের আর্থিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। তিনি তার কারণ বিশ্লেষণ করেন নি। করার কথাও নয়। তাঁকে সে কথা বলাও হয়নি।

১৯৪৭, দেশভাগের পর খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা দাঁড়াল ২, ১১,৯৪, ৬১৩ হিন্দু ও অন্যান্য ১.৭৪ কোটি, মুসলিম .৩৮ কোটি, মোট ২.১২ কোটি।

২০০১ সালের আদমসুমারী রিপোর্ট অনুসারে পঃ বঙ্গের জনসংখ্যা ৮১,৭৬০,০০০ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সম্প্রতি জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ২০০৮ সালের ১ মার্চ পঃ বঙ্গের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি। সরকারী হিসাবে জনসংখ্যার ২৫.২% মুসলমান। অর্থাৎ ২.৪৩ কোটি মুসলমান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাটি ২.৫ কোটির অধিক। সরকারী হিসাবে ভারতে যে ৫০টি জেলায় সর্বাধিক মুসলমানের বাস তার মধ্যে ১২ জেলাই পঃবঙ্গে এবং মুর্শিদাবাদ জেলা এক নম্বরে। সেখানকার মুসলিম জনসংখ্যা ৩৭,৩৫,৩৮০।

দেশভাগের পর আবার ১২টি জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা এত বৃদ্ধির কারণ কি? এবং এই বৃদ্ধি রোধ করার প্রয়োজন আছে কি না সরকারের ভাবা উচিত। খণ্ডিত পঃ বাংলার হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ১.৭৪ কোটি, তার সঙ্গে গত ৬১ বছরে শুধু পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশ থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে প্রায় ১.৫ কোটি হিন্দু পশ্চিম বাংলায় এসে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩.২৪ কোটি। এই ৩.২৪ কোটি গত ৬১ বছরে ২ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬.৫০ কোটি। সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র ৩৮ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২.৫০ কোটি। প্রায় সাড়ে ছয় গুণ। যেভাবে প্রতিনিয়ত দেশের অভ্যন্তরে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের হামলার ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে এই অস্বাভাবিক মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে। সরকারের এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন।

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মুসলিমদের জন্য যেভাবে ঢালাও অর্থ বরাদ্দ করছে, তার বদলে বাজেটের সমস্ত অর্থ বরাদ্দ করলেও তাদের আর্থিক সুরাহা হবে বলে মনে হয় না। তেমনি সরকারী কাজে কেবল মাত্র মুসলিমদের নিয়োগ করলেও তাদের বেকারত্ব ঘুচবে

না, যদি না মুসলিম জনস্ফীতি রোধ করা যায়।

তাছাড়া একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধুমাত্র মুসলিমদের ব্যাপকভাবে উন্নয়নের প্রচেষ্টা হলে আমাদের মত হিন্দু, তফসিলি, আদিবাসী প্রভৃতি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকদের কি গতি হবে?

সৈয়দ মহম্মদ বরকতিদের ভারত থেকে চলে যাওয়াই ভাল

গত ৯.৮.২০০৭ তারিখে হায়দ্রাবাদ প্রেস ক্লাবে একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে তালিবানী কায়দায় তসলিমা নাসরিনকে হত্যা করার চেষ্টা করে মজলিশ ইত্তেহাদ উল মুসলিমিন নামে একটি রাজনৈতিক দলের তিন বিধায়ক সহ ৪০ জন্য মৌলবাদী মুসলমান। আক্রমণের পর তিন বিধায়ক আফসার খান, আহমেদ পাশা ও মৌজম খান বলেছে, আমরা আগে মুসলমান, পরে বিধায়ক।

এক সপ্তাহ পরে ১৭.৮.২০০৭ তারিখে টিপুসুলতান মসজিদের ইমাম সৈয়দ মহম্মদ বরকতি পুলিশ আধিকারিকের সামনে তসলিমাকে খুন করার জন্য অঢেল টাকার পুরস্কার ঘোষণা সহ সরকারকে হুশিয়ারী দিলেন, তোমরা যদি নাসরিন ও রুশদিকে এদেশে ঠাঁই দাও তবে এই দেশ থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে তাড়িয়ে দাও।

২১.১১.০৭ তারিখে তসলিমা ইস্যুতে কলকাতায় মুসলিম তাণ্ডব তথা আগামী দিনের আরও একটি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মহড়া হয়ে গেল। সরকারের অসহায় অবস্থা বুঝে ১৮.৩.২০০৮ তারিখে তসলিমা নাসরিন ভারতে তাঁর নিরাপত্তার অভাব বুঝে ফ্রান্সে চলে গেলেন।

সম্প্রতি ২০০৮ এর জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে তসলিমা দিল্লী এসেছেন। জুলাইয়ের ২৫ তারিখে পর পর ৯টি বিস্ফোরণ ঘটানো হলো বেঙ্গালুরুতে। একইদিনে কলকাতায় মাইনরিটি ফোরামের ইদ্রিশ আলি বললেন, তসলিমা এ রাজ্যে ঢুকলে আগুন জ্বলবে। অসহায় রাজ্য সরকার বললো, আমরা চাই না—তসলিমা এ রাজ্যে আসুন।

তবু আগুন জ্বলতেই থাকলো। পরের দিন ২৬-এ জুলাই আমেদাবাদে আবার পর পর ১৭টি বিস্ফোরণ ঘটানো হলো। মৃত্যু হলো ২০ জনের, আহত হলেন শতাধিক। বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করলো ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। বকলমে সিমি (Student Islamic Movement, India)। ভারতের মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে থাকবে না এই দাবীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করে দু-দুটো ইসলামিক রাষ্ট্র তৈরি করলো। তারপর এই খণ্ডিত ভারতে আবার ইসলামিক মুভমেন্ট কেন?

দেশ ভাগ করে মুসলমানদের পাকিস্তান ও বর্তমানে বাংলাদেশ নামে দুটো ইসলামিক রাষ্ট্র তথা নিজস্ব বাসভূমি হলো। সেখানকার হিন্দুদের মেরে মুসলমানেরা এখানে হিন্দুদের সমান অধিকার ভোগ করছে এবং ৬১ বছর ধরে এই খণ্ডিত ভারতে মুসলিম সন্ত্রাসবাদের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে।

সৈয়দ মহম্মদ বরকতি, ইদ্রিশ আলি প্রমুখের কাছে বিনীত নিবেদন, আর আগুন

জ্বালাবেন না। আপনারা দয়া করে আপনাদের নিজস্ব বাসভূমি পাকিস্তানে গিয়ে শান্তিতে বাস করুন। ভারতের হিন্দু-মুসলিম সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকেও শান্তিতে থাকতে দিন। আপনারা ভারত থেকে চলে যান।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলো। ভারত তিনটুকরো হলো। ২টি পাকিস্তান, ইসলামি রাষ্ট্র। খণ্ডিত ভারতে যেসব মুসলমান থেকে গেল, তারা হিন্দুদের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বাস করছে। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্যের মন্ত্রী, স্পীকার, বিচারক, জেলাশাসক বা পুলিশ প্রধান কোন পদেই তাদের নিয়োগে বাধা নাই। তবু বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তাদের নিত্যনতুন চাকরি, দেশভাগ পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার দাবীর কথা মনে করিয়ে দেয়। ভারতে এখন অসংখ্য মুসলিম সংগঠন যাদের মধ্যে অধিকাংশই সন্ত্রাসবাদী এবং ভারত বিরোধী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীও। ভারতের বুকে প্রতিদিন পাকিস্তানী সন্ত্রাস চলছে। কোন মুসলিম নেতা তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে না। কোন মুসলিম সন্ত্রাসবাদীকে ধরা হলে তারা দল বেঁধে তার প্রতিবাদে নেমে পড়ে। মুসলিম ভোট ভিখারী রাজনৈতিক নেতারা ভোটের জন্য মুসলিম মৌলবাদকে পুষ্ট করে চলেছে। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে—নিম্নলিখিত এইসব সংগঠনগুলি কোন মহান উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে।

১) হরকত-উল-জেহাদি ইসলামি (হুজি)
২) ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ
৩) মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড কাজি সোসাইটি
৪) অল ইন্ডিয়া উলেমা এসোসিয়েশন
৫) অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরাম
৬) অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিল
৭) অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ই-সুরা
৮) অল ইন্ডিয়া মুসলিম মজলিশ এ মুশাওয়াৎ
৯) অল ইন্ডিয়া মুসলিম ল বোর্ড
১০) অল ইন্ডিয়া বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি
১১) মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন টাইগার্স অফ অসম (MULTA)
১২) মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড
১৩) ইসলামিক ফিকাহ একাডেমি
১৪) ইসলামিক সিকিউরিটি ফোর্স
১৫) পঃ বঃ কবরস্থান, মসজিদ ও সমাজ কল্যাণ সমিতি
১৬) সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন
১৭) মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশন
১৮) ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশন (ইন্টারন্যাশনাল)
১৯) মজলিশ-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (MIM)

২০) জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (JKLF)
২১) হরকত উল জেহাদ আল ইসলামি
২২) জামাত-ই-মুজাহিদিন (জেম)
২৩) তাহেরিক-ই-এহসান-ই-উম্মত
২৪) তাহেরিক-ই-তালাবা-ই আরাবিয়া
২৫) তাহাফুজ-ই-শাহারি ইসলাম
২৬) ওয়াদাব-ই-ইসলামি
২৭) অঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু হিন্দ
২৮) স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট ইন্ডিয়া (সিমি)
২৯) জামিয়ত-ই-আহলি হাদিস
৩০) জামিয়াত-ই-উলেমা-হিন্দ

দেশবিরোধী মৌলবাদী সংগঠন

৩১) দারুল উলুম দেওবন্দ
৩২) জালিয়া উলেমায়ে হিন্দ
৩৩) মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়ন
৩৪) হরকত উল মুজাহিদিন
৩৫) ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন
৩৬) জামিয়া তুল মুজাহিদিন
৩৭) হিজবুল মুজাহিদিন
৩৮) জামিয়াত-ই-আহেলি হাদিস
৩৯) হিজব উত তাহির
৪০) জয়েশ-ই-মহম্মদ
৪১) লস্কর-ই-জঙ্গভি
৪২) লস্কর-ই-তোইবা
৪৩) আল উম্মা গ্রুপ
৪৪) মিল্লি ইত্তেহাদ পরিষদ
৪৫) তেহরিক এ মুজাহিদিন
৪৬) দি ইসলামিক মুভমেন্ট
৪৭) তেহরিক-ই-তালিবান
৪৮) ইন্ডিয়ান সুফি সমাজ
৪৯) হুরিয়ত কনফারেন্স
৫০) মিল্লি ইত্তেহাদ
৫১) আল হাদিস
৫২) আল কায়েদা

৫৩) আল্লার দল
৫৪) ইনকিলাব গ্রুপ
৫৫) আল আরবি দিল্লী
৫৬) মুসলিম ব্রাদারহুড
৫৭) ইসলামিক স্টেট
৫৮) সিপাহ-এ-সালাবা
৫৯) তালিবান
৬০) ডেকান মুজাহিদিন
৬১) আহেলি হাদিস
৬২) আই.এস.এফ
৬৩) জুম
৬৪) ওয়েস্ট বেঙ্গল এসোসিয়েশন অফ মাইনরিটিজ এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশনস
৬৫) অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ইয়ুথ ফেডারেশন
৬৬) অল ইন্ডিয়া ন্যাশনালিষ্ট ফোরাম
৬৭) তেহরিক-ই-তালিবা ইসলাম
৬৮) স্টুডেন্টস ষ্ট্রাগল কমিটি
৬৯) জম্মু কাশ্মীর ইসলামিক ফ্রন্ট—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এছাড়া জামা মসজিদ, নাখোদা, টিপুসুলতান, থেকে অসংখ্য মসজিদ, জামিয়া মিলিয়া, আলিগড় থেকে বুদ্ধবাবুর অবদান তালিবান উৎপাদনের জন্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আর সারাদেশ জুড়ে হাজার হাজার মাদ্রাসার ছাত্রদেরই তো বলা হয় তালিবান। উইনস্টন চার্চিলের ভাষায় Rascals, Rogues and Free booters-দের হাতে পড়ে দেশ ধ্বংসের পথে।

দেশভাগের পর খণ্ডিত অংশের প্রধানমন্ত্রী যদি বলেন, দেশের সম্পদের উপর মুসলমানদেরই অগ্রাধিকার তাহলে হিন্দুরা কোথায় যাবে?

প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই অসাম্প্রদায়িক হিন্দু জাতিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসুন।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর ভারতের মুসলিমরা সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে বাস করুন। কোন বিশেষ অধিকার চাইবার তাদের নৈতিক অধিকার নেই। দেওয়া হবে না। যারা এর পক্ষে তারা হিন্দু বিরোধী দেশদ্রোহী। সকলের জন্য এই আইন চালু করা হোক। শিক্ষায় সকলের অধিকার, তবে জাতীয়তাবাদী শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা সহ যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশ বিরোধী কাজের প্রমাণ পাওয়া যাবে সেইসব প্রতিষ্ঠানকে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হবে। উপরে উল্লিখিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি নিষিদ্ধ করতে হবে। সন্ত্রাস বিরোধী আইন কঠোর করে, যে কোন মূল্যে ভারত থেকে ইসলামিক সন্ত্রাস সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে। বহু বিবাহ বন্ধ এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। অনুপ্রবেশ বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অনুপ্রবেশকারী

মুসলিমদের চিহ্নিতকরণ করে তাদের রেশন কার্ড ও ভোটার আইডেনটিটি কার্ড কেড়ে নিতে হবে। অনুপ্রবেশের সহায়তাকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেবার আইন পাশ করতে হবে।

নাগরিকত্ববিহীন অনুপ্রবেশকারীদের সরকারি বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা চলবে না। আজানে মাইকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

সনাতন হিন্দু ধর্মের যুগপুরুষ রামকৃষ্ণ, প্রণবানন্দ, ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র, বালক ব্রহ্মচারী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, প্রভু জগদবন্ধু সুন্দর প্রমুখ এবং হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের অনুগামীদের নিকট আবেদন, এই সব যুগপুরুষদের অনেকের আবির্ভাব হয়েছিল সাবেক পূর্ববঙ্গে। দেশ ভাগের পর আর সেখানে তাঁদের অনুগামীদের আর কোন জায়গা নেই। স্বামী প্রণবানন্দের জন্ম ভিটা বাজিতপুরে ভারত সেবাশ্রম সংঘের একটি শাখা থেকে আর্তমানুষের সেবা করা হতো। বাংলাদেশের মৌলবাদী মুসলিমরা সেটিও ধ্বংস করে দিয়েছিল। আবার দেশভাগের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। মদত দিচ্ছে ক্ষমতালোভী মুসলিম তোষণকারী নেতারা। তাদের বর্জন করে প্রকৃত দেশপ্রেমিক, হিন্দুস্বার্থ রক্ষাকারী নেতাদের সমর্থন করুন। হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক নয়। তারা সবাইকে নিয়ে থাকতে চায়, সকলের মঙ্গল কামনা করে। তাই ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে বলে, "জগৎ হিতায় শ্রী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ-প্রশাসন আর সদ্বংশজাত মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই

ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট, সুপ্রিম কোর্ট এবং দেশের জাতীয় বিবেক ও মনুষ্যত্ব শুনে রাখুন : ২০০৮-এর ৬ নভেম্বর লালগড় থানার ও.সি. সন্দীপ সিংহ রায়, কাঁটাপাহাড়ি, হাই স্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টার ক্ষমানন্দ মাহাত এবং ওই স্কুলের ক্লাশ নাইন-টেনের কয়েকজন ছাত্রকে ধরে থানায় নিয়ে যান। তারপর ও.সি. সন্দীপ সিংহরায় ক্ষমানন্দবাবুকে তাঁরই ছাত্রদের সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে বলে "দেখি, শালা তুই হিন্দু, না মুসলমান।"

লালগড় থানার ও.সি. ২ নভেম্বর (২০০৮) মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের পিছনে বিস্ফোরণের ঘটনার জেরে তদন্ত করতে এসে যেভাবে অত্যাচার চালিয়েছে, তা দেখে আর ডি মিনা স্তম্ভিত হন। তিনি সরকারকে যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে তিনি ও.সি. সন্দীপ সিংহরায়ের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার সুপারিশ করেছিলেন। মিনা সাহেব পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপারের ভূমিকা সম্পর্কেও বিরূপ কথা বলেছেন তাঁর রিপোর্টে।

"পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী কমিটির" লোকেরা এই অফিসারের কাছে অনেকগুলি দীর্ঘ মেয়াদি দাবির সঙ্গে এই দাবিটিও রেখেছিলেন যে, জেলার পুলিশ সুপারকে আদিবাসী মেয়েদের বেইজ্জত করার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। এই ক্ষমা চাওয়ার দাবিটি পূরণ হলেই কমিটি পুলিশ বয়কট তুলে নেবে বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল।

কিন্তু, 'ক্ষমা চাওয়া?' এ কখনও হতে পারে? রাজ্যের সি.পি.আই (এম) নেতৃত্ব, মুখ্যমন্ত্রী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহ রাইটার্স বিল্ডিংসের পুলিশ কর্তারা সবাই একবাক্যে বললেন, "পুলিশের এস.পি. ক্ষমা চাইবেন? এ কখনই হতে পারে না। এমন নজির তৈরি হতে দেব না।"

কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংসের স্মৃতি এত দুর্বল কেন? ১৯৭৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার একটি দিন। 'কঠিন' প্রশ্নপত্র নিয়ে বহু পরীক্ষা কেন্দ্র উত্তাল। হাওড়া শহরে একটি গার্লস স্কুলে মেয়েদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা ভণ্ডুল করার জন্য একদল ছাত্র ও দুষ্কৃতী হোম গার্ড়দের ধাক্কা মেরে সরিয়ে পরীক্ষার হলে ঢুকে পড়ল। মেয়েদের হাত থেকে খাতা ছিনিয়ে নিল। কয়েকটি মেয়ে বাধা দিলে ওই দুষ্কৃতীরা তাদের গায়ের জামা ছিঁড়ে দিয়ে শ্লীলতাহানি করল। পুলিশ এল। খবর পেয়ে ছাত্রীদের মা-বাবারা ছুটে এলেন। তাঁরা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ জানাতে লাগলেন এই বলে যে, কেন মেয়েদের পরীক্ষা কেন্দ্রে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা রাখা হয়নি? মেয়েদের শ্লীলতাহানির জবাব কে দেবে?

পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে দারুণ উত্তেজনা। খবর পেয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লীনা চক্রবর্তী পরীক্ষা কেন্দ্রে ছুটে এলেন। উত্তেজিত অভিভাবকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমার মেয়েদের সম্মান রক্ষা করতে পারিনি বলে আমি ক্ষমা চাইছি।" লাঞ্ছিত মেয়েদের গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা আমারই মেয়ে। এ বেদনা আমারও।"

মুহূর্তে উত্তেজনা মিলিয়ে গিয়েছিল। রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক

মিত্র খবর পেয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লীনা চক্রবর্তীকে ফোনে ধন্যবাদ দিলেন তাঁর ওই অনুভূতি ও মমত্ববোধের জন্য।

এর চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক ঘটনা শুনুন। স্থান কৃষ্ণনগর। সময় : ৫ মার্চ, ১৯৬৬। খাদ্য আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের অভাবনীয় অভ্যুত্থান।

জজ কোর্টের রাস্তা। রাস্তার উপর এক দিকে কয়েকশো লোকের মিছিল। মিছিলকারীদের হাতে ইট, পাথর, অ্যাসিড বাল্ব, পেট্রল বোম ও কেরোসিন বোমা। মিছিলের মুখোমুখি রাস্তার উপর 'ফল ইন পজিশনে' ২৫/৩০ জন পুলিশ রাইফেলের ট্রিগারে হাত রেখে কেবল এস.ডি.ও. আশিস পাইনের নির্দেশের অপেক্ষায়। দু'পক্ষের মধ্যে দূরত্ব মাত্র পাঁচ থেকে সাত গজ।

এস. ডি. ও. যিনি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী, তিনি একবার আন্দোলনকারীদের দিকে চেয়ে দেখলেন। বুঝে গেলেন, গুলি চালানোর নির্দেশ দিলে কম করেও শ'খানেক লোকের প্রাণহানি ঘটবে। জনতার আগ্রাসনে অনেক পুলিশও মারা যাবে। এস.ডি.ও সাহেব পুলিশদের পাশ কাটিয়ে ফাঁকা স্থানটিতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একেবারে করজোড়ে বললেন, "আমি মিছিল আটকাবো না। আমি পুলিশ তুলে নেব, কথা দিচ্ছি। আপনারা বলুন, আপনারা পিছন দিক থেকে পুলিশকে মারবেন না।"

আন্দোলনকারীরা কথা দিয়েছিল। প্রশাসন ও আন্দোলনকারী উভয় পক্ষই কথা রেখেছিলেন।

এ সব প্রশাসনের অনুভূতির প্রশ্ন। কারণ, প্রশাসন দেশের মানুষের জন্য, দেশের মানুষকে নিয়ে। যে কোনও মুখ্যমন্ত্রীর আত্মম্ভরিতা, দম্ভ, নিষ্ঠুরতা ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রশাসনে পরিব্যাপ্ত হবেই। ফলে, শত শত লালগড় জন্ম নেবে।

আমরা যারা ১৯৬৭ সালের মার্চ মাস থেকে তরাইয়ের প্রান্তরে নকশালবাড়ি আন্দোলনের জন্ম দেখেছি, সেখানেও তখনকার উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান রিপোর্ট করেছি, আমরা যারা ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে 'আরবান গেরিলা' অভ্যুত্থান দেখেছি, 'ইনসারজেন্সি' ও 'কাউন্টার ইনসারজেন্সি'-র ভয়াবহ দিনগুলি দেখেছি, তাদের কাছে লালগড়ের মাওবাদীদের গুরুত্ব কতখানি?

সে সময়কার মহাশক্তিশালী চীন। তরাইয়ের নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানকে প্রতিনিয়ত 'স্প্রিং থান্ডার' আখ্যা দিয়ে প্রচার করেছে। কিন্তু, কখনই কোনও অবস্থাতেই ওই সময়কার পুলিশ সুপার অরুণ প্রসাদ মুখার্জির বাহিনীর বিরুদ্ধে মেয়েদের বেইজ্জত করার অভিযোগ ওঠেনি। লাথি মেরে ভাতের থালা ফেলে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেনি।

তরাইয়ের বৃষ্টি যাদের গায়ে লাগেনি, তারা বুঝতে পারবে না কী ভয়ঙ্কর সেই বৃষ্টি। তারই মধ্যে পুলিশি অভিযানকালে কোন গ্রামে চারু মজুমদার-কানু সান্যালরা দুপুরের ভাত খাচ্ছেন খবর পেয়ে পুলিশের সঙ্গে আমরাও প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অপেক্ষা করছি

যতক্ষণ না ওঁদের খাওয়া শেষ হয়। ওই অভিযানে অরুণ মুখার্জির সঙ্গে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের মাত্র দু'জন সিনিয়র অফিসার।

১৯৫৩ সালের ২২ জুলাই ট্রাম ভাড়া আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলকাতা পুলিশ মনুমেন্টের নীচে কর্তব্যরত সাংবাদিকদের বেদম প্রহার করেছিল। তার প্রতিবাদে বাংলা সাংবাদিকতার প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার পুলিশকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন "ইহারা জননীর জঠরের লজ্জা" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ জুলাই ১৯৫৩)।

পুলিশ মন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু, তাঁর পুলিশ বাহিনীর ডি.জি. এবং লালগড় থানার ওসিকে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার উল্লিখিত ওই বিশেষণগুলি উপহার দিলাম।

ঋণ স্বীকার :
বিশেষ নিবন্ধ
সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

হত্যার ফতোয়া

কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সৈয়দ মহম্মদ বরকতি বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। প্রায় একবছরের মাথায় তিনি দ্বিতীয়বারের মতো হুমকি দিয়ে ফতোয়া জারি করেছেন। শুধু বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধেই নয়, ভারত সরকারের বিরুদ্ধেও। সঙ্গে সরকারকে দিয়েছেন এক প্রচণ্ড হুমকি। কী সাহস ও স্পর্ধা ওই মহামান্য মুসলিম ধর্মগুরু ইমাম সাহেবের। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় যা কিনা প্রগতিশীল মার্কসবাদীদের খাসতালুকে প্রকাশ্যে তসলিমাকে একমাসের সময় দিয়েছেন ভারত ছেড়ে চলে যেতে। এই সময়সীমার মধ্যে এই লেখিকা যদি দেশ না ছাড়েন তাহলে তাঁকে নাকি খুন করা হবে। যে খুন করবে তাকে দেওয়া হবে অঢেল টাকা। আর এই খুনের সব দায়দায়িত্ব বর্তাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল, এই ফতোয়া শুক্রবারের জুমা নামাজের পরপরেই দেওয়া হয়। কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার কয়েকশো নামাজি ও পুলিশের সামনে। প্রসিদ্ধ ডাচ চিত্রকর ভিনসেন্ট ভ্যানগগের বংশধর থিও ভ্যানগগকে ইসলামি মৌলবাদীরা ২০০৪ সালে আমস্টারডামে নৃশংসভাবে খুন করে। থিও-র 'দোষ' ছিল তিনি এক প্রামাণ্য ছবি তৈরি করেন যা নাকি 'মুসলিম ভাবাবেগকে আঘাত করে'। সেজন্য তাঁকে মরক্কো দেশের এক যুবক আটবার গুলি করে হত্যা করে এবং ছুরি দিয়ে তার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে তাঁর শিরশ্ছেদ করে। ইমাম বরকতি কি থিও-র পুনরাবৃত্তি কলকাতায় ঘটাতে চান।

মুসলমানরা ভোটে সংরক্ষণ চান

লোকসভা ও বিধানসভায় মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের দাবি উঠেছে। এ দাবি নতুন নয়। এর আগেও বহুবার এমন দাবি তোলা হয়েছে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে তা ধোপে টেকেনি।

শনিবার নয়াদিল্লিতে মুসলিম সংসদ সদস্যদের একটি বৈঠক আয়োজিত হয়েছিল। প্রাক্তন সংসদ সৈয়দ সাহাবুদ্দিন ছিলেন এই বৈঠকের আয়োজক। বৈঠকে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, ন্যাশনাল কনফারেন্স ইত্যাদি দলগুলির অন্তত ১০ জন সাংসদ হাজির ছিলেন। দেশের আইনসভাগুলিতে মুসলমানদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব না থাকায় তাঁরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সাহাবুদ্দিন ছাড়াও প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব জাফর সইফুল্লা, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য সৈয়দ হামিদ ও সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভি খালিদও ছিলেন এই সম্মেলনের যুগ্ম আহ্বায়ক। লোকসভা ও রাজ্যসভার সব মুসলিম সাংসদকেই এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। তবে সকলে যোগ দেননি।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত রাজনীতিকের উচিৎ ভোটে ধর্মীয় সংরক্ষণের বিরোধিতা করা। দেশভাগের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তাকে হাতেকলমে প্রয়োগ করার সর্বাঙ্গীন চেষ্টা করাই উচিত। সংরক্ষণ, কোটা ইত্যাদি যত দূরে থাকে, ততই গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গল।

মুসলিম এলাকায় 'মুসলিম' ডাক্তার, পুলিশ নেই কেন? মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন কেন্দ্রের

মুসলিমদের স্বার্থরক্ষায় ৩২ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে রাজ্যকে জেরবার করে তুলছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। মুসলিম উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করে কেন্দ্রীয় সরকার যেসব প্রশ্ন পাঠাচ্ছে সরকার অধিকাংশেরই সদুত্তর দিতে পারছে না। সাচার কমিটির রিপোর্টকে সামনে রেখে গত দু'বছর ধরে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে কেন্দ্র যেসব প্রস্তাব দিয়েছিল, তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেমনভাবে প্রয়োগ করেছেন, তাও জানতে চাইছে দিল্লী। আর তাতেই চরম অস্বস্তিতে পড়েছে রাইটার্সের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর। কারণ, সংখ্যালঘু উন্নয়নের 'গুরু' দায়িত্ব নিজের কাঁধেই রেখেছেন তিনি।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর অধীন কেন্দ্রীয় পার্সোনেল, ট্রেনিং অ্যান্ড পাবলিক গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল মন্ত্রক থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে এমনই কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব চাওয়া হয়েছে। দিল্লী গত বছরই বলেছিল, পশ্চিমবঙ্গের ১২টি জেলা মুসলিম অধ্যুষিত। যে সব জেলায় অন্তত ২৫ শতাংশ মুসলিম বসবাস করে, সেই সব জেলাকে মুসলিম অধ্যুষিত বলে ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। এই জেলাগুলির যে সব এলাকায় মুসলিমদের

সংখ্যা যথেষ্ট, সেখানে স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, সরকারি হাসপাতাল, থানা, পুলিশ, ফাঁড়ি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল-কলেজে মুসলিমদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পোস্টিং দিতে হবে। অর্থাৎ মুসলিম এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মুসলিম ডাক্তার, স্কুল-কলেজে মুসলিম শিক্ষক এবং থানাতে মুসলিম পুলিশ অফিসারদের পোস্টিং করতে হবে। কেন্দ্রের বিবেচনায় এতে নাকি মানুষের সমস্যা বুঝতে সুবিধা হবে। কিন্তু গত এক বছরে রাজ্য সরকার এনিয়ে কোনও সিদ্ধান্তই নেয়নি।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর কেন্দ্রের এই সম্পর্কিত নির্দেশটি মুখ্যমন্ত্রীর অধীন স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল। দপ্তরের অফিসাররা দিল্লীর এই প্রস্তাবকে বাস্তবসম্মত মনে করেননি। তাঁরা নোট দেন, এভাবে ধর্মের ভিত্তিতে সরকারি কর্মী নিয়োগ করা সমীচিন হবে না। এমন করা হলে হিন্দুপ্রধান, এলাকায় যদি কেবলমাত্র হিন্দু অফিসার, ডাক্তার, শিক্ষকই কাজের দাবি জানায়, তাহলে পরিস্থিতি সামলানো যাবে না। তার চেয়ে বরং যা চলছে সেটাই চলুক। স্বরাষ্ট্র দপ্তর এর পর ওই নির্দেশ আর কার্যকর করেনি।

এক বছরের মাথায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে রাজ্যের কাছে প্রশ্ন পাঠিয়ে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম এলাকায় স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, থানায় কতজন মুসলিম অফিসার, শিক্ষক ও ডাক্তারকে নিয়োগ করা হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে জানানো হোক। দিল্লী জেলাওয়ারি রিপোর্ট চেয়ে বসায় বেজায় অস্বস্তিতে রাজ্য। রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সাত্তার এ প্রসঙ্গে বলেন, কেন্দ্রের চিঠিটি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে এসেছে নিশ্চয়। আমি এনিয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করব না। সরকার যথাযথ সিদ্ধান্ত নিয়ে দিল্লীকে জানাবে। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের অফিসাররা বলছেন, কেন্দ্রের এই নির্দেশিকার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। শিক্ষক, পুলিশ কর্মী এবং ডাক্তারদের মধ্যে বাস্তবিকই মুসলিমদের উপস্থিতি নগণ্য। মুসলিম এলাকায় এঁদের পোস্টিং করতে বলার উদ্দেশ্য আসলে দেখে নেওয়া, সত্যিই রাজ্যে এমন স্তরের সরকারি মুসলিম অফিসার ক'জন আছেন। না থাকলে অন্তত কেন্দ্রের নির্দেশকে ঢাল করে মুসলিম শিক্ষক, পুলিশ অফিসার নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু রাজ্য এবারও এনিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করবে না বলেই সরকারি সূত্রে জানা যাচ্ছে।

(*বর্তমান* : ২২.৭.২০০৯)

পাকিস্তানি চরদের বেকসুর খালাস

দেশের ভেতর পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্সির (আই.এস.আই.) হানাদারি ক্রমশ বাড়ছে। আই এস আইয়ের জাল যে কত গভীরে বিস্তৃত হয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে সদ্য লখনউতে। গত ২৩ নভেম্বর লখনউয়ের ইসলামিক কলেজ থেকে আবুবকর নামে একজন বিদেশি নাগরিক ও তার জনাকয়েক ভারতীয় সাগরেদকে গোয়েন্দা বিভাগ (আই বি) গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানি আই এস আইয়ের হয়ে চরবৃত্তি করা অভিযোগে। সঙ্গে সঙ্গে এ কাজের জন্য রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল ওঠে। বুঝি বা লখনউয়ের ঐ ইসলামিক কলেজে 'রেইড' করে কিছু আই এস আই এজেন্টকে আই বি গ্রেপ্তার করায় দেশটা রসাতলে গেল। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব তৎক্ষণাৎ লখনউয়ের ঐ এলাকার এস.পি-কে বদলি করেন, স্থানীয় থানার দুই ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ড করেন, কারণ ঐ পুলিশ অফিসাররা রাজনৈতিক নেতৃত্বকে না জানিয়েই আই বি-কে 'রেইড' করার কাজে সহায়তা করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজেশ পাইলট আই বি-র এই কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মজার এই নাটক এখানেই থেমে থাকে না। ক্যাবিনেট সচিব সুরেন্দ্র সিং উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডেকে সমগ্র ঘটনাটির পর্যালোচনা করতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী পি.ভি. নরসিমা রাও-য়ের দরবার পর্যন্ত জল গড়ায়। লখনউয়ের ঐ ইসলামিক আরবিক শিক্ষার কলেজ দার-উল-উলুম-নাদগুয়াতুল উলেমা বা নাদওয়া কলেজের রেক্টর আলি মিঞার কাছে আই বি-এর 'গর্হিত' কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হয়ে ক্ষমা চাইতে যান কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সিকে জাফর শরিফ। ক্ষমা চান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবও। এবং দুজনেই দোষী অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আলি মিঞাকে আশ্বাস দেন। এরপর তো যে কথা সেই কাজ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আই বি-র দুজন অফিসারকে সাসপেন্ড করেছে, যে দু'জন অফিসার লখনউতে এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ৩০ নভেম্বর রাতে এই প্রতিবেদন পেশ করার সময় খবর পাওয়া গেল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিশেষ সচিব ভি. কে. জৈনকে লখনউয়ের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস.বি.চবন।

তোবা তোবা। এই হল আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরিত্র, দেশপ্রেম। দেশ ও জাতির সঙ্গে এতবড় ভণ্ডামি, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করার এক চরম দুঃসাহস দেখালেন নরসিমা রাও, এস.বি.চবন, মুলায়ম সিং যাদব, সি.কে. জাফর শরিফ, রাজেশ পাইলটরা। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ দেখতে গিয়ে আজ মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের যূপকাষ্ঠে বলি হলেন আই বি-এর দুই গোয়েন্দা অফিসার, উত্তরপ্রদেশের পুলিশের একজন এস.পি. এবং দুই ইন্সপেক্টর। উলটে আই এস আইয়ের ঐ ধৃত চরেরা বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

এই হল আমাদের আসলি গণতন্ত্র। একজন টি এন শেষন তো কোন ছার, স্বয়ং ঈশ্বর এলেও এই গণতন্ত্রকে অন্য চেহারা দিতে পারবেন না। পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দাবাহিনী আই এস আইয়ের হাতে জাতীয় নিরাপত্তা যে আগামী দিনে আরও বেশি বেশি করে বিপন্ন হবে, লখনউয়ের এই ঘটনায় যে আই এস আই ও তার চরেরা আরও বেশি উৎসাহিত হবে, মদত পাবে এবং নরসিমা রাও, মুলায়ম সিং যাদবের দল মহান ও বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করে যাবেন চোখ কান বুজে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দেশ চুলোয় যাক। মানুষের চামড়া গায়ে থাকলে ভারতে রাজনীতিক যে হওয়া যায় না, সে কথা নরসিমা রাওদের এই কাজই প্রমাণ করে দেয়। লখনউয়ের এই ঘটনায় শাসক রাজনীতিকদের আচরণ ও সিদ্ধান্তের নিন্দা করার জন্য বোধহয় আজ আর কোন সভ্য ভাষাই যোগ্য নয়। সমগ্র দেশজুড়ে আজ এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

গত ২৩ নভেম্বর লখনউয়ের ঐ নাদওয়া কলেজ থেকে ঐ কলেজেরই ছাত্র হিসাবে গায়নার নাগরিক আবু বকরকে আই বি গ্রেপ্তার করে। এই বিদেশি নাগরিক আট বছর ধরে ঐ কলেজের ছাত্র ছিল। এই আট বছর ধরেই ঐ কলেজ ক্যাম্পাস থেকে সে আই এস আইয়ের হয়ে চরবৃত্তি চালিয়েছে। গত ১৯৯৩-এর ৬ ডিসেম্বর দেশব্যাপী বিভিন্ন রাজধানী এক্সপ্রেসে বোমা বিস্ফোরণের মূল নায়ক ছিল এই আবু বকর। তার দোসর হয়েছিল রায়বেরিলির একটি ইসলামিক কলেজের শিক্ষক খুরশিদ আহমেদ। এ হেন আবু বকরকে গ্রেপ্তার করেই আই বি এদেশের শাসকদের চোখে এক গর্হিত অপরাধ করে ফেললে, যার জন্য এ তদন্ত, ক্ষমাপ্রার্থনা অর সাসপেনশন। অথচ লখনউয়ের মতো দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আই এস আই এভাবে মৌরসিপাট্টা গাড়ল—সেটা দেশের শাসকদের উর্বর মস্তিষ্কে একটুও সাড়া জাগাতে পারল না।

এরপর এ দেশটাকে আর গণতন্ত্র নামক মহার্ঘ্য সোনার পাথরবাটিটাকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃপা প্রার্থনা করা ছাড়া আমাদের আমজনতার আর কী-ই বা করণীয় থাকতে পারে?

সৌজন্যে : রাজধানীর চিঠি
অতনু ভট্টাচার্য
সাপ্তাহিক বর্তমান, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৪

গত ৩০.৮.২০০৮ তারিখে 'সুরমা চৌধুরী স্মৃতি আন্তর্জাতিক পুরস্কার' দেওয়া হলো। আর্থিক মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা। কয়েক দফায় সমস্ত সংবাদপত্রে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপনের ব্যয় কয়েক লক্ষ টাকা। ব্যক্তি সুরমা চৌধুরী বা আই.আই.পি.এম সম্পর্কে আমার ধারণা নাই। বিজ্ঞাপনের একটি লাইন "Her love for the literature and journalists committed to human beings of all religion." যদি তাই হয় তবে শুধুমাত্র বাংলার মুসলমান সমাজের আনন্দ বেদনাকে বিবেচ্য করা হলো কেন?

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ ভাগ, ইসলামিক রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম হলো।

বিগত ৬০ বছর ধরে ধারাবাহিক খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং লুণ্ঠনের শিকার হয়ে দেড়কোটি বাঙালি হিন্দু সর্বস্বান্ত হয়ে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হলো। তাদের দুঃখ, বেদনা, হাহাকার নিয়ে কত মহাকাব্য রচিত হতে পারতো। বিকৃত বুদ্ধি সাহিত্যিকরা ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের কৃপাবারির আশায় সে সাহিত্য রচনা করে নাই। কারণ মুসলমানেরা হিন্দুর উপর অত্যাচার করছে, এসব কথা ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতে লেখা যায় না। তাই লক্ষ লক্ষ হিন্দুর সাতপুরুষের ভিটে মাটি ত্যাগ চোখের সামনে স্বজন নিগ্রহ এবং হত্যা আর এপারে এসে সামান্য একটু মাথা গোঁজার জায়গার জন্য কোন পতিত জমিতে খুঁটো পুঁততে গিয়ে বারবার পুলিশের লাঠি পেটা হওয়া, পেটের অসহ্য জ্বালা, দেহ বিক্রি করার মতো দুঃখ, বেদনা, হাহাকার এবং করুণ আর্তনাদের কাহিনী অলিখিত রয়ে গেল।

ওপার বাংলার মুসলমানেরা হিন্দু নারী এবং হিন্দু সম্পত্তি লুণ্ঠনের পৈশাচিক উল্লাসে বাঙালী মুসলমান থেকে মৌলবাদী মুসলমানে পরিণত হলো। তাদের দুঃখের অবকাশ কোথায়?

এপার বাংলা—খণ্ডিত পঃ বঙ্গে যে ৩৮ লক্ষ মুসলমান বহাল তবিয়তে থেকে গেল বিগত ৬০ বছরে তারা ২.৫ কোটিতে পৌঁছে গিয়েছে।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে মুসলিম ভোটের জন্য লাগামছাড়া মুসলিম তোষণ চালাচ্ছে। এই খণ্ডিত বঙ্গে মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। মাদ্রাসার ছড়াছড়ি। মাদ্রাসায় উর্দুশিক্ষা বাধ্যতামূলক, বাংলা ভাষা—ব্রাত্য। কোন মুসলমান আর বাংলা পড়বে না। বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজন কি? মাদ্রাসার ছাত্রদের বলা হয় তালিবান। কয়েক বছরের মধ্যে এই খণ্ডিত বঙ্গে হাজার হাজার তালিবান দাপিয়ে বেড়াবে। সেই আনন্দে এখানকার মুসলমানেরা খোশ মেজাজে। তবু তাদের দুঃখ বেদনাই বিবেচ্য। সর্বস্ব হারানো হিন্দু সমাজ ব্রাত্য।

সন্দেহ হয়। ডালমে কুছ কালা হ্যায়। আই.এস.আই, তালিবান, পেট্রোডলার, নার্কো ডলার এসবের মাহাত্ম্য নয়তো?

মুসলিমদের মন পেতে আরও সরকারি চাকরি দেওয়ার উদ্যোগ রাজ্যের

ভোট ব্যাংক রাজনীতিতে সি পি এমকে টেক্কা কংগ্রেসের?

চাকরিতে মুসলিমদের ন্যায্য ভাগ দিতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

মুসলিম উন্নয়নে কী ব্যবস্থা চাই, যোজনা কমিশনকে নোট তৈরির নির্দেশ

সি পি এম মুসলিমদের সংরক্ষণের সুবিধা পাইয়ে দিতে মরিয়া

জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠক

আসন্ন ভোটের দিকে তাকিয়ে মুসলিমদের উন্নয়নে বিশেষ জোর মনমোহন, বুদ্ধদেবের

মুসলিম-সম্মেলনে প্রশ্নে জর্জরিত মুখ্যমন্ত্রী



সি পি এমের দাবি

চাকরি ও ব্যাংক ঋণে পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে মুসলিমদের

দলিত মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ চাই, দাবি বৃন্দা-লালুর

জম্মুতে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্ত হচ্ছে: আদবানি

মুম্বইতেই গান গাইতে চায়.... খবর পাঁচের পৃষ্ঠায়

ভারতীয় ক্রিকেটারদের প্রাণনাশের হুমকিতেই প্রমাণ

বাংলাদেশে কট্টর মুসলিম জঙ্গিদের দৌরাত্ম্য মারাত্মক বেড়ে গিয়েছে

৭.১২.০৪ বর্তমান

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে

রাজ্য-৩০ হাজার মুসলিম যুবক-যুবতীকে ঋণ পাইয়ে দিতে উদ্যোগী

স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসাগুলিকেও রাজ্য এবার আর্থিক সাহায্য দেবে

১৫.৬.০৪

বি এস এফের ডি জি জানালেন, পাসপোর্ট নিয়ে

২৬.৪.০৪

বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে ঢোকা ১৭ লক্ষ বাংলাদেশি আর দেশে ফিরে যায়নি

অভিযোগ: সংখ্যালঘু ভোটের দিকে তাকিয়েই সিদ্ধান্ত

১২.৪.০৪

রাজ্যে মাদ্রাসাগুলির উন্নয়নে ৭৬ কোটি টাকা, ছাত্রছাত্রীদের দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্কলারশিপ

৭.২.০৪

মুসলিমদের উন্নয়নে বিশেষ অ্যাকশন প্ল্যানের প্রস্তাব বুদ্ধদেবের

পেট্রপণ্যের দামবৃদ্ধি নিয়ে সিদ্ধান্ত পিছল

বিশ্ব নেতাদের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি রাজদূতদের

বুদ্ধমূর্তিতে রকেট, কামানের গোলা ছোড়া শুরু করল তালিবান, মজুদ বিস্ফোরকও

বামফ্রন্ট সরকার মনে করে, বেদ সাম্প্রদায়িক

বাংলাদেশের ব্যাপারে সতর্ক হন ভারতের নেতারা

১২-৮-০৫

মুম্বই বিস্ফোরণে সিমি-কে রেহাই দিতে চাইছে কেন্দ্র

16-7

...বিরোধিতার কারণ ...দেশের অর্থাগম না হয় হোক, ...উপকার যেন না হয়। এ

...গতি বুঝে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন ...মন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবও। সিমি নিয়ে ...খোলার আগেই মুলায়ম মন্তব্য

23-7-06

নিষিদ্ধ করার দাবি খারিজ করল জামাত-দাওয়া

জিইয়ে তোলা হল ২৫ বছর আগের সার্কুলার

রাজ্যের সব সরকারি দপ্তরে উর্দু টাইপিস্ট নিতে নির্দেশ

বর্তমান (২)

২২ বর্ষ ২২১ সংখ্যা সোমবার ১ শ্রাবণ ১৪১৩

ইসলামিক ব্যাংক গঠনের প্রকল্প ফের ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাঙবে: বি জে পি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি: মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতির নামে কেন্দ্রীয় সরকারের ইসলামিক ব্যাংক গঠনের অভিনব প্রকল্প দেশকে ফের ...

অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণির জন্য সুযোগ চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা ... জন্য রাজ্য সরকার ... করে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন। এবার তিনি মুসলিমদের জন্য ... কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এছাড়া ... সরকারি চাকরি ... চালু করার জন্য সওয়াল করতে ... প্রার্থীদের সঙ্গেও যোগাযোগ ...

সিমি-কে বাঁচাতে সরকার ও নেতারা এমন তৎপর কেন?

...বা তদন্তের মোড় ...রিয়ে নিতে চাইছে। বামফ্রন্ট সরকারের মোটামুটি একই ...জুলাই পশ্চিমবঙ্গের ...বলেছিলেন, যেখানে ...রা জড়িত, সেখানে ...টা ভূমিকা থাকতে ...র দিন মুখ্যমন্ত্রী ...র্য বলেছেন, "সিমি ...ষিদ্ধ সংগঠন। তাকে ...ই করার কী আছে? ...সংস্থাগুলি সিমি-র ...র প্রমাণ পায়নি।"

লক্ষ্য পঞ্চায়েত ভোট

সরকার পোষিত মাদ্রাসা এখন থেকে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: পঞ্চায়েত ভোটের কথা মাথায় রেখে ...

সংখ্যালঘুদের জন্য রাজ্যের ১৩টি বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে চলেছে

বর্তমান ১৯-৯-০৬

ইসলাম অথবা মৃত্যু: পশ্চিমী দুনিয়াকে হুমকি দিল আল কায়েদা

মুম্বাই, ১৮ সেপ্টেম্বর (এ এফ পি): ইসলাম অথবা মৃত্যু। এর বাইরে আর কিছু নেই। এই ভাষাতেই পশ্চিমী দুনিয়াকে হুমকি দিল আল কায়েদার ইরাক শাখা। ...

মালদায় ফের সক্রিয় সিমি, চিন্তায় গোয়েন্দারা

অনুপ্রবেশ রোখা না গেলে

৭-৪-২০০৫ বর্তমান

পরিস্থিতি দেশভাগের দিকে এগবে: আদবানি

মনীষা চৌধুরি, নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন পুরভোটের আগে রাজ্যের জনসাধারণকে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে ফের সতর্ক করলেন বি জে পি সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানি। আজ দিল্লিতে দলের জাতীয় কর্মসমিতি বৈঠকে ভাষণ প্রসঙ্গে আদবানি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ক্রমাগত যেভাবে অনুপ্রবেশ ঘটছে, তা অবিলম্বে প্রতিরোধ করা না গেলে পরিস্থিতি দ্বিতীয় দেশভাগের দিকে এগবে। ...

যায়। তাছাড়া পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ চিরাচরিতভাবে ভারত বিরোধী সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মে মদত দিয়ে এসেছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশ থেকে গত কয়েক বছরে ক্রমাগত বড় সংখ্যায় অনুপ্রবেশ হয়ে চলেছে যে পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বড় ধরনের বৈষম্য দেখা যাচ্ছে।

'পশ্চিমবঙ্গেও

জেলাগুলিতে মারাত্মকভাবে মুসলি... জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ঘট... প্রয়ো... ধরে... তথ্য... এড়া... বক্তব... এ... নেতা... তিনি... মধ্যে...

৪ দৈনিক

নির্দেশ দিয়েছেন। ৮-৮- স্টেটসম্যান

কলকাতায় সংখ্যালঘু বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি — এবার কলকাতায় সংখ্যালঘুদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রস্তাবিত নাম 'মৌলনা আবুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়।' প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের দপ্তর থেকে ছাড়পত্র মিলেছে। কলকাতাসহ সারা দেশে সংখ্যালঘুদের জন্য মোট তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। আজমীরের বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম হবে গরিব-ই-নওয়াজ, কর্ণাটকের বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম হবে টিপু সুলতানের নামে। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিস্থিতি, স্থান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কী কী পাঠ্যক্রম চালু করা হবে তা খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য আবিদ আহমেদ, অধ্যাপক সৈয়দ হামিদ, সৈয়দ শাহাবুদ্দিনসহ পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী এ আর আন্তুলে। তাঁর কাছে আগামী এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে ওই কমিটি।

ভারতের বিভিন্ন শহরে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ আর কত রক্ত ঝরাবে? 17.12

কলকাতায় সাম্প্রতিক সেনা টহল: এত ঢিলেঢালা ভাব ভালো লাগল না

অনুপ্রবেশে পাক মদত: আর কোনও প্রমাণ লাগে?

বাংলাদেশিদের সম্পর্কে আরও আগে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল

মুসলমানদের তোয়াজ করতে নেমে পড়লেন বুদ্ধদেববাবুরাও

২৫.১১.০৫

অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার হওয়া আটকানো অত্যন্ত জরুরি

কেন ইসলামি আদালত? 17.8.

কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

২২ বর্ষ ১২৬ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ৩০ চৈত্র ১৪১২

মুসলিম জঙ্গিদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে না কোনও সরকারই

ভারত সীমান্তের লাগোয়া অঞ্চলে

বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়েছে মৌলবাদী সংগঠনগুলি: নিউ ইয়র্ক টাইমস ২৫.১.০৫

সি পি এমের ধর্মনিরপেক্ষতার ভণ্ডামি আবার ফাঁস

ভারতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ দ্রুত বাড়ছে, গঠিত হতে পারে মুসলিম রাষ্ট্র: প্রাক্তন গোয়েন্দাকর্তা

মুর্শিদাবাদে দুই এলাকায় শতকরা ৬০ ভাগ মানুষই নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারছে না

রাজ্যে ৭৯ লক্ষ বাংলাদেশি বেআইনিভাবে বাস করছে ৮.৮.০৫

রাজ্যে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হওয়া নিয়ে আদবানির চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে ২৭.৩.০৫

সেনাবাহিনীতে সাম্প্রদায়িক মাথাগুনতি দেশের সুরক্ষার প্রশ্নে এক অশনি সংকেত

১৯.২.০৬

সেনাবাহিনীতে সাম্প্রদায়িক মাথাগুনতি বন্ধ করতেই হবে

20.2.06

সেনাবাহিনীতে সংখ্যালঘু সমীক্ষা কতটা সমীচীন

20.2.06

ভারত সরকার বিচারপতি রাজিন্দার সাচ্চারের ...

সামরিক অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করার সময় তিনি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি আমার কাছে

কলকাতার স্কুলে স্কুলে পাকিস্তানি পতাকা!

জনমত

24.4.06

নতুন করে ভারত-ভাগের ষড়যন্ত্র চলছে?

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং মহম্মদ আফজলদের ভবিষ্যৎ • দুই

দেশের যারা দুশমন, তাদের প্রতি অনুকম্পা দুর্বলতাই প্রমাণ করবে

14.11.06

ভোটার তালিকায় অনুপ্রবেশকারীদের নাম 14.1.06

উদ্বেগ দেখানো আর সমাধানে সদিচ্ছার অভাব কি ভয়ংকর ভণ্ডামি নয়?

মুম্বই ও শ্রীনগরের ঘটনার পরেও

১৪.৭.২০০৬

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার কথা ভদ্রতা, না দুর্বলতা?

কার্টুন বিতর্ক: লখনউয়ে তুমুল বিক্ষোভ, ভাঙচুর, গুলি, পাকিস্তানে সংঘর্ষ

বর্তমান ২০.২.০৬

শরিয়ত আইন চালুর দাবি ব্রিটেনের মুসলিমদের

লন্ডন, ১৯ ফেব্রুয়ারি (পি টি আই): আত্মঘাতী হামলার থেকেও বড়সড় আশঙ্কার মেঘ দানা বাঁধছে গ্রেট ব্রিটেনের আকাশে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্লেয়ার সরকারের লড়াইকে ইসলামের বিরোধিতা বলেই মনে করছেন সেদেশের মুসলিমরা। শরিয়ত আইন চালু করার দাবিও ক্রমেই জোরদার হচ্ছে।

টনি ব্লেয়ারের ইরাক নীতি ঘরে-বাইরে যতই সমালোচনার মুখে পড়ুক দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর তিনি এব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের দেশের বদলে ধর্মীয় অনুশাসনের পক্ষে মত দেওয়ার থেকেও বড় দুশ্চিন্তার কথা হল মুসলিম জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশই লন্ডনে হামলা চালানো আত্মঘাতী জঙ্গিদের প্রতি সহানুভূতিশীল। যদিও এঁদের মধ্যে ৯১ শতাংশই ব্রিটেনের প্রতি আনুগত্য ... জুলাইয়ের লন্ডন বিস্ফোরণের পর গঠিত হওয়া সরকারি টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে যুক্ত সাদিক খান জানিয়েছেন, মুসলিমদের অনেকেই সমাজের মূলস্রোত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে মনে করছেন। মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের সাধারণ সম্পাদক স্যার

কাশ্মীর আলাদা রাষ্ট্র, মুর্শিদাবাদে বিকোচ্ছে গ্লোব

বহরমপুর, ১৫ জানুয়ারি—এবার সন্ত্রাস গ্লোবেও। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শনের সামনে প্রকাশ্যে যে গ্লোব বিক্রি হচ্ছে, সেখানে পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতের অংশে জম্মু-কাশ্মীর নেই। ভারতের মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীরের নাম রাখার পরিবর্তে সেই সব গ্লোবে জম্মু-কাশ্মীরকে আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। *দৈনিক স্টেটসম্যান : ১৬.১.২০০৯*

তসলিমা নাসরিনকে ‘চোরদের মতো’ চালান করে দিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার

তসলিমাকে নিয়ে দ্বিধা : পুরানো কথা কী করে ভুলে গেলেন কেন্দ্রের কর্তাব্যক্তিরা ?

১১।১২।০৭

জঙ্গি মৌলবাদীদের জিতিয়ে দিয়েছেন বুদ্ধদেববাবু

মুসলিম প্রতিক্রিয়া কত দূর যাবে

এবার রোষানলে রুশদি, গোদরেজের সব পণ্য বয়কটের আহ্বান মুসলিম মৌলবাদীদের

ভারত কি সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ ? 22.12.07

বি এক্স)। ফ্যাক্স: ২৩২৩৩০০৩ কলকাতা, সোমবার ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৭, ২৪ ভাদ্র ১৪১৪

মুসলিমদের জন্য আগামী রাজ্য বাজেটে ৪ গুণ বরাদ্দ বাড়ছে

সি পি এমে সিদ্ধান্ত, দেদার সরকারি টাকা পাবে জেলার খারিজি মাদ্রাসাগুলি

তফসিলিদের বয়সসীমা শিথিল করার দাবি জয়েন্টে

আদিবাস উত্তরপ্রদেশে, এখন কাশীপুরের বাসিন্দা

পাকিস্তানে ট্রেনিং নেওয়া হুজির কুখ্যাত জঙ্গি পাকড়াও কলকাতায়

এ রাজ্যে হুজির ক্যাডার তৈরি করছিল ধৃত জঙ্গি, কবুল জেরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: দীর্ঘদিন ধরে এ রাজ্যে হরকত-উল-জেহাদি-ইসলামির (হুজি) ক্যাডার তৈরির কাজ করছিল কাশীপুর থেকে ধৃত জঙ্গি আফতাব আলম আনসারি ...

চোরাপথে এদেশে নিয়ে আসার কাজ শুরু করে সে। এছাড়াও, বাংলাদেশ এবং এদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জঙ্গি ...

অকাল ভোটের কথা মাথায় রেখে

মুসলিম উন্নয়নে বিশেষ তহবিল গড়ছে রাজ্য

দলিত মুসলিম ও খ্রিস্টানদের জন্যও সংরক্ষণ চাই, দাবি সি পি এমের

মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ: অন্ধ্র সরকারকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭ বর্তমান [৭]

সরকারি উদাসীনতায় ফিরতে পারছেন না কাশ্মীরি পণ্ডিতরা

মুসলিমদের উন্নয়নের দিকেই শুধু নজর কেন্দ্রের: বি জে পি

ভোটের দিকে তাকিয়ে

মুসলিম উন্নয়নে ৩৭৮০ কোটি টাকা দেবে ইউ পি এ সরকার

সম্পন্ন মুসলিম ছাত্রছাত্রীদেরও উচ্চশিক্ষার সব খরচ দেবে রাজ্য

গরিব বলে ধরা হচ্ছে? মন্ত্রী বলেন, আরও যোগ সংখ্যক ... পাবে।

মুসলিম সংগঠনগুলিকে রাজ্য দেড় বছরে ১১ কোটি টাকা দেবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পঞ্চায়েত ... দেওয়া হবে। সরকারি সূত্রে এখবর ... গিয়েছে। ২০০৭-০৮ সালে দপ্তরের

তসলিমা ভারত ছেড়ে যান, চাইছে কেন্দ্র

২৫.১১.০৭

6.5.2005

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তাহলে মৌলবাদীদের সামনে টুপি খুলে দাঁড়ান

২৫.১০.০৫

লালকেল্লায় হানা: পাক জঙ্গি সহ দোষী সাব্যস্ত ৭

২৫.১০.০৫

মউ দাঙ্গা: বিধায়ক মুখতার আনসারির আত্মসমর্পণ

গাজিপুর, ২৫ অক্টোবর (পি টি আই): শেষপর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের মউয়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত নির্দল বিধায়ক মুখতার

6.4.2008

পঞ্চায়েত: সংখ্যালঘুদের টানতে বুদ্ধদেবের একগুচ্ছ নয়া ঘোষণা

ভুলে যান, দিতে হবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাত্তার, বিধানসভার স্পিকার সদস্য এস মালিয়াবাদী, শিক্ষা ইউনিভার্সিটির জন্য এস এস খান

28.7.06

রাজ্যের খবর

রাজ্য সরকার অবশেষে পিছু হটল

সংখ্যালঘুদের স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ এস এস সি-র মাধ্যমে হবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এস এস সি) মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত … শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কিছু সংশোধন করা হবে তবে কিছু নিয়ন্ত্রণ যে রাখা হবে, তার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছিলেন। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এস এস সি-র মাধ্যমে

7.4.08

'স্বাস্থ্য বিমা' অবৈধ ও ইসলামবিরোধী: মুসলিম সংগঠন

এক দল স্বঘো… আপত্তি … সলিমা ন…

20.7.05

ভোরের আজানে কোর্টের নির্দেশ মানা অসম্ভব, বললেন কিছু ইমাম

ফোন: ২৩০০০১০১-১১০ (পি বি এক্স)। ফ্যাক্স: ২৩২৩৩০০৩

কলকাতা, রবিবার ২০ মার্চ ২০০৫, ৬ চৈত্র ১৪১১

বাংলাদেশে তালিবানপন্থীরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে

মনীষা চৌধুরি, নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: বাংলাদেশ ক্রমশ 'তালিবানদের' হাতে চলে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের আশঙ্কা, বাংলাদেশে বি এন পি-জামাত সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালি এবং রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের ওপরেও আঘাত হানতে পারে বলে বুদ্ধদেববাবু আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা ও দেশের জঙ্গি কার্যকলাপকে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগ জানতে জঙ্গি গ্রুপ সম্পর্কে সরকার নীরব। জাতীয় সংসদে ইসলামি জঙ্গিদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলেও প্রধানমন্ত্রী কোনও জবাব দেননি।

অথচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষক তথা জঙ্গি নেতা ডঃ …

বাংলাদেশের এই ইসলামি জঙ্গি তৎপরতাকে নব্বইয়ের প্রথমদিকে পাকিস্তানের জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে তুলনা করেছে। পাকিস্তানকেন্দ্রিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন "হুজি"র সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠন যুক্ত রয়েছে। শুধু তাই নয় … ইসলামি অনুশাসন অনুযায়ী মহিলাদের চলতে হবে। তাদের আরও দাবি, ভারত বিরোধী বক্তব্য সরকারকে অব্যাহত রাখতে হবে। নেতারা জোর গলায় এও বলেছেন যে, "যে অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য একদিন এ দেশের মানুষ পাকিস্তান ছেড়েছিল এবং …

ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে 'মোগলস্তান' তৈরির ছক

রেশন কার্ড পেতে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রেশন কার্ড পেতে আর আলাদা করে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে না রাজ্যে। পরিবারের একজন সদস্যের ভোটার তালিকায় নাম এবং সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র (এপিক) থাকলেই বাকি সকলকেই রেশন কার্ড দেওয়া হবে। মঙ্গলবার মহাকরণে মুখ্যসচিব অশোকমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে খাদ্য সচিব পি এস ক্যাথিরেশন এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. সুবেশ দাসও উপস্থিত ছিলেন। বস্তুত রেশন কার্ড নিয়ে রাজ্য সরকার দিন পনেরোর মধ্যে নতুন নীতি ঘোষণা করতে চলেছে। তারপরই রাজ্য জুড়ে ঢালাও রেশন কার্ড বিলি শুরু হবে।

বৈঠকে আরও ঠিক হয়েছে—● রাজ্যে ৯৭ শতাংশ ভোটারের এপিক আছে। এপিকসহ দরখাস্ত করলেই রেশন কার্ড মিলবে। ● এপিক এবং বাসস্থান সংক্রান্ত অন্য কোনও নথি এবং ছবিসহ দরখাস্ত করলে অদূর ভবিষ্যতে দিনে দিনে কার্ড দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। ● মৃত ব্যক্তির কার্ড বাতিল করতে ৫ বছর অন্তর রেশন কার্ড রিনিউ করা হবে। তখন নতুন করে নথিপত্র জমা দিতে হবে।

রাজ্য সরকারের নয়া নীতি
ঘোষণা শীঘ্রই, তারপরেই
ঢালাও কার্ড বিলি

লোকসভা ভোটে বামফ্রন্টের বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে রেশন কার্ড নিয়ে মানুষের ক্ষোভকে অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব এবং বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি। মুসলিম ভোট হাতছাড়া হওয়ার পিছনেও রেশন কার্ড নিয়ে কড়াকড়িও একটা কারণ বলে শাসক জোটের নেতারা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে জানিয়েছেন। তাদের মূল অভিযোগ, ভোটের আগে সরকার রেশনে দু'টাকা কেজি দরে চাল দেওয়ার কর্মসূচী চালু করলেও দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী বহু পরিবার তা পাচ্ছে না। বি পি এল রেশন কার্ড না পাওয়াতেই এই বিপত্তি। গরিব মানুষের খেপে যাওয়ার সেটাও একটি কারণ। নিয়ম শিথিল করে তাই দ্রুত রেশন কার্ড দেওয়ার দাবি উঠেছে।

নিজেদের ভারতীয় নাগরিক প্রমাণ করতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা প্রথমেই এদেশের রেশন কার্ড হস্তগত করার চেষ্টা করে। একাধিক চক্রও এই কাজে সক্রিয়। কেন্দ্রীয় সরকারের চাপেই সীমান্তের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারীদের রেশন কার্ড পেতে জেলাশাসকের দপ্তর থেকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে প্রমাণপত্র দাখিল করার নির্দেশ জারি হয়। এর ফলে বহু বৈধ নাগরিকও রেশন কার্ড পাচ্ছে না বলে বিভিন্ন সময় কথা

ওঠে।

সোমবার মন্ত্রীসভার কোর কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে সরব হন ক্ষিতি গোস্বামী, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, প্রতীম চট্টোপাধ্যায়ের মতো শরিক দলের মন্ত্রীরা।

সোমবারের বৈঠকের সূত্র ধরেই মুখ্যসচিব মঙ্গলবার আলোচনায় ডাকেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং খাদ্যসচিবকে। ঠিক হয়েছে, মাস খানেকের মধ্যে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলির (বিপিএল) সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করবে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। সেই তালিকা ধরে বি পি এল রেশন কার্ড দেওয়ার কাজ শুরু করা হবে।

(*বর্তমান* : ১.৭.২০০৯)

আট বছরে রাজ্যের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৯০ লাখ
বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের জের!

দেবাঞ্জন দাস, কলকাতা : গত আট বছরে রাজ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ জনসংখ্যা বেড়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জনসুমারি বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী ১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাব্য জনসংখ্যা হবে ৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ১৪ হাজার ৫০০। ২০০১-এ যা ছিল ৮ কোটি ২ লক্ষ ২১ হাজার ১৭১৭। অর্থাৎ আট বছরের রাজ্যের জনসংখ্যা বাড়ছে ৮৭ লক্ষেরও বেশি। বছরে যা ১০ লক্ষ ৮৬ হাজারের কিছু বেশি। ১ মার্চের সম্ভাব্য জনসংখ্যার রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে পুরুষের সংখ্যা হবে ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ এবং মহিলার সংখ্যা হবে ৪ কোটি ৩১ লক্ষ ১৯ হাজার।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং দুই ২৪ পরগনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ থেকে লাগাতার অনুপ্রবেশের জেরেই সীমান্তবর্তী ওই জেলাগুলির জনসংখ্যার হেরফের ঘটছে বলে মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে। অনুপ্রবেশ চলছে, তার তথ্য প্রমাণ নিয়ে দু'একদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থেই শাসক দল সি পি এম অনুপ্রবেশে মদত দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় জনসুমারি বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৯-এর ১ মার্চ গোটা দেশের সম্ভাব্য জনসংখ্যা হবে ১১৬ কোটি ৪৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৫০০। ২০০১-এ দেশের জনসংখ্যা ছিল ১০২ কোটি ৭০ লক্ষ ১৫ হাজার ২৪৭। অর্থাৎ প্রতি বছরে ১ কোটি ৭১ লক্ষেরও বেশি জনসংখ্যা বেড়েছে দেশে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৯-এর ১ মার্চ দেশে পুরুষের সম্ভাব্য জনসংখ্যা হবে ৬০ কোটি ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫০০। মহিলাদের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৫৬ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩০ হাজার।

(*বর্তমান* : ১৪.১২.২০০৮)

ভারতের আরব-প্রেমী রাষ্ট্রনেতারা মন দিয়ে প্রেসলারের কথা শুনেছেন কি?

সংখ্যালঘু বৃত্তি ৭০ হাজার, আবেদনকারী সাড়ে ৭ লাখ

কেরলে সি পি এমের হয়ে প্রচারে 'মৌলবাদী' সুড়সুড়ি মাদানির

কাশ্মীরি জঙ্গিরা 'সন্ত্রাসবাদী', মানলেন জারদারি, ক্ষুব্ধ শরিফের দল

ভারত কোনওদিনই পাকিস্তানের কাছে 'শত্রু নয়' ৮.১০.০৮

৭.৭.২০০৯ আনন্দবাজার ১ম পাতায়

আলিগড়ের নামে কেন বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশ্ন

আলিগ… নামে…

প্রথম পাতার পর … সেখানে অন্তত কি… এই ভাবনা থেকে…

29.2.08 মেধা নয়, আয়ই বিবেচ্য মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপের ক্ষেত্রে

মুসলিম বলেই সন্ত্রাসবাদী! প্রতিবাদ জামিয়া উপাচার্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা, [redacted] কত নম্বর লাগবে! আমাদের … নগরে। মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ ও মালদহের জন্য … শতাংশে নম্বর পেলেই স্কলারশিপ পাওয়া যাবে। এর … করাই নয় তাদের উদ্দেশ্য।

…নার সুযোগ পাবে… আয়ের অঙ্কের পরি… মাদ্রাসা শিক্ষা এবং স… পারিবারিক আ… হলে তবেই এ… যাবে। … আয়ের ঊর্ধ্বসীমা ছিল… অনেক বেশি… আসবে। সংখ্যালঘু… ফিসার বলেন, … দের পড়াশোনায়…

Bartaman, 29.02.08

…বছর ধরে ওরা আমার চোখের… রাতের পর রাত ঘুমাতে… নির্বাচনী… সি পি এর প্রার্থী… দুর্নীতিগ্রস্ত, চরিত্রহীন বলে কুৎসা… আমি সততার উপর দাঁড়িয়ে আছি, থাকব।…

…বাংলার সংস্কৃতির… তিনি মুর্শিদাবাদ… শাখাকেন্দ্র গড়ার… এই বিশ্ববিদ্যালয়… সৈয়দ আহমদের…

মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সমাবেশে সমালোচনা

৬.৩.০৮

রাজ্যে মুসলিমদের দুর্দশার জন্য দায়ী বামফ্রন্ট সরকারই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকারই দায়ী। রাজ্য সরকারের … না দিয়েই তসলিমা নাসরিনের মতো একজন বিদেশি মহিলাকে এ রাজ্যে থাকতে দিয়েছিল তারা। কেন্দ্রীয় …

দ্বিতীয় পর্ব

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু সংবাদ 'সাম্প্রদায়িক' নাম দিয়ে সংকলন করেছিলাম। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের সীমাহীন মুসলিম তোষণের সংবাদগুলি সংকলিত করেছিলাম। বর্তমানে আর তোষণ নাই। মৌলবাদী মুসলিমদের কাছে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ। এ কোন সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্র—যেখানে ডেনমার্কের প্রধান মন্ত্রীর ভারত সফর সূচী ভারত ও ডেনমার্ক সরকার স্থির করার পরে, মৌলবাদী মুসলিমদের চাপে ভারত সরকারকে একতরফা বাতিল করতে হয়? অথবা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি স্বয়ং ভারত সফরের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, মৌলবাদি জামিয়াত-ই-উলেমা হিন্দের ভয়ে সরকারকে পিছু হঠতে হয়।

সরকারী, বেসরকারী সংবাদ মাধ্যম প্রতিদিন একজন অপরিণত বুদ্ধি যুবককে দেশের যুবরাজ বলে প্রচার করে চলেছে। এ কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে যুবরাজের জয়ধ্বনি দেওয়া হয়?

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার। দেশের প্রধান মন্ত্রী যদি বলেন দেশের সম্পদে মুসলিমদের অগ্রাধিকার! অর্থাৎ মুসলিমদের ভোগের পর যেটুকু উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকবে, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ সেটুকুই পাবে। তাহলে এটা কেমন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র? আর দু-দুটো ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করার পুরস্কার? পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালানোর পুরস্কার? বে আইনি অনুপ্রবেশ করে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার পুরস্কার? নাকি তাঁরই সম্প্রদায়ের গুরু, গুরু তেগবাহাদুরকে দিল্লীতে ধরে নিয়ে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় গুরু তেগবাহাদুরের শিরশ্ছেদ করার পুরস্কার? অথবা হতে পারে, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মুসলিম ভোট ব্যাংক সুরক্ষিত করার নির্লজ্জ প্রয়াস।

শতাব্দী-প্রাচীন কংগ্রেস দলের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে জন্মসূত্রে এক বিদেশিনী মহিলাকে, যিনি কংগ্রেস দলের ইতিহাস জানেন না, ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ইতিহাসও জানেন না। তিনি কংগ্রেস দলকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করবেন। করে দিয়ে, দেশটাকে মুসলিমদের হাতে তুলে দিন।

ওয়ালেস তাঁর গ্রন্থ "ডারউইনিজম, এ্যাণ্ড এক্সপোজিশন অফ দ্য থিয়োরী—অফ ন্যাচারাল সিলেকশন উইথ সাম অফ ইজি এ্যাপ্লিকেশনস" এ ডারউইনের "সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট" তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, মানুষের জগতে উন্নততর সভ্যতার অধিকারী হিন্দুরা আত্মরক্ষার প্রশ্নে খুবই অনুন্নত। বিদেশী আক্রমণের মুখে হিন্দুদের বারবার পরাভূত হবার ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে তিনি মূল্যবান কথা বলেছেন, মস্তান শাসিত সমাজে সভ্যতার ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

দেশ মস্তান / দুর্বৃত্তশাসনে ইসলামিকরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ এক বছরের মধ্যে দু-দুটো ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই জাতীয় সংবাদগুলি পাঠ করে জনসাধারণ যদি সচেতন হন, তবে আমার সংকলনের পরিশ্রম সার্থক হবে।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, ১৬ই মে, ২০১০ — শ্রী অম্বিকা প্রসাদ পাল

ভণ্ড সেকুলার থেকে ভারত ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে

কেন্দ্রীয় সরকার মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য এক বিশাল ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পঃ বঃ সরকারও মুসলমানদের জন্য বাজেট বরাদ্দ চারগুণ বাড়ানো ছাড়াও বিশেষ তহবিল গড়ে তুলছে। শিক্ষা, চাকুরী, পদোন্নতি ব্যাংক ঋণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

জন গণনা অনুযায়ী দেশের দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের সংখ্যা ২৯ কোটি। এর মধ্যে হিন্দু ২৩ কোটির বেশী, মুসলমান ৫ কোটি।

তাহলে হিন্দু ও অন্য সম্প্রদায়ের কথা বাদ দিয়ে শুধু মুসলমানদের জন্য ভাবনা কেন আর বিশেষ ব্যবস্থাই বা কেন? একটাই উত্তর—মুসলিম ভোট। তাহলে এই বঞ্চিত হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ রুখে দাঁড়ান এবং উচ্চকণ্ঠে বলুন, তোমরা মুসলিম তোষণকারী হিন্দু বিদ্বেষী। হিন্দুরা তোমাদের ভোট দেবে না। তোমরা ঠগ, বাক্যবাগীশ, মিথ্যাচারী, ক্ষমতালোভী। ক্ষমতার মধু চাটতে গিয়ে মানবিকতাবোধ ধ্বংস করছো। দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছো।

দরকার ছিল মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আর জন্মহার হ্রাস। দেশভাগের দগদগে ঘা এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ভারতে চলে আসার সময়ে তো হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা এক সংগে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শিখেছে। তখন তো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কোন মড়া কান্না গাইতে হয় নাই। আজ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে মুসলমান ছাত্ররা হিন্দু বিদ্বেষ—ভারত বিদ্বেষ শেখে, তালিবান তৈরী হয়। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ ভাগ হলো। তখন কি এমন কোন শর্ত দেওয়া হয়েছিল যে, পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের মেরে কেটে তাড়ানো হবে। আর ভারতে থেকে যাওয়া মুসলমানদের রাজভোগ খাওয়ানো হবে।

ভারতে সব সম্প্রদায়ের মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিধি মানলেও মুসলিম সম্প্রদায় তা মানে না। এটা নাকি ইসলাম বিরোধী। অথচ পৃথিবীর অনেক ইসলামিক রাষ্ট্রেও জন্ম নিয়ন্ত্রণ চালু হয়েছে। ইমামদের নির্দেশ, অনর্গল জন্মদানের মাধ্যমে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়িয়ে যাও। গোটা ভারত তোমাদের দখলে চলে আসবে। চেঙ্গিজ, মামুদ, তৈমুর, নাদির, ঔরঙ্গজেব যা পারেনি তোমরা তাই পারবে। ভণ্ড সেকুলার, ধান্দাবাজ দুর্বৃত্ত নেতা মন্ত্রীরা মুসলিমদের হিসাব দিচ্ছে খণ্ডিত ভারতে আবার ৯৯টি জেলা মুসলিম অধ্যুষিত হয়েছে আর সেই সব জেলার উন্নয়নে কত হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৯৯টির মধ্যে পঃবঙ্গের ১২টি জেলার জন্য বরাদ্দ ৬৬৬ কোটি ১০ লাখ টাকা। হিন্দুদের জন্য বরাদ্দ আমড়া আঁটি, আদিবাসিদের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী।

মাত্র ৬২ বছর আগে ভারত ভাগ করে ২টি ইসলামিক রাষ্ট্র হয়েছে। সেখন থেকে মেরে কেটে অমুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা যেভাবে লাগাম ছাড়া মুসলিম তোষণ শুরু করেছে এবারে আর দেশ ভাগ হবেনা। গোটা দেশটাই ইসলামিক রাষ্ট্র হয়ে যাবে। কোন ইসলামিক রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীর স্থান নাই। বর্তমানে ভারতেই মুসলিম প্রধান এলাকায় হিন্দুরা অত্যাচারিত। ৩ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত সাত পুরুষের ভিটে থেকে বিতাড়িত হয়ে নিজদেশেই উদ্বাস্তু।

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নয়। হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। তাই হিন্দু সমাজের কাছে আবেদন, নগ্ন মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। দুর্বৃত্তরা ভীরু। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে"।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত, ভারতে মুসলিম সন্ত্রাস ও মুসলিম তোষণের কিছু বিবরণ।

৩০.১.২০০৭ বর্তমান পত্রিকায় গৌরীশংকর দত্ত'র বিশেষ নিবন্ধ থেকে—দেশের যে ৫০টি জেলায় সর্বাধিক মুসলমানদের বাস তাতে ১ নম্বরেপঃ বাংলার মুর্শিদাবাদ এবং ২ নম্বরে কেরলের মাল্লাপুরম। কেন্দ্রীয় সরকার এই দুই জেলায় একটি করে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (নগ্ন মুসলিম তোষণ ছাড়া আর কি বলা যায়?)

২২.২.২০০৭ বর্তমান (২য় পাতা) : 'অঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু হিন্দ' নামে মুসলিম সংগঠন গতকাল ২১শে ফেব্রুয়ারী ময়দানে সভা করে সরকারী কাজে উর্দু ভাষার ব্যবহারের দাবী জানায় এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাদের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করে। মুখ্যমন্ত্রী সহাস্যে তাদের স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। (বাংলাদেশে উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন, আর পঃ বঙ্গে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে আন্দোলন। একুশে ফেব্রুয়ারীর এত বড় অপমানে আমরা নির্বিকার।)

৭.১.২০০৮ প্রিয় দাশ মুন্সী বলেছেন, তসলিমা নাসরিনকে গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে হবে।

রাজীব প্রতাপ রুডি বলেছেন—মুসলিম ভোটের জন্য কংগ্রেস এদেশে নৈতিকতা কৃষ্টির সঙ্গেও আপস করতে পিছপা নয়। কংগ্রেস যে সর্বোচ্চ আদালতে হলফ নামা দিয়ে ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের কোন অস্তিত্ব নাই বলে ঘোষণা করে কোটি কোটি হিন্দুর বিশ্বাসে আঘাত দিয়েছে, তার জন্য সনিয়া মনমোহনের হিন্দুদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

১৮.৬.২০০৮ আনন্দবাজার (৯ম পাতা) : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য সৈয়দ শামসুল আলম আজ এখানে বলেন; ইতিমধ্যেই ইসলামিক স্টাডিজ ধর্ম শিক্ষা ও আরবি অনার্সে ছাত্র ভর্তি ও পড়াশোনা শুরু হয়েছে।

বঙ্গদেশের দুই তৃতীয়াংশ ছিনিয়ে নিয়ে হলো ইসলামিক রাষ্ট্র, বাকী এক তৃতীয়াংশে আবার দুটি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় হয় কোন যুক্তিতে। কোন যুক্তি নাই। দুর্বৃত্তদের একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলিম ভোট ব্যাংক।

১২.৯.২০০৮ আনন্দবাজার : সংখ্যালঘু মন জয়ে এবার গ্রন্থাগারও। হাওড়ার রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী ও বেলঘরিয়ার একটি বাংলা লাইব্রেরীকে উর্দু গ্রন্থাগার-এ পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার তথা—Communal Party of India (Muslim) C.P.I(M)

১৩.৯.২০০৮ দিল্লীর ৫ জায়গায় পর পর বিস্ফোরণ হত-২০, আহত-৯০ দায় স্বীকার ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনের। Al-Arbi Delhi@yahoo.com মারফৎ গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনীকে হুমকি দিয়ে বলেছে, পারলে আমাদের আটকে দেখাও।

গত ২১.৫.৯৬ লাজপত নগর, ২২.১২.২০০০ লালকেল্লা, ৯.৫.২০০১ সেনা ভবন, ১৩.১২.২০০১ সংসদ ভবন, ২৯.১০.২০০৫ দিল্লীর এস.এন নগর মার্কেটের পর আবার খোদ দিল্লীর বুকে ৫ জায়গায়। এর আগে জয়পুর আমেদাবাদ এবং বেঙ্গালুরুর দায় স্বীকার করেছিল ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন।

১.১.২০০৯ • শুভ নববর্ষে শুভ সংবাদ—অসমে পর পর বিস্ফোরণ—মৃত-৫, জখম বহু। মুম্বাই হামলার দায় স্বীকার করল লস্কর-ই-তৈবা। ধৃত জঙ্গীর টেপ দেওয়া হলো পাকিস্তানকে।

৪.১.২০০৯ পুঞ্চে সেনা জঙ্গী সংঘর্ষ ৪০ ঘণ্টা পেরল, মৃত্যু বেড়ে-৭।

৫.১.২০০৯ পুঞ্চে লড়াই চলছে। পার্বত্য কাছাড়ে রেলপথে বিস্ফোরণ।

৬.১.২০০৯ পুঞ্চে লড়াই চলছে। এদিকে কলকাতায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে গাজায় মৃত মুসলিমদের স্মৃতিতে কর্মসূচী পালন করলেন মমতা।

৭.১.২০০৯ লক্ষ্য মুসলিম ভোট ব্যাংক। গাজা নিয়ে সরব ডান বাম সবাই। প্যালেস্তাইনের জন্য বামফ্রন্ট ভারত জুড়ে টাকা তুলেছে এক কোটি। পুঞ্চে লড়াই চলছে, ভারতীয় সেনা মরছে।

প্রধানমন্ত্রীর ডাকা মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, সন্ত্রাসের জন্য মুসলিমদের দোষ দেওয়া চলবে না। (তাহলে পুঞ্চে কি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে?)

৯.১.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : শিরোনাম সংবাদ—মেদিনীপুর মহরমের মিছিলকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র। নামল র‍্যাফ। (প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মহড়া)

১২.১.২০০৯ ৪৪০০ বছরের প্রাচীন শহর বারণাবত, শাহজাহান নাম পাল্টে করলো ইলাহাবাদ।

১৪.১.২০০৯ পুঞ্চে ৯ দিন ধরে ১৩০০ সেনা লড়াই করে নিজেরাই মরলো। জঙ্গীদের ঘেরাও করেও ১ জনকেও ধরতে বা মারতে পারলো না।
৬২ বছর ধরে পাকিস্তানীদের হাতে মরতে মরতে সেনা বাহিনীর মনোবল তলানিতে ঠেকেছে।

১৪.১.২০০৯ আনন্দবাজার : বাংলাদেশের আই.এস.আই এজেন্ট সফিকুল ইসলাম আবার গ্রেপ্তার। ১০ বছর আগে উত্তর প্রদেশে আর.ডি.এক্স পাচারের দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে পালিয়েছিল। মালদহ হরিশ্চন্দ্রপুরের গাজী সাহেব আর সেনাবাহিনীর গাড়ি চালক আখতার তার সহযোগী।

১৬.১.২০০৯ বর্তমান : ১) দেশের মাটিতে জঙ্গী শিবিরের অস্তিত্ব স্বীকার করল পাকিস্তান।
২) গুজরাত উপকূলে দুটি পাক নৌকায় ধরা পড়ল ১৭ জন পাকিস্তানী।
দৈনিক স্টেটসম্যান (১ম পাতা) ১) কাশ্মীর আলাদা রাষ্ট্র, মূর্শিদাবাদে বিকোচ্ছে গ্লোব।
২) মিল্লি ইত্তেহাদ পরিষদ, ধর্মতলায় আজ সমাবেশ করে দাবী জানিয়েছে গাজায় ইসরাইলি আক্রমণের জন্য ভারত সরকারকে ইসরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।
এখানে প্রশ্ন ১) পৃথিবীর কোন্ রাষ্ট্র এ জন্য ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে? ২) পাকিস্তান যে ৬৩ বছর ধরে ভারতের বুকে সন্ত্রাস চালাচ্ছে তার জন্য পাকিস্তানের সংগে ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে না কেন? ৩) সন্ত্রাসবাদী এবং ভারতে তাদের সহযোগী সবাই মুসলমান, তাহলে সেই অপরাধে ভারত থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করা হবে না কেন?
৪) ১২.৩.১৯৯৩ দাউদ ইব্রাহিম মুম্বাই-এ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ২৫৭ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল আর ১৪০ জন আহত হয়েছিল। সেই দাউদের সঙ্গে মিল্লি ইত্তেহাদের ঘনিষ্ঠতার অপরাধে মিল্লিকে নিষিদ্ধ করা হবে না কেন?

১৭.১.২০০৯ আনন্দবাজার (৬ষ্ঠ পাতা) : লস্করের পাক চাঁই তৈমুরের চর সফিকুল হাজি।

১৮.১.২০০৯ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : ভারত চায় কিছু মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক ঢাকা। (আর ধর্মনিরপেক্ষ ভারত মাদ্রাসার প্রসার ঘটিয়ে যাবে।)

২০.১.২০০৯ দৈনিক স্টেটসম্যান (১ম পাতা) : সুন্দরবনে ৩টি বে-আইনি আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী কারখানার হদিস। সব কটিই মুসলমানের বাড়িতে, অভিযুক্তরা সবাই মুসলমান। (আবার অভিযোগ কেন? বুদ্ধ বলেছেন, মুসলমানরা নির্দোষ।)

২০.১.২০০৯ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : ১লা এপ্রিল ২০০৪ আলফা জঙ্গীদের ১০ ট্রাক অস্ত্র পাঠানোর মামলায় অভিযুক্ত জামাতে ইসলামির সর্বোচ্চ নেতা (আমির) মতিউর রহমান নিজামিকে জেরা করতে চায় বাংলাদেশ পুলিশ।

২১.২.২০০৯ দূরদর্শন সংবাদ—কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা বোর্ড গঠনের কথা ভাবছে কেন্দ্র। (ভাবার কী দরকার? গড়েই ফেলা হোক। এজন্যই তো দেশ ভাগ হয়েছিল।)

২৩.১.২০০৯ বর্তমান (৭ম পাতা) : মুসলিমদের মন পেতে ৪৯ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ।

২৬.১.২০০৯ ১) বাগুইহাটীতে মিলল প্রচুর অস্ত্র।
২) নয়ডায় গুলিতে হত দুই পাক জঙ্গী—ফারুক এবং আবু ইসমাইল।
৩) ভারতের অভিযোগ—কাশ্মীরে সন্ত্রাস চালাতে মুসলিম দেশের কাছে অর্থ চাইছে পাকিস্তান।

২৯.১.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : বারামুলার সোপোরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে—১৮ ঘণ্টার লড়াইয়ে লস্কর কমাণ্ডার আবু হামজা সহ ৩ আলবদর জঙ্গী ও ২ সেনা জওয়ান নিহত।

২.২.২০০৯ দৈনিক স্টেটসম্যান (৩য় পাতা) : বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব "ক্যাম্ব" নামে মানবাধিকার সংগঠন। দেশ ভাগের সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৩০% ছিল হিন্দু। অগ্নি সংযোগ, খুন, ধর্ষণ, নির্যাতন ও বিতাড়নের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের জন সংখ্যার ৯% মাত্র হিন্দু। হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলছে।

৭.২.২০০৯ সংবাদ : আব্দুল কাদিরকে মুক্ত করে দিল পাকিস্তান।
সংবাদ : হরকতউল মুজাহিদিন আদবাণীর প্রাণ নাশের হুমকি দিয়েছে।

১১.২.২০০৯ আনন্দবাজার (১ম পাতা) : আলকায়দার ৩ নং নেতা মুস্তাফা আবু আল ইয়াজিদ ভি.ডি.ও. টেপে হুমকি দিয়েছে পাকিস্তানকে ঘাঁটালে আরও অনেক ২৬.১১. হবে।

১১.২.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : মুম্বাই হামলার একমাত্র জীবিত জঙ্গী—কাসবকে খুন করতে দাউদকে নামিয়েছে আই.এস.আই।

১৩.২.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : মুম্বাই হামলার ছক পাকিস্তানের মাটিতে, মেনে নিল ইসলামাবাদ।

১৮.২.২০০৯ Time of India (1st Page) : 21 Indian Mujahidin men charged with war to Nation.

২০.২.২০০৯ Times of India (23rd Page) : America is a nation of cowards says U.S. Attorney General.

২১.২.২০০৯ Times of India (1st Page) : 26.11 Planner had 20 Targets

across India. The masterminds of 26.11 had plotted at least 20 attacks across the country. According to Western Experts, who mined the data stored in the computer of Top Laskar Terrorist Zarar Shah.

২২.২.২০০৯ Times of India (1st Page) : Modis Gujrat gets a Muslim D.G.P.

২৩.২.২০০৯ Times of India : Declare India friend of Islam in Fatwa. V.H.P. wants Fatwa to declare India is not Dar-ul-Harb but Dar-ul-Aman. Wants Fatwa to declare Indians are not Kafirs. (হায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বিদ্রোহী রণক্লান্ত এখন ভরসা মুসলিমদের পদপ্রান্ত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ফতোয়া জারী করুক, যে সব ভারতীর মুসলমান পাকিস্তান প্রেমী তারা ভারত ছেড়ে চলে যাক।)

২৩.২.২০০৯ Times of India : It is official, Laila, Majnu (the mad) died in Rajasthan. ৭০০ বছর আগেকার পারসিক সাহিত্যের একটি গল্পের কল্পিত নায়ক নায়িকা মজনু আর লায়লা। তাদের স্মৃতিতে রাজস্থানের কংগ্রেস সরকার ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি চিরস্থায়ী স্মৃতিসৌধ গড়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার, কোটি কোটি হিন্দুর কয়েক হাজার বছরের বিশ্বাস ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে কল্পিত নায়ক বলেও স্বীকার করে না। তাই অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির হবে না।

২৭.২.২০০৯ Times of India : Omar vows to rid J & K of Forees Act. Imposed in July 1990 during Governor Jagmohan's Rule.

২৮.২.২০০৯ শাহরুখ খান, তেজিন্দর তেওয়ারীর ভাগ্নী গৌরীকে বিয়ে করে বেহেস্তে যাবার পথ পরিস্কার করেছে।

কংগ্রেসের বিজ্ঞাপনে টাকার শ্রাদ্ধ—

Times of India (Delhi Times) : ২৭.২.২০০৯ এ ৮ পাতা, ২৮.২.২০০৯ এ ৮ পাতা, ১.৩.২০০৯ এ ৭ পাতা। ৩ দিনে মোট ২৩ পৃষ্ঠায় শুধুমাত্র মনমোহন, সনিয়া, রাজীব, ইন্দিরা, জহরলাল এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার বিভিন্ন মন্ত্রীর ছবি সহ 'দেশের উন্নতির' মিথ্যা বিবরণ—।

২.৩.২০০৯ Times of India (18 Page) : Iran Supplying Missiles to Taliban. Says U. S. Intelligence Report.

৪.৩.২০০৯ Times of India (1st Page) Neighbourhood just got scarier, attack on Sri Lanka Cricketers in Lahore Similar to 26.11.2008. But had Taliban being blamed.

৫.৩.২০০৯ Times of India (1st Page) # In search of good Taliban. Experts say, its a Futile Hunt. As no such creature exists.

৫.৩.২০০৯ Times of India (1st Page) : Mobs run Riot in Gaziabad over encounter. Cops attacked. Police Post, vehicles burnt. Carjackers dead.

৬.৩.২০০৯ Times of India (12th Page) : To keep Madani happy C.P.M. takes on ally. Page-17 Shahabuddin Moves H.C. to contest Poll.

৭.৩.২০০৯ Times of India (4th Page) : Lasting Impact.
Over six decades these men have taken parliament to new heights with their sterling performance.
1) S.P. Mukherjee, the founder of Bharatiya Janasangh, had excellent oratory skills. He had great command over the language. The Crudite M.P. spoke with knowledge on matters of Law, Parliamentary affairs. constitution and Indian History and Culture. Whenever he spoke there was pindrop silence.
2) Firoz Gandhi
3) Ram Monohar Lohia
4) Chandra Sekhar and
5) A.B.Bazpeyee (TOI Assessment)

৯.৩.২০০৯ Times of India (1st Page) : Obama Reaches out to good Taliban.
Times of India (7th Page) More Kargils if Kashmir not resolved. Musarraf.

২৬.৩.২০০৯ আনন্দবাজার (১ম পাতা) : কুপওয়ারায় সেনাবাহিনীর উপর হামলার দায় স্বীকার করে লস্কর-ই-তোইবা ঘোষণা করেছে, কাশ্মীরের আজাদির জন্য এরকম আক্রমণ হবেই। তাদের দাবী, তারা ২৫ জন ভারতীয় সেনা মেরেছে। সেনাকর্তা বলছেন, না-না। মেজর মোহিত শর্মা সহ ৮ জন মারা গিয়েছেন। লস্কর বলছে—Jihad is my life, Sahadat is the real life.

২৭.৩.২০০৯ বর্তমান (৫ম পাতা) : মুখ্যমন্ত্রী ও মাদ্রাসা মন্ত্রীর গাড়ি আটকানোর হুমকি মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের। আলিয়ার সংগে মাদ্রাসা শব্দ যোগ করতে হবে।

১.৪.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : ভোটের পর মমতা-বি.জে.পির সঙ্গে হাত মেলাবে না তার কি কোন গ্যারান্টী আছে? সি.পি.এম।

১৯৮৯ নির্বাচনে বি.জে.পি-কে ২ থেকে ৮৯ আসনে পৌঁছে দিয়েছিল কারা? শহীদ মিনারে বাজপেয়ীর সঙ্গে জ্যোতি বসুর হাত ধরাধরির ছবি কি বাংলার মুসলমানেরা ভুলে যাবে? মমতা।

(সি.পি.এম. আর মমতার মধ্যে কে কতবড় বি.জে.পি.-বিরোধী এবং মুসলিম দরদি তা প্রমাণ করার প্রাণান্তকর প্রয়াস। হিন্দুরা এবার রুখে দাঁড়াক, বলুক, তোমরা বুখারী, মাদানী-বরকতি সিদ্দিকি, সিদ্দিকুল্লাহর জিগরি দোস্ত। হিন্দুরা তোমাদের অচ্ছ্যুৎ মনে করে।)

১৬.৪.২০০৯ Muslims have the first right to the country's resources. P.M.

২৫.৪.২০০৯ আনন্দবাজার (৭ম পাতা) : সংখ্যালঘু বৃত্তি ৭০ হাজার, আবেদনকারী ৭.৫ লক্ষ। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত মুসলিম ছাত্র ছাত্রীদের প্রাক মাধ্যমিক বৃত্তি প্রকল্পে—মুসলমান হলেই ১ম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা বাৎসরিক পরীক্ষায় ৫০% নম্বর পেলেই বৃত্তি পাবার অধিকারী—অভিভাবকদের বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ টাকা হলেও পাবে। (হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক)।

২৬.৪.২০০৯ বর্তমান (৭ম পাতা) : নন্দকুমারের জনসভায় বিমান বসু বলেন, কিছুদিন আগে ভারত মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাল তার ক্যাপসুল তৈরী ভারতের আর মালমশলা ইসরাইলের, যে ইসরাইল প্যালেস্তাইনে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে আমেরিকা ইরাক আফগানিস্তানে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আমরা তাই প্রতিবাদ করেছি এবং করছি। (তবে, পাকিস্তান যে প্রতিদিন ভারতের হিন্দুদের মারছে তার প্রতিবাদ করি না।)

২৮.৪.২০০৯ Times of India (1st Page) : Deoband Fatwa for Muslims to cast vote. A Fatwa from Darul Uloom Deoband says, Muslims must come out and vote irrespective of their political learnings. A vote is as important as a testimony or witness in Islam, hence it must be utilized correctly. Says the Fatwa which come on a query seeking guidence for Muslims on voting in a country that is not governed by Sharia.

(ইসলাম আর শরিয়ার জন্যই ভারত ভেঙ্গে-পাকিস্তান হলো। আবার ভারতের বুকে বসে এসব কেন?.তোমরা পাকিস্তানে চলে যাও।)

১.৫.২০০৯ বর্তমান (৭ম পাতা) : ২৫.৪.২০০৯ নন্দকুমারের জনসভায় আমেরিকা ও ইসরায়েলের তীব্র নিন্দা করে মুসলিম প্রেমের পরাকাষ্ঠা বিমান বসু মমতাকে কটাক্ষ করে একবার বি.জে.পি—একবার কংগ্রেসের ঘর করাকে তিন তালাকের তুলনা করায় বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন বিমানকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবী করেছে। বিমানবাবু ঢোক গিলে আমতা আমতা

করে বলেছেন সংবাদ মাধ্যম তাঁর বক্তব্য বিকৃত করেছে।
(তালাক প্রথা একটি অমানবিক, বর্বর প্রথা। ইতিপূর্বে 'তালাক' নিয়ে অনেক মর্মস্পর্শী গল্প লেখা হয়েছে। সেই গল্প নিয়ে সিনেমাও হয়েছে। তখন প্রতিবাদ হয় নাই। এখন মুসলমানেরা অনেক সংহত, ঐক্যবদ্ধ। তাদের ভাবাবেগ অনেক জোরালো। তাছাড়া দেশটাই তো ইসলামিক রাষ্ট্র হতে চলেছে। না হলে মুসলিম প্রেমিক বিমানবাবু বলতে পারতেন, বলেছি বেশ করেছি, তালাক একটি বর্বর প্রথা।)

১১.৫.২০০৯ মুসলিম বিক্ষোভের ভয়, প্রশাসন বেরিলিতে বরুণ গান্ধীকে নির্বাচনী জনসভা করতে দিল না। বরুণ বলেছিলেন মুসলিমদেরও জন্মনিয়ন্ত্রণ করা দরকার। (ভারত পাকিস্তানের অধম, কারণ পাকিস্তানেও জন্মনিয়ন্ত্রণ হয়।)

২০.৫.২০০৯ খাদিম কাণ্ডে আফতাব আনসারী আকিব আলি, আবদুল রহমান, আসাবুদ্দিন প্রভৃতি ভারতের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকদের শাস্তি ঘোষণা।

৩০.৬.২০০৯ সন্ধ্যা ৭টায় টি.ভি. সংবাদ—৯টি মুসলিম অধ্যুষিত জেলার জন্য কেন্দ্রের ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ মঞ্জুর। (আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ সশস্ত্র বাহিনী।)

১.৭.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : রেশন কার্ড পেতে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে না। রাজ্য সরকারের নয়া নীতি ঘোষণা শীঘ্রই, তারপরেই ঢালাও কার্ড বিলি। (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সবই যখন ইসলামিক তখন নাগরিকত্বের প্রয়োজন কি? ওপার থেকে আসো, আর এপারে রেশন কার্ড নাও।)

১.৭.২০০৯ বাবরি : ১৭ বছর পর তদন্ত রিপোর্ট পেশ লিবের হান কমিশনের। ৪৮ দফা মেয়াদ বৃদ্ধি বেতন দিতে খরচ ৮ কোটি টাকা। (৬.১২.৯২ ঘটনা)

১.৭.২০০৯ বর্তমান (৪র্থ পাতা) : মুসলমানদের কল্যাণের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর নতুন ১৫ দফা কর্মসূচী ঘোষণা। (হিন্দুদের দফা-রফা)

২.৭.২০০৯ দিল্লীতে ধৃত লস্কর জঙ্গী মহঃ উমের মাদানী। বাড়ি বিহারের মোতিহারি, শ্বশুর বাড়ি নলহাটি, নেপালের মাদ্রাসায় জঙ্গীদের ট্রেনিং দিতো।

৭.৭.২০০৯ রাজ্য সভার সি.পি.এম সদস্য মইনুল হাসান। তিনি আলিগড়, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি, কোর্ট সদস্য। তার আবদার মতো পঃ বঙ্গের মুর্শিদাবাদে একটি ও কেরলের মাল্লাপুরমে একটি, মোট দুইটি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে। মুর্শিদাবাদের জন্য বামফ্রন্ট জমি দিয়েছে। প্রণব মুখোপাধ্যায় বাজেটে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। (দেশটাই যখন ইসলামিক হতে চলেছে, তখন সব বিশ্ববিদ্যালয়ই মুসলিম হোক্।)

৮.৭.২০০৯ সংবাদ : এবার সমাজতান্ত্রিক চীনে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা।

৯.৭.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : মুসলিম ভোট ব্যাংক পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী বুদ্ধদেব। দেশের মুসলিম প্রধান ৯০ জেলার জন্য গত বছরে বিশেষ প্রকল্প ঘোষণা করেছিল। তার মধ্যে পঃ বঙ্গের ১২টি ঐ তালিকায় আছে। ৬টি জেলার জন্য ৪৩ কোটি বরাদ্দ ছিল। বাকী ৬টি জেলার জন্য বর্তমান বছরে আর্থিক সহায়তা দিতে জেলাশাসক ও আবদুস সাত্তারকে নিয়ে রোটাণ্ডায় বৈঠক করলেন বুদ্ধ ভট্টাচার্য।

৯.৭.২০০৯ আনন্দবাজার : মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত চালুর দাবী বঙ্গীয় পুরোহিত সভার। রাজ্যপালের কাছে ৫০০০ স্বাক্ষর সহ সম্পাদক রামগোপাল শাস্ত্রীর দাবী পত্র পেশ। ইতিপূর্বে, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ভবতোষ দত্ত, অশোক মিত্রকে নিয়ে গঠিত ৪টি কমিশন বসেছিল, প্রতিবারই কমিশন সংস্কৃত চালুর পক্ষে রায় দিয়েছিল। সরকার কর্ণপাত করে নাই। (লক্ষ্মী'র পুত ভিখ মাগে। যে দেশে ইসলামিক ধর্মীয় শিক্ষা, উর্দু শিক্ষা বাধ্যতামূলক, আর সংস্কৃত ব্রাত্য সে দেশ ইসলামিক রাষ্ট্র হতে আর বাকী আছে?)

১৫.৭.২০০৯ সংবাদ প্রতিদিন (১ম পাতা) : ১৪ই জুলাই বাস্তিল দুর্গ পতনের দিন, ফ্রান্সের জাতীয় দিবস। প্যারিসে জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত। ফ্রান্সের সেনা বাহিনী তাদের জাতীয় সংগীতের সুরে কুচকাওয়াজ করার পর ভারতীয় বাহিনীর কুচকাওয়াজের সময় ফৌজের বাদকরা সুর বাজালো সারে জাঁহাসে আচ্ছা—হিন্দুস্তান হামারা। (এ গানের রচয়িতা—আল্লামা মহম্মদ ইকবাল। মুসলিম লীগের অধিবেশনে ভারত ভাগ আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্রের উগ্র সমর্থক। দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তানে চলে যান। পাকিস্তান সরকার তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়। হিন্দুস্তান হামারা বলতে ইকবাল গোটা হিন্দুস্তানকে পাকিস্তান করার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করতে A.I.C.C. (All India Communal Congress), CPI(M) [Communal Party of India (Muslim)] প্রভৃতি দলগুলি উঠে পড়ে লেগেছে। তাই বিদেশে "সারে জাঁহাসে আচ্ছা", আচ্ছা করে তুলে ধরার চেষ্টা। ইকবাল তো জাতীয় কবির মর্যাদা পেয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রভাষা উর্দু আর রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হলেই আল্লামা মহম্মদ ইকবালের আত্মা তৃপ্ত হয়।)

১৫.৮.২০০৯ বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন—
সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্য প্রাক ম্যাট্রিক স্কলারশিপ-স্কিম। মোট প্রাপক ২, ৪৪,৫৩০ তার মধ্যে মুসলমান ২,৩৪,৯৬০, খ্রিশ্চান, শিখ, বৌদ্ধ ও পার্সি মিলিয়ে মোট ৯.৫৭০ (তো এটা সংখ্যালঘু না বলে মুসলিম ছাত্রদের জন্য স্কলারশিপ বলা উচিত ছিল।)

১৮.৭.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে [সমীক্ষা রিপোর্ট—দরিদ্র হিন্দু ছাত্রজের জন্য (মেধাবী হলেও) কোন স্কলারশিপ নাই।]

১৮.৭.২০০৯ আগামী শিক্ষাবর্ষেই চালু হবে মুর্শিদাবাদে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। আজ মহাকরণে একথা বলেন উপাচার্য পি.কে. আবদুল আজিজ। আলিগড়ের নামে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীতে সহায়তার জন্য তিনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানান।

২২.৭.২০০৯ বর্তমান (৮ম পাতা) : মুসলিম এলাকায় ডাক্তার শিক্ষক পুলিশ সব মুসলিম নয় কেন? মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন কেন্দ্রের? (তবে এবারে কি প্রশ্ন হবে—মুসলিম এলাকায় হিন্দুরা থাকছে কেন?)

২২.৭.২০০৯ আনন্দবাজার : মইনুল হাসানের মুর্শিদাবাদে-আলিগড়, জানা ভাল কেন এই সিদ্ধান্ত।

২৮.৭.২০০৯ আনন্দবাজার : জিয়াউল আল মামুনের মুর্শিদাবাদে আলিগড়—নামে কি আসে যায়? আলিগড় নামের সঙ্গে এক বীভৎস সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু বিদ্বেষ—কংগ্রেস বিরোধিতা—দেশ ভাগের এক মর্মান্তিক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মইনুল হাসান সেই আলিগড়কে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে চায় এবং সদম্ভে বলে মুর্শিদাবাদে—আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় করলে কে আমাদের বাধা দেবে? নগ্ন মুসলিম তোষণকারী কংগ্রেস এবং সি.পি.এম তাদের কতটা শক্তি জোগাচ্ছে? আর নামে কি আসে যায়? তো এবার ভারতের নাম পাল্টে পাকিস্তান বা উর্দুস্তান করা হোক্।

৭.৮.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : ২০০৩ সালে মুম্বাইয়ে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া এবং জাভেরী বাজারে বিস্ফোরণে ৫২ জন নিহত ও অসংখ্য মানুষ আহত হয়। ওই মুম্বাই বিস্ফোরণ মামলায় গতকাল ৬.৮.২০০৯ তারিখে পোটা আদালত লস্কর-ই-তোইবা সদস্য মহম্মদ হানিফ, তার স্ত্রী ফাহমিদা এবং আশরাত আনসারীকে মৃত্যুদণ্ড দিল। (দণ্ড তো দিল, কার্যকর হবে?)

১৪.৮.২০০৯ আনন্দবাজার (৪র্থ পাতা) : শিক্ষায় পিছিয়ে মুসলিমরা, কবুল বুদ্ধের। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পাশে বসিয়ে বুদ্ধ বলেন, ইসলাম ধর্মের শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাও দেওয়া হবে। মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমির ব্যবস্থা শীঘ্রই করা হবে। এক হাতে কোরাণ, অন্যহাতে কম্পিউটার (তরবারি) নিয়ে মুসলিমদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। (সরকারী অর্থে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে কোরাণ হাতে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা, এতো ইসলামিক রাষ্ট্রেই হয়। তাহলে, ভারত ইসলামিক রাষ্ট্র, না ভণ্ডামিতে ভরা

ধর্মনিরপেক্ষ?)

১৪.৮.২০০৯ বর্তমান (৩য় পাতা) : গোয়ায় যুবক খুনের দায়ে গত ১১/৮ মঙ্গলবার রাতে হিঙ্গলগঞ্জ সীমান্তে গ্রেপ্তার খুলনার গোবর গাছা গ্রামের মহম্মদ হাফিজ।

১৪.৮.২০০৯ বর্তমান (৫ম পাতা) : জালনোট চক্রের চাঁই আসগার আলি আব্দুল হোসেন আবুলি জালনোট সহ আমেদাবাদে গুজরাট পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার। (এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আবার হাইকোর্ট ডেকে পাঠাবে না তো?)

১৭.৮.২০০৯ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : আমার নামে খান আছে বলেই হেনস্থা—শাহরুখ।

৯/১১ আমেরিকার মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস করার পর মার্কিন সরকার বিমান বন্দরে তল্লাশির ব্যাপারে সতর্ক হয়। শাহরুখ খান আমেরিকায় গেলে মার্কিন বিমান বন্দর নিয়ম মাফিক তল্লাশি ও জেরায় কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় শাহরুখ খানের সম্মানে আঘাত লেগেছে। ততোধিক আহত ভারত সরকার। প্রফুল্ল পটেল বলেছে, এটা মেনে নেওয়া যায় না, কড়া ভাষায় এর প্রতিবাদ জানাবো। শশী-থারুর বলেছে, এ ঘটনা ভারতের পক্ষে অপমানজনক। অম্বিকা সোনি বলেছে, আমেরিকার সঙ্গেও এরকম ব্যবহার করা উচিত। আর উত্তরপ্রদেশে এর প্রতিবাদে বারাক ওবামার কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়েছে।

(সঠিক প্রতিবাদ হয়েছে। শাহরুখ খান তিনি তো জাতির পিতা। মহাত্মা গান্ধী এখন খারিজ। কিন্তু আমেরিকার জাতীয় মর্যাদা ও নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের গৃহীত পদক্ষেপ সঠিক হবে না কেন? তারা তো মেষ শাবক নয়। আর গোটা দেশটাকেও ইসলামের কাছে বন্ধক রাখে নাই। ভারতে প্রতিনিয়ত মুসলিম সন্ত্রাস ঘটছে, আর নেতারা চিল চিৎকার করছে সন্ত্রাসের জন্য মুসলিমদের দায়ী করা চলবে না। তো দায়ীটা কে? শাহরুখের জাতভাইরা যে পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে—তার জন্য কি তার কোন লজ্জা বোধ হয়? এর জন্য তার জাতভাইদের বিরুদ্ধে কোন নিন্দাবাক্য বলতেও শুনি নাই। যার এত মর্যাদাবোধ, সে আগে তাদের জাতভাইদের সংযত করুক। তল্লাশির প্রতিবাদ করে সন্ত্রাসবাদিদের পরোক্ষে সমর্থন করা হলো। ভারতীয় রাজনীতির দুর্বৃত্তদের সঙ্গে শাহরুখের কি আশ্চর্য মিল? এতেই শেষ নয়। শোনা যাচ্ছে, শাহরুখ নাকি এর প্রতিবাদে আমেরিকার কুৎসা গেয়ে একটি সিনেমা করতে চলেছে। যদি তাই হয় আর কোথাও না চলুক ভারতে রমরমিয়ে চলবে। পাকিস্তানেও।

১৮.৮.২০০৯ বর্তমান (৫ম পাতা) : পাকিস্তান থেকে জঙ্গীরা নতুন করে আক্রমণের ছক কষছে। মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে বললেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন।

বর্তমান (৭ম পাতা) : পাক পাঠানদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারতে পাঠাচ্ছে আই.এস.আই।

বর্তমান (৭ম পাতা) : ভারতীয় নোট জাল করার আই.এস.আই রীতিমতো উইং খুলেছে।

আনন্দবাজার (১ম পাতা) : কচ্ছ উপকূলে জলযান সহ ধৃত ৯ পাক নাগরিক।

১৯.৮.২০০৯ আনন্দবাজার (১১ পাতা) : কাশ্মীরে লস্কর-ই-তৈবা ফতোয়া জারী করেছে টি.ভি. দেখা চলবে না। কারণ উহা ইসলাম বিরুদ্ধ।

২৬.৮.২০০৯ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : লস্কর জঙ্গী-সেলিম ওরফে ইউসুফ গ্রেপ্তার।

২৭.৮.২০০৯ সন্ধ্যা ৭টা, দুরদর্শন সংবাদ : সংখ্যালঘুদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্র একটি প্যানেল তৈরী করবে।

(যার মাধ্যমে ভারতকে ইসলামিকরণের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে।)

২৮.৮.২০০৯ আনন্দবাজার (৩য় পাতা) : সংখ্যালঘুদের ব্যাংক ঋণ বাড়াতে জোর প্রণবের। দেশের ১৫ কোটি মুসলমানের ২/৩ অংশ ব্যাংক ঋণ পাচ্ছে। কেন্দ্র ১ বছরের মধ্যে সমস্ত মুসলিম অধ্যুষিত ব্লকে ব্যাংকের শাখা খুলবে।

২৯.৮.২০০৯ কাশ্মীরে কলেজে পোষাক বিধি জারী লস্করের। পর্দা ও বোরখা বাধ্যতামূলক।

(কাশ্মীর কি লস্করের শাসনাধীন আলাদা রাষ্ট্র? নাকি ভারতের দুর্বৃত্তরা কোন গোপন চুক্তির মাধ্যমে লস্করকে লীজ দিয়েছে।)

৩১.৮.২০০৯ আনন্দবাজার (৬ষ্ঠ পাতা) : মুসলিমদের জন্য বৃত্তি শিক্ষাকেন্দ্র গড়বে কেন্দ্র। মাদ্রাসামন্ত্রী সাত্তার এবং ২৪ পরগনার জেলাশাসক খলিল আমেদ এ ব্যাপারে দিল্লীতে।

২.৯.২০০৯ বর্তমান (৪র্থ পাতা) : যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে সীমান্তে পাকগুলি। হত ভারতীয় জওয়ান। ব্রিগেডিয়ার গুরুদীপ সিং জানান, পাকিস্তানের কাছে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হবে। তবে আমাদের জওয়ানরা যথেষ্ট সংযত ছিল।

(সংযত থাকা ছাড়া আর কি বা করার আছে ভারতীয় জওয়ানদের?)

৫.৯.২০০৯ বর্তমান (৫ম পাতা) : ফের স্বাধীন কাশ্মীরের দাবি পাকিস্তানের।

৫.৯.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : বৈদিক ভিলেজ কাণ্ড—আরাবুলকে দরাজ সার্টিফিকেট মমতার।

(মুসলিম ভোটের সার্টিফিকেট প্রাপ্তি মমতার)

৫.৯.২০০৯ আনন্দবাজার (১১ পাতা) : তালাক বাড়ছে, বহু মহিলা নিরাশ্রয়। মহিলা কমিশনকে দোষারোপ—সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের। মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমেই ৩ লক্ষ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে আরও কয়েক লক্ষ তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম মহিলা বঞ্চিত হচ্ছেন। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর তাদের প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঘর করে দেবে।

(তালাকপ্রাপ্তা বঞ্চিত হবে কেন? মহাত্মা রাজীব গান্ধী যুগান্তকারী মুসলিম মহিলা বিল পাশ করিয়েছেন। যার ফলে মুসলিমরা যত খুশী তালাক দেবে। আর তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলারা হিন্দুদের দেওয়া করের টাকা—ওয়াকফ বোর্ড মারফৎ খোর পোষ হিসাবে পেয়ে যাবে এবং পাচ্ছেও। হিন্দু বিধবারা কাফের, তাদের না মরাই অপরাধ। সুতরাং না খেয়ে মরুক।)

৭.৯.২০০৯ আনন্দবাজার (১ম পাতা) : নমাজ পড়া পোষাকে, নমাজ পড়ছেন মমতা—বিশাল ছবি।

(মুসলিম ভোটের মহিমা)

৭.৯.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : পার্ক সার্কাস ময়দানে নমাজ পড়া পোষাকে মমতার ঘোষণা—১) সর্বভারতীয় রেলের পরীক্ষায় উর্দুতে প্রশ্ন হবে, উর্দুতে উত্তর দেওয়া যাবে।

২) মুসলিমদের জন্য কলকাতা-আজমির শরীফ ট্রেন প্রতিদিন চলবে।

৩) ওখানেই ইফতার পার্টিতে একজন মুসলিম মহিলাকে মমতা নিজ হাতে খাইয়ে দিচ্ছেন। (মুসলিম ভোটের জন্য সব করা যায়)

১১.৯.২০০৯ আনন্দবাজার (৭ম পাতা) : ভারতের হাইকমিশনারের ডাকা ইফতার পার্টিতে আই.এস.আই প্রধান আহমেদ সুজা পাশা।

১১.৯.২০০৯ আনন্দবাজার (৭ম পাতা) : ইশরাতকে নিয়ে হলফনামায় বিব্রত কংগ্রেস। ২০০৪ সালের জুন মাসে ইশরাত ও তার তিন সঙ্গী পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা যায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি হলফনামায় গুজরাত হাইকোর্টকে বলেছিল, এরা ৪ জন লস্করের ঘনিষ্ঠ সন্ত্রাসবাদী। এখন কংগ্রেস বলছে, এরা ৪ জন নিরীহ মুসলমান, নরেন্দ্র মোদির পুলিশ এদের খুন করেছে। গুজরাত সরকার উত্তরে হলফনামাটি পেশ করেছে।

(তো এবার Special Investigation Team তদন্ত করে দেখুক—বুখারী, মাদানী, না বরকতি কার সুপারিশে কংগ্রেস এখন এই চার লস্কর জঙ্গীকে নিরীহ মুসলমানের সার্টিফিকেট দিতে চাইছে। আর এজন্য কংগ্রেসকে হিন্দু বিদ্বেষী, মুসলিম তোষণকারী, সাম্প্রদায়িক দেশদ্রোহী বলা যায় কি না?)

১১.৯.২০০৯ বর্তমান (৬ষ্ঠ পাতা) : হিন্দুরা আক্রান্ত অথচ পাকিস্তানকে তোয়াজ করছে মনমোহন সরকার, বি.জে.পি। তালিবানি অত্যাচারে জর্জরিত হিন্দু ও শিখ দলে দলে পাকিস্তান থেকে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এর কোন প্রতিবাদ করা দূরে থাক, মনমোহন সরকার পাকিস্তানকে তোয়াজ করেই চলেছে। এতে ভারত একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে।

১৩.৯.২০০৯ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : সন্ত্রাসের শেষ নাই কাশ্মীরে। গতকাল ১২.৯.২০০৯—১) শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলের কাছে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে পুলিশ মহিলা সহ ৪ জন নিহত। দায় স্বীকার জামাতুল মুজাহিদিন এর। ২) ওয়াগা সীমান্তের কাছে পাকিস্তানের রকেট বর্ষণ।

১৩.৯.২০০৯ রাত্রি ৭টায় টি.ভি. সংবাদ ১) তাজিয়ার সঙ্গে মুসলিম পোষাকে মমতা (মুসলিম ভোটের জন্য জাত ধর্ম কোন ছার—দেশটাকেই বিকিয়ে দিতে রাজী। ২) মালদহে জনসংখ্যাব ৫২% মুসলমান, তাদের জন্য আলাদা ৬২ কোটি টাকা মঞ্জুর। ৩) মালদহে “মাদ্রাসা ইসলামিয়া আরবিয়া”র ছড়াছড়ি।

(মুর্শিদাবাদে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় দেখে যাদের চোখ টাটায় তাদের চোখ এবার কপালে উঠুক। আমরা মালদহে আরবকে নিয়ে এসেছি।)

১৪.৯.২০০৯ আনন্দবাজার ও বর্তমান : ফুরফুরা শরিফে প্রণব মুখোপাধ্যায়, মুসলমানদের জন্য কল্পতরু। পীরজাদা মৌঁলানা ত্বহাসিদ্দিকি বলেন ৩২ বছরে বামফ্রণ্ট মুসলমানদের জন্য কিছুই করে নাই। (তালিবান ট্রেনিংয়ের জন্য মাত্র দুটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আর কয়েক হাজার মাদ্রাসা করে দিয়েছে।) তাই এবার আমরা ওদের ভোট দিই নাই। তোমরা যদি কিছু না করো, তোমাদেরও ভোট দেবো না। প্রণব কাতর কণ্ঠে বলেন, আমাদের দয়া করে একটু সময় দিন। আপনাদের সমস্ত দাবী পূরণ করবো। আপাততঃ ট্রেন ও সড়ক যোগাযোগ উন্নত করে ফুরফুরা শরীফকে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র (থুড়ি, আন্তর্জাতিক মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) গড়ে দেবো।

১৬.৯.২০০৯ আনন্দবাজার : সরকারী ব্যয় সংকোচ করে হিরোইন আর হিরো। সোনিয়া, বিমানে ইকোনমি ক্লাসে যাত্রা করে খবরের কাগজে শিরোনাম সংবাদ। রাহুল শতাব্দীর এ.সি. চেয়ার কারে চেপে মালায় মালায় ভূষিত হীরো।

১৯.৯.২০০৯ আনন্দবাজার : উৎসবের আবাহনে সম্প্রীতির শহর কলকাতা—একটি ছবি একজন মুসলিম তরুণী—ঈদের পোষাক কিনছে, পাশে অন্য একটি ছবি, পুজা মণ্ডপেঁ দুর্গা প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে (কি আনন্দ! ঈদেব

বাজারের পাশ দিয়ে প্রতিমা নিয়ে গেলেও মুসলমানেরা আটকায় নাই বা কোন তাণ্ডব করে নাই। কি আনন্দ!)

আনন্দবাজার (১ম পাতা) : ইফতার পার্টির ছবিতে সবাই হাজির। আডবানী, ইয়েচুরি, লালু, আহমেদ পটেল সবাই ইফতারের প্রেমে মাতোয়ারা।

২২.৯.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : সরকার মুসলিমদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। খিলাফৎ কমিটি আয়োজিত রেড রোডে ঈদের নামাজ পাঠ করে ইমামে ইদেনকারী ফজলুর রহমান বামফ্রণ্টকে তেড়ে আক্রমণ করে বলে, মুসলমানদের জন্য ওরা কিছুই করে নাই। তাই আমরা ওদের ভোট দিই নাই। এবার ভোটে মুসলিম বিদ্রোহ ঘটেছে। (ধর্মীয় সমাবেশে প্রকাশ্যে ভোটের রাজনীতি এদেশেই সম্ভব।)

বর্তমান (১ম পাতা) : ডেবরায় মুসলিম রোষে দাপুটে মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের বে-ইজ্জতি। ডেবরার আষাঢ়ি গ্রামে একটি স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সুশান্তর সভা চলছিল। মুসলমানেরা আজানের মাইক বাজাবে, সুতরাং অনুষ্ঠানের মাইক বন্ধ করতে বলে। মাইক বন্ধ না করায় মন্ত্রীর পাঞ্জাবি ধরে ধাক্কা মেরে মাইক বন্ধ করে দেয়।

২৪.৯.২০০৯ কাশ্মীরে সেনা জঙ্গী সংঘর্ষ, মেজর সহ ৩ সেনা নিহত।

(সেনাই মরবে। তারা জেনেই গিয়েছে, জঙ্গীদের হাতে মৃত্যুই তাদের ভবিতব্য।)

১০.৯.২০০৯ রাজ্যের বৃহত্তম জমি কারবারী "বামফ্রণ্ট প্রপার্টি ডিলার্স—" তার দালাল গফফর মোল্লা। তার দালালী কমিশন বাবদ আয় ব্যাংকে জমা—১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, রাজার হাট এলাকায় জমি ৪০ বিঘা (এক কাঠার দাম ৭ লাখ টাকা)। সোনা ও হীরের গহনা প্রচুর একাধিক বাড়ি, গাড়ি ও মোটর সাইকেল। মোবাইল ফোন ১০টি। ১০ বছর আগে গফফর ঐ এলাকায় সাইকেল ভ্যান চালাতো।

৩.১১.২০০৯ উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দে জমিয়তে-উলেমা-ই হিন্দ, পি. চিদাম্বরমের উপস্থিতিতে "বন্দে মাত্‌রম্"-এর বিরুদ্ধে নিন্দা ও ফতোয়া জারী করল। কংগ্রেসের নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরাপ্পা মইলি, জানুয়ারী মাসে পেশ করা তাঁর প্রশাসনিক সংস্কার রিপোর্টে দেওবন্দের দারুল উলুম নামে এশিয়ার বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্রটিকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিলেন। অভিযোগ করেছিলেন, এই শিক্ষাকেন্দ্রটি ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত, সন্ত্রাসবাদী। পাকিস্তানে যে দেওবন্দি মাদ্রাসা থেকে তালিবানের জন্ম তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এবং জমিয়তে-উলেমা-ই-হিন্দ এর সঙ্গে যুক্ত।

তালিবান এখন সব কিছু ছেড়ে সন্ত্রাসেই সীমাবদ্ধ। ভারতের মুসলিম সমাজে ইসলামের তালিবানি প্রকরণ চালু করতে জমিয়ত ভিতরে ভিতরে খুবই সক্রিয় এটাও প্রমাণিত।

এই রিপোর্ট পেশের পরই দেওবন্দের দারুল উলুম ঘোষণা করে, নিরীহ মানুষকে হত্যা করো না, ইহা ইসলাম সমর্থন করে না। (তবে হিন্দু কাফের নিরীহ হলেও হত্যা করা পবিত্র ইসলাম সম্মত।)

এ হেন দেওবন্দে জমিয়ত, ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার পদক্ষেপ হিসাবে একটা সম্মেলন ডাকল। সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হল পি. চিদাম্বরম, শচীন পাইলট, সীতারাম ইয়েচুরী প্রমুখকে, সম্মেলনে গৃহীত দাবি গুলির বৈধ স্বীকৃতির প্রমাণ স্বরূপ। সম্মেলনে যে দাবিগুলি করা হয়েছে—

১) বন্দেমাতরম্ নিষিদ্ধ ঘোষণা।

২) ইউ.পি.এ সরকারের কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বিস্তারের বিরোধিতা করা। এতে মাদ্রাসার নিজস্বতা, উদ্দেশ্য ও আধ্যাত্মিক চরিত্র নষ্ট হবে। শুধুমাত্র ধর্ম শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে। আরবি ভাষা ও ইসলামি ধর্মতত্ত্বের জ্ঞানকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

৩) জমিয়ত নেতৃত্ব সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দাবি করছে।

৪) সাচার কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করতে হবে।

৫) মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ চাই।

৬) আইন সভায় মুসলিমদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চাই।

৭) মহিলাদেব ৩৩% সংরক্ষণে প্রবল আপত্তি। কারণ ইসলাম মহিলাদের অধিকার মানে না।

৮) শরিয়তের অবিকল অনুসরণ হলেই ইসলাম রক্ষা পাবে।

৯) নমস্তের বদলে সালাম বাধ্যতামূলক হবে।

১০) নারীদের বোরখা বাধ্যতামুলক।

১১) যুবকদের টি.ভি. এবং সিনেমা দেখা বন্ধ করতে হবে।

১২) এইডস নিরোধক সরকারী প্রচার বয়কট করা হবে।

চিদাম্বরম প্রমুখ ওই সংগঠনের দেশপ্রেম এবং প্রগতিশীল মনোভাবের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন এবং বাবরী নিয়ে চোখের জল ফেলেছেন। একটাই উদ্দেশ্য সমাজবাদী পার্টির মুসলিম ভোটে ভাগ বসানো। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সবকিছু করা যায়।

জহরলালের প্রধানমন্ত্রী হবার উদগ্রবাসনা দেখে দেশভাগের প্রাক্কালে উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন, Power will go into the hands of Rascals, Rogues and Free booters. ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নীতি বিসর্জন দেওয়া এইসব রাজনীতিকদের রাস্কেল বললে দোষ কোথায়? হিন্দুরা এক জোট হয়ে এবার বলুন, রাস্কেল, তোমরা মুসলিম ভোট নিয়ে অধঃপাতে যাও। আমরা তোমাদের ভোট দিয়ে দেশের সর্বনাশ আর

ঘটতে দেবো না।

১৮.১১.২০০৯ আনন্দবাজার (১ম পাতা) : কলকাতা ওড়ানোর ছক। জালে বাংলাদেশে—৩ জঙ্গি।

১) আবদুল্লা হিল বাকি, ২) আবদুর রহমান, ৩) মহম্মদ তাহিদুর।

১৯.১১.২০০৯ বর্তমান : সন্দেহ হলেই নজরদারি, রাজ্যকে কেন্দ্রের চিঠি। পঃ বঙ্গের ৮টি জেলায় বাংলাদেশ সীমান্তে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ১০ হাজার মসজিদ, মাদ্রাসা, মোক্তবের উপর কঠোরভাবে নজরদারি চালানোর নির্দেশ পাঠাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। Religious Institute (Prevention of Misuse) Act, 1988 এর বিভিন্ন ধারায় ঐসব মসজিদ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও রাজ্যকে বলা হয়েছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা মাদ্রাসাগুলি যে জঙ্গী তৈরীর আঁতুড় ঘর তা মেনেও নিয়েছিলেন। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, জঙ্গীরা ধর্মীয় স্থানগুলিতে আশ্রয় নেয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বর্ডার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সচিব বিনয় কুমার গত ২১.১০.০৯ রাজ্যের মুখ্য সচিব অশোক মোহন চক্রবর্তীকে চিঠি লিখে সীমান্তে ধর্মীয় স্থানগুলি যে ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টেও জানানো হয়েছে, সীমান্তে বে আইনি মাদ্রাসা মসজিদের সংখ্যা ১০ হাজারের বেশী এবং তা আরও বাড়ছে। দুই চব্বিশ পরগনা, মালদহ, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে এই ধরনের মসজিদ ও মাদ্রাসার সংখ্যা বেশী।

(মাননীয় বিচারপতি সাচারের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, তিনি সীমান্তের ১০ সহস্রাধিক মসজিদ-মাদ্রাসা সরেজমিনে ঘুরে দেখুন। সেগুলির নির্মাণকাল অর্থাৎ দেশ ভাগের আগে না পরে, গড়ে এক একটির নির্মাণ ব্যয় কতো এবং এর সংলগ্ন অঞ্চলে কত মুসলমানের বাস। তাহলে আমার বিশ্বাস তাঁর কমিটির রিপোর্ট পরিবর্তন করতে বাধ্য হবেন।)

২৬.১১.২০০৯ Times of India (1st Page) : It costs Rs. 31 crores to keep Kasab alive.

হত্যা, ধ্বংস কাপুরুষতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগ—১৮৩ জন নিরীহ নাগরিকদের মৃত্যু, ৩৫০ জন আহত হবার স্মৃতি নিয়ে জঙ্গী কাসবকে জামাই আদরে পুষতে খরচ হয় দৈনিক ৮.৫ লাখ টাকা। ১ বছরে খরচ হলো ৩১ কোটি টাকা। তবু ভারত সরকার এখনও পর্যন্ত ইসলামাবাদকে এই হামলার নৈতিক দায় পর্যন্ত স্বীকার করাতে পারে নাই। কাসবকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা নাই

নপুংসক ভারত সরকারের। তাই নাকে খত দিয়ে সসম্মানে কাসবকে মুক্তি দিলে, অন্ততঃ দেশের বার্ষিক ৩১ কোটি টাকা অপচয় বন্ধ হয়।

(তাছাড়া কাসব তো মুসলমান। মুসলমান কোন অপরাধ করতে পারে না।)

১১.১২.২০০৯ আনন্দবাজার সম্পাদকীয় :

সুইজারল্যাণ্ডে, সুইশ জনগণ গণভোটে রায় দিয়েছে সুইজারল্যাণ্ডে নতুন করে আর কোন মসজিদ নির্মাণ করা চলবে না।

১৫.১২.২০০৯ বর্তমান (১ম পাতা) : তালিবান জঙ্গীদের আত্মঘাতী বাহিনী মুম্বাই, আমেদাবাদ দিল্লী ও কলকাতায় ঢুকেছে। হামলার আশংকা। কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থা আইবি'র সতর্ক বার্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে।

১৮.১২.২০০৯ Times of India (10th Page) : Madani wife held on Terror charges.

Kerala Police on Thursday arrested Soofiya Madani, wife of P.D.P. leader Abdul Nasser Madani and charged her with links to the Lashkar-e-Toiba.

১৮.১২.২০০৯ বর্তমান : লস্কর জঙ্গি সন্দেহে ধৃত নাজির এখন কেরল সি.পি.এমের মাথা ব্যথা। কেরলের কান্নুর জেলার টি নাজির শাসকদল সি.পি.এমের ঘনিষ্ঠ। আমেরিকায় ধৃত পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী ডেভিড কোলম্যান হেডলি ও তার পাক সাগরেদ তাহাউর হুসেন রানার সঙ্গে ২৬/১১র আগে ও পরে আবদুল নাসের মাদানির যোগাযোগ ছিল। ১৫ই এবং ১৬ই নভেম্বর কোচি শহরে রানার সঙ্গে নাজিরও ছিল। অপর একটি সন্ত্রাসবাদি নাশকতার তদন্তে সি.পি.এম ঘনিষ্ঠ আবদুল নাসের মাদানির স্ত্রী সুফিয়া মাদানিকে কোচি শহরে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কোয়েম্বাটুর বিস্ফোরণ কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত আব্দুল নাসের মাদানির সঙ্গে নাজিরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। মাদানির দল পি.ডি.পি'র সঙ্গে গত লোকসভা নির্বাচনে আঁতাত ও আসন সমঝোতা করেছিল সি.পি.এম। পলিটব্যুরো সদস্য পিনারাই বিজয়ন এখনও মাদানির পক্ষ সমর্থন করে বিবৃতি দিয়ে চলেছে। বিজয়নের ঘনিষ্ঠ মাদানি আর মাদানির দক্ষিণ হস্ত নাজির।

সম্প্রতি বাংলাদেশে রাইফেলস সেখানে ১ নাজিরকে গ্রেপ্তার করে মেঘালয়ের ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে। মাদানি কোয়েম্বাটুর জেলে বন্দী থাকা কালে এই নাজিরের সাহায্যে সুফিয়া কোচির কাছে তামিলনাড়ুর একটি সরকারী বাসে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, ২০০৫ সালে। নাজির বাঙ্গালোরে জেরার মুখে সেকথা স্বীকারও করেছে। এখন

নাজিরকে জেরা করার জন্য বিজয়ন তারই পেটোয়া এক অফিসারকে নিযুক্ত করেছে।

(ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের শাশ্বতবাণী—"ভারতের মুসলমানেরা কোন অপরাধ করতে পারে না"—আর মহান নেতারা বলেন "সন্ত্রাসের জন্য কোনও মুসলমানকে দায়ী করা চলবে না।" তাহলে এত সবের কি প্রয়োজন। আর সব শেষে তো সেই বেকসুর খালাস।)

৬.১.২০১০ আনন্দবাজার সম্পাদকীয় : "এই সফরের গুরুত্ব" শেখ হাসিনার সফর উপলক্ষে আনন্দবাজারের ওকালতি—অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের মানবিক এবং নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা এবং তাহাদের পুনর্বাসন বিষয়ে দুই দেশের সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় (বাংলাদেশকে আবার টানাটানি কেন? ভারত সরকার এক কোটির অধিক অনুপ্রবেশকারীদের, বাংলাদেশি মুসলমানের জন্য একটি পুনর্বাসন দপ্তর খুলে ফেলুক।)

৮.১.২০১০ Times of India : Around 700 Jihadis waiting to strike in Jammu & Kashmir.

৮.১.২০১০ বর্তমান (১ম পাতা) ও আনন্দবাজার (৭ম পাতা) : সাচারের সুরেই রাজ্যকে তোপ কেন্দ্রীয় কমিশনের। জাতীয় অনগ্রসর সম্প্রদায় কমিশনের সদস্য এ আলি আজিজি মহাকরণে বলেন, গুজরাটে নরেন্দ্র মোদি মুসলমানদের গুলি করে মারছে, আর পঃ বঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার মুসলমানদের জেলে ভরে মারছে।

(তোরা এদেশে আছিস কেন? পাকিস্তানে চলে যা। কিন্তু কে বলবে?)

৯.১.২০১০ বুদ্ধদেবের সংখ্যালঘু প্রেম—কলকাতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক কত মুসলমানের বাস, তাদের কতজন দারিদ্র্য সীমার নীচে—তার ফিরিস্তি।

(তার মধ্যে কতজন অনুপ্রবেশকারী আর পুরুষদের কটা করে বিবি আর কটা করে ছেলে মেয়ে তার পরিসংখ্যানটা দেওয়া হবে না কেন?)

১১.১.২০১০ বর্তমান (১ম পাতা) : জঙ্গীদের টার্গেট ১০ বিজ্ঞানী। নিরাপত্তা বাড়াল সরকার।

১৫.১.২০১০ মেদিনীপুরে শেখ আজিতালি নাবালিকা মৌমিতা চক্রবর্তীকে বিয়ে করেছে। মৌমিতার বাবা কোর্টে গিয়েছে। ইদ্রিশ আলি আজিতালির আগাম জামিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। হাইকোর্ট বলেছে, ওদের মুসলিম মতে বিবাহের প্রমাণপত্র দেখিয়েছে। সুতরাং নাবালিকার দায় থাকবে না। ভারতের মুসলমান হলে নাবালিকার বিবাহ ইসলামের পবিত্র বিধান। ইদ্রিশ বলেছে, ওরা সুখে ঘর সংসার করছে। ওদের বিরক্ত করা চলবে না।

(তাছাড়া আজিতালি একটি হিন্দু মেয়ের জাত মেরে, এখন দেশে বছর বছর মুসলিম নাগরিক বাড়াবার পবিত্র ইসলামি কর্তব্যই পালন করছে।)

১৬.১.২০১০ বর্তমান (৭ম পাতা) : মাধ্যমিক সব বিষয়ের প্রশ্ন উর্দুতে করার দাবী। স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটি (বকলমে সিমি)-র সভাপতি আয়মানুল হক মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সামনে সভা করে বর্তমান বৎসর থেকে চালু করার দাবি জানিয়েছে। (বাংলায় থাকবে অথচ বাংলা শিখবে না—তো পাকিস্তানে চলে যা।)

২৮.১.২০১০ বর্তমান (৬ষ্ঠ পাতা) : ১৫ বছরের মৌমিতা চক্রবর্তীকে ধর্মান্তরিত করে আজিজা বিবি নাম দিয়ে আজিতালি ইসলামি মতে বিয়ে করেছে। সুতরাং এতে দোষের কিছু নাই। ইদ্রিশ-আলি বলেছে, তারা হাইকোর্টে যাবে।

২৮.১.২০১০ বর্তমান : লালগড় অভিযানের জন্য রাজ্যকে C.R.P. বিল দিল ৭.৫ কোটি টাকা।

২৬.১.২০১০ মুসলিমদের চাকুরীতে সংরক্ষণ চায় ফরওয়ার্ড ব্লক।

২৯.১.২০১০ বর্তমান (৯ম পাতা) : ধর্মতলায় মুসলিম সমাবেশ—। জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের ডাকা সমাবেশে সিদ্দিকুল্লার হুঁশিয়ারী মুসলিমদের ২০% সংরক্ষণ দাবী না মানলে মুক্তি যুদ্ধ শুরু হবে। নাখোদা মসজিদের ইমাম কারি ওসমান সাহেব বলেন, যারা মুসলিমদের স্বার্থ দেখবে, তাদের আমরা মসনদে বসাবো।

(ভারতের দুর্বৃত্ত রাজনীতিকদের মদতেই তোমরা আবার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে দেশকে টুকরো টুকরো করে কয়েকটা পাকিস্তান করবে।)

৩১.১.২০১০ বর্তমান (১ম পাতা) : বাল থ্যাকারে বলেছেন, পাক ক্রিকেটারের পক্ষে সওয়াল করে শাহরুখ ভারতবাসীর ২৬/১১-র সেন্টিমেন্টে আঘাত করেছেন। তাঁর যদি এতই পাকিস্তান প্রীতি তো উনি তাঁর দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্যাপটেন করে দিন আজমল কাসবকে আর ভাইস ক্যাপটেন করে দিন ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী আফজল গুরুকে। (আফজল গুরুকে সাজা দেবার ক্ষমতা যখন ধর্মনিরপেক্ষ ভারত সরকারের নেই, তখন পুরস্কারটা শাহরুখ দিয়ে দিন।)

৩০.১.২০১০ বর্তমান সম্পাদকীয়—সম্পাদক বলছেন "বাম জমানায় মুসলিমরা বঞ্চিত"। বর্তমান সি.পি.এম বিরোধী, সুতরাং সি.পি.এম-এর বিরোধিতা করতে গিয়ে বর্তমান সম্পাদক মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিচ্ছেন। (মুসলিমরা বঞ্চিত আর বাকী সবাই দুধে ভাতে আছে? হিন্দু ব্রাহ্মণদের শতকরা কতজন দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন, তার জন্য একটা সাচার কমিটি গড়তে

বর্তমান সম্পাদক দাবী করুন না। জঙ্গল মহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন?
(মুসলমানরা লাগামছাড়া জনসংখ্যা বাড়াচ্ছে আর বঞ্চিত হচ্ছেই বা কেন? তারা তাদের লড়কে লেঙ্গা পাকিস্তানে গিয়ে দুধে ভাতে থাকুক। হিন্দুদের তো ভারত ছাড়া আর কোথাও জায়গা নেই।)
আবদুর রেজ্জাক মোল্লা, আবদুস সাত্তার মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের দাবী জানিয়েছেন।

ভণ্ড সেকুলার থেকে ভারত ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে

১৩.১.২০১০ বর্তমান (৫ম্ পাতা) : গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খুনের পরিকল্পনাকারী সোহরাব উদ্দিন শেখ গুজরাত পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায়। তাই ভাই রুবাব উদ্দিনের আবেদনের ভিত্তিতে গুজরাত পুলিশের ডি.আই.জি., ডি.এস.পি., সহ ১৪ জন পুলিশ কর্মী এখন বিচার বিভাগীয় হেফাজতে আছেন। এটা ২০০৫ সালের ঘটনা। এখন বিচারপতি তরুণ চট্টোপাধ্যায় ও আফতাব আলমের ডিভিশন বেঞ্চ ঘটনার সি.বি.আই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

(ব্রিটেনের রাষ্ট্রমন্ত্র King can do no wrong ভারতের রাষ্ট্রমন্ত্র হোক—মুসলমান কোন অপরাধ করতে পারে না।)

১.২.২০১০ বর্তমান (১ম পাতা) : সি.পি.এমের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীতে ঠাঁই হলো না একজন মুসলমানের। ৫ জন সদস্যের ১ জনও মুসলমান না হওয়ায় বর্তমানের খুব দুঃখ। (সি.পি.এম.-এর বিরুদ্ধে মুসলমানদের যেমন খেপিয়ে দেওয়া হল, সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়িও দেওয়া হল। তো, বর্তমান তাদের সম্পাদকমণ্ডলীতে অন্ততঃ ১ জন মুসলমান সহযোগী সম্পাদক রাখুন না।)

২.২.২০১০ বর্তমান (১ম পাতা) : পুলিশ বলছে, জঙ্গল মহলে যৌথ অভিযান ব্যর্থ। গত ১৮.৬.০৯ থেকে ৩১.১২.০৯, ১৯৬ দিনে খরচ ৯০ কোটি টাকা। নিহত ৬ জন মাওবাদি, মাওবাদিদের হাতে নিহত ১৩ জন পুলিশ সহ মোট ১৩০ জন।

(পাক জঙ্গীদের হাতে মার খেতে খেতে ভারতীয় সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর যোগ্যতা তথা মনোবল তলানিতে ঠেকেছে। কোন অভিযানে যাওয়া মানেই মরতে যাওয়া।)

২.২.২০১০ বর্তমান (৪র্থ পাতা) : ক্ষমতায় এলে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ—মমতা।

২.২.২০১০ বর্তমান (৯ম পাতা) : মুসলিম সমাবেশ থেকে চ্যালেঞ্জ, সি.পি.এমকে। গত কয়দিনে ২টি মুসলিম সমাবেশের পর গতকাল আবার একটি বিশাল মুসলিম সমাবেশ হলো। সেখানে মুসলিমদের ঢল নেমেছিল। ৩টি

সমাবেশের সুর এক, বামফ্রন্ট মুসলমানদের জন্য কিছুই করে নাই। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা-ত্বহা-সিদ্দিকি, মাইনরিটি ফোরামের চেয়ারম্যান ইদ্রিশ আলি। মহম্মদ আজহারউদ্দিন, সঃ পাঃ-র বিজয় উপাধ্যায়, কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। প্রদীপবাবু বলেন, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার মুসলমানদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বহুবিধ প্রোগ্রাম নিয়েছে এবং কাজও চলছে। আপনারা আমাদের বিশ্বাস করুন। (দয়া করে আমাদের ভোট দিন।)

(হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, সমস্ত হিন্দু একজোট হয়ে এরকম একটি সমাবেশ ডাকুন। সেখানে দাবি করা হোক, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার। কোন সম্প্রদায়কে ভোটের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া চলবে না। যারা দেবে হিন্দুরা তাদের বর্জন করবে।)

৩.২.২০১০ আনন্দবাজার (৬ষ্ঠ পাতা) : মঙ্গল কোটের গোলাম গাউস বোমা সমেত ধৃত হয়ে ছাড়া পাবার পর, তৃণমূল তাকে ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

১৪.২.২০১০ গতকাল জঙ্গী হানায় রক্তাক্ত পুনে। হত-১০, আহত-৪০

১৫.২.২০১০ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম বলেছেন, গতকাল পুনেতে যে হামলা হয়েছে—তা, পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি বৈঠক ভেস্তে দেবার ছক। এটা তেমন কোন জঙ্গী হামলা নয়। পরিভাষায় যাকে সফ্‌ট টার্গেট বলে, নিছক তেমনি এক ঘটনা। (মাত্র ১০ জন মরেছে আর ৪০ জন আহত, এটা নিছক একটা ঘটনা ছাড়া—আর কি? এরকম তো প্রতিনিয়তই ঘটছে। এর থেকে শান্তি বৈঠক অনেক জরুরী। পাকিস্তান যাই-ই করুক শান্তি আমাদের চাই।)

৩.২.২০১০ বর্তমান (৪র্থ পাতা) : জীবানন্দ বসুর নিবন্ধ, "সি.পি.এম. নেতৃত্বে মুসলমানরা উপেক্ষিত"। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে নতুন ৫ জনের একজনও মুসলমান নয়। এমন কি ভারতের ১নং মুসলিম প্রধান জেলা মুর্শিদাবাদ, ৬৪% মুসলমান, মালদহ যার ৫০% মুসলমান সেখানকার জেলা সম্পাদকের পদে কোন মুসলমান বসানো হয় নাই। এজন্য বসু মহাশয়ের যতটা দুঃখ, মুসলিম জনসংখ্যা ৬৪% ৫০% হারে অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ততোধিক আনন্দ। কোন মহৎ উদ্দেশ্যে জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি বসু মহাশয়ের জানার প্রয়োজন নাই।

তবে তাঁর জ্ঞাতার্থে একটি সংবাদ উল্লেখ করছি, যা জেনে তিনি আনন্দিত হবেন।

এক বছর আগে বিগত ২.২.২০০৯ তাং দৈনিক স্টেটসম্যানের তিনের পাতায় খবর ছিল—বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব "ক্যাম্ব" নামে মানবাধিকার সংগঠন। দেশ ভাগের সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৩০% ছিল হিন্দু। খুন, অগ্নি সংযোগ, অত্যাচার ও বিতাড়নের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্র ৯% হিন্দু। বসু মহাশয় খুশী তো?

৩.২.২০১০ বর্তমান (৭ম পাতা) : মুসলিমদের উন্নয়নের কথা কংগ্রেস ছাড়া আর কেউ ভাবে না—রাহুল। বিহারের কিষাণগঞ্জের খাগড়া স্টেডিয়ামে যুব কংগ্রেস আয়োজিত এক কর্মী সভায় কিষাণগঞ্জের কংগ্রেস সাংসদ আসরারুল হক এবং বাহাদুরগঞ্জের বিধায়ক তৌসিফ আলমকে পাশে বসিয়ে রাহুলের মুসলিম ভোট প্রার্থনা। (তো, বি.জে.পি এবার খোলখুলি হিন্দুদের বলুক, সব দলই তো মুসলিমদের উন্নয়নের কথাই ভাবে, হিন্দুরা তাদের কাছে ব্রাত্য। আমরা শুধুমাত্র হিন্দুদের উন্নয়ন করবো। আসুন, সব হিন্দু একজোট হয়ে আমাদের ভোট দিন।)

১১.২.২০১০ বর্তমান : রাহুলের সম্ভাব্য আজমগড় সফর নিয়ে জলঘোলা হতে পারে। দুবছর আগে ওখলা এলাকায় বাটলা হাউসে জঙ্গীদের সঙ্গে সংঘর্ষে দিল্লী পুলিশের অফিসার মোহন চাঁদ শর্মা নিহত হয়েছিলেন। তারপর কিছু সন্ত্রাসবাদি মুসলমান গ্রেপ্তার হয়। ইদানীং তো আজমগড়কে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় ঘর বলা হয়। মুসলিম ভোট ব্যাংক সুরক্ষিত করতে সেই গ্রেপ্তারের প্রতিকার চাইতে যুবরাজ রাহুল আজমগড় যাবেন। (মোহন চাঁদ শর্মার আত্মার তৃপ্তির জন্য রাহুলকে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা হোক।)

১৬.২.২০১০ বর্তমান (৫ম পাতা) : নেহেরুর পাকিস্তান ও চীন নীতির কড়া সমালোচনায় আদবানী। নেহেরুর বিদেশ নীতির ব্যর্থতার জন্য ভারত মাতার শরীরে সন্ত্রাসবাদ ও কাশ্মীর সমস্যা নামক দুটি দগদগে ঘা।

বর্তমান (৯ম পাতা) : ১) ধর্মতলায় মুসলিম অবরোধ—মুসলিমদের সংরক্ষণের দাবিতে গতকাল সোমবার ধর্মতলা অবরোধ করে অল বেঙ্গল মাইনরিটি ইউথ ফেডারেশনের সমর্থকরা (আরও একটি নতুন সংগঠন হলো)। ২) মুসলিম সংরক্ষণের নামে ধাপ্পা—মুসলিম ইনস্টিটিউটে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভায় আব্দুল মান্নান, দীপা দাশমুন্সি প্রভৃতি সি.পি.এমের ধাপ্পার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেন (মুসলিম তোষণের হক শুধু তাদের)। ৩) "মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণে এখন আর লাভ হবে না পার্টির। আরও আগে সংরক্ষণ করা দরকার ছিল"—রেজ্জাক মোল্লা।

২৫.২.২০১০ সংবাদ—হুসেনকে নাগরিকত্ব দিল কাতার। হুসেন দেবী সরস্বতীর নগ্ন ছবি আঁকায় ভারতের হিন্দু জনগণ তার প্রতিবাদ করেছিল, আর ইউ.পি.এ. সরকার তাকে "ভারতের গর্ব" বলেছিল। তবু হুসেন স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাতার চলে যায়। ভারত সরকার দ্বৈত নাগরিকত্ব মানে না। তবে যেহেতু হুসেন মুসলমান, সরকার প্রয়োজনে আইন পাল্টে তার নাগরিকত্ব বজায় রাখবে।

২৭.২.২০১০ বর্তমান (১৩ পাতা) : প্রণবের বাজেটে মুসলিম উন্নয়নে বরাদ্দ বাড়ল।

	(কোটি টাকা)		(কোটি টাকা)
গতবছর সংখ্যালঘু মন্ত্রকের বরাদ্দ ছিল	১৭৪০.০০	এবছরে হল	২৬০০.০০
মুসলিম অধ্যুষিত জেলার উন্নয়নে বরাদ্দ ছিল	৮৮৯.৫০	এবছরে হল	১২০৪.২০
মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তির জন্য বরাদ্দ ছিল	১৭৬.৯৯	এবছরে হল	৪০০.০০
	২৮০৬.৪৯		৪২০৪.২০

এক বছরে বরাদ্দ বাড়ল আরও ১৪০০ কোটি টাকা।
(সাম্প্রদায়িক, হিন্দু বিদ্বেষী, মুসলিম তোষণকারী এই সরকারকে হিন্দুরা বর্জন করুক।)

২.৩.২০১০ গতকাল, কন্নড় পত্রিকা "কন্নড় প্রভায়" তসলিমার নামে একটি লেখা ছাপার পর মোগা এবং হাসান শহরে মুসলমানদের তুলকালাম।
তসলিমা বলেছেন, কর্ণাটকের কোন কাগজে আমার লেখা ছাপতে দিই নাই। সংবাদপত্রটি বলেছে, লেখাটি নতুন নয়, তবে লেখাটি তাঁর কোন বই থেকে নেওয়া, আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সেখানে ছুটে গিয়ে বলেছেন এতে তসলিমার কোন ভূমিকা নাই। তাবু তাণ্ডব থামতে চায় না।

১১.৩.২০১০ Times of India : Mamata Plays her card with eye on minorities (Muslims).
রাজ্য সভায় মহিলা বিল পাশ। এখানেও মুসলিমদের জন্য কোটা চান মমতা। রাজ্য সভায় মুসলিম লীগের এম.পি. কেরলের আবদুল ওয়াহাব পি.ভি. বৃন্দা কারাতকে খোঁচা দিয়ে বলে, পঃবঙ্গে মুসলিমদের এত দুর্গতি কেন? কেরলে মুসলিম লীগ শক্তিশালী তাই সেখানে মুসলিমদের দাবিয়ে রাখা যায় নি। পঃ বঙ্গে এজন্যই মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করতে হবে।
(মুসলিম লীগ-ই ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসছে, তবে এবার দেশভাগ নয়, পুরোপুরি দখল।)

১২.৩.২০১০ বুড়ো হয়েছি, রাতে ভাল ঘুম হয় না। ভোর থেকে জেগে বসে থাকি। পশ্চিম দিকে কামারহাটী-আগরপাড়ার মসজিদ থেকে মাইকে বিকট আওয়াজ—ভোরের আজান। মুসলমান পাড়ার মসজিদ থেকে আজানের বিকট শব্দ, একনাগাড়ে ১৫ মিনিট। প্রতিদিন দিনে ৫ বার সমস্ত হিন্দুকেও শুনতে হবে, বাধ্যতামূলক। কেন? দেশটা নাকি ধর্মনিরপেক্ষ। কোন ভণ্ড বলে ধর্মনিরপেক্ষ? ইসলামিক ঘোষণা করলেই হয়। —অম্বিকা প্রসাদ পাল, সোদপুর।

১৩.৩.২০১০ সংবাদ : সংখ্যালঘু প্রধান (৬৫.৬%) মুর্শিদাবাদে সংখ্যালঘু তাস বুদ্ধের। গতকাল ১১৭ কোটি টাকার একগুচ্ছ প্রকল্পসহ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বৃত্তি নিগমের মাধ্যমে ঋণ ও বৃত্তি প্রদান।

১৪.৩.২০১০ বর্তমান (৭ম পাতা) : রাজ্যে মুসলিমদের অবস্থা তফশিলিদের চেয়েও খারাপ—মুখ্যমন্ত্রী। গতকাল কৃষ্ণনগরে মুসলিমদের ঋণদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন বুদ্ধ।

(কি বিশেষণে ভূষিত করা যায়—দরদ, তোয়াজ, তোষণ না আত্মসমর্পণ?)

২০.৩.২০১০ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : মুসলিম ভোটের সন্ধানে উত্তরপ্রদেশ সফরে রাহুল। আজমগড় যাবে রাহুল। দিল্লীর বাটলা হাউসে মুসলিম জঙ্গী-হানায় মৃত ও ধৃত জঙ্গীরা সবাই আজমগড়ের বাসিন্দা। তাদের পরিবারদের সহানুভূতি জানাতে যাবে রাহুল। (রাহুলকে ধরে বন্দী-জঙ্গীদের সেলে পুরে দেওয়া উচিত।)

২৩.৩.২০১০ গতকাল অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্ত রাজ্যের বাজেট পেশ করেছেন। মাত্র ৪ কোটি টাকার ঘাটতি। তিনি মাদ্রাসা দপ্তরের জন্য পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ এক লাফে ১২১ কোটি টাকা থেকে ৩০০ কোটি টাকা করে দিয়েছেন। এটা ৩০০'র বদলে ২৯৬ কোটি করলে, ঘাটতি শূন্য বাজেট পেশ করতে পারতেন।)

(২৩.৩.১৯৩১ ভগৎ সিং রাজুগুরু শুকদেবের শহীদ দিবস। ৮.৪.১৯২৯ ভগৎ সিং তাঁর সৎ সহযোগিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় আইন সভায় ১টি বোমা ফাটিয়ে প্রচার পত্র বিলি করেন। তাতে লেখা ছিল It takes a loud voice to make the deaf hear. একজন ভগৎ সিংয়ের প্রয়োজন, যিনি সর্বগ্রাসী মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার হবার আহ্বান জানাবেন।)

২৬.৩.২০১০ অঞ্জু গুপ্ত বর্তমান অঞ্জু রিজভি হয়ে আদবানীর বিরুদ্ধে। বাবরী ধ্বংসের সময় অঞ্জুগুপ্ত পুলিশ অফিসার হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কর সেবকরা গম্বুজের মাথায় উঠলে আদবানী তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য

সেখানে যেতে চেয়েছিলেন। অঞ্জু গুপ্ত আদবানীর নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁকে সেখানে যেতে দেন নাই। সেকথা লিবেরহান কমিশনে তিনি বলেছিলেন। তারপর অঞ্জু গুপ্ত এক মুসলমানকে বিয়ে করেন, তাঁর নাম সফি রিজভি। সফি রিজভি এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরমের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি। আর অঞ্জু রিজভি এখন (RAW) এর অফিসার। অঞ্জু রিজভি এখন নতুন করে সাক্ষ্য দিয়ে বলছেন, আদবানী করবেসকদের বাবরী ভাঙ্গার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন।

(দেশভাগের প্রাক্কালে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিতাড়নের সময় অনেক হিন্দু মা, বোন মুসলমান কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছিলেন। তাঁদের কারও কারও সন্তান নামে হিন্দু হলেও আদতে মুসলমান। তাদের হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব দেখলে এটা বোঝা যায়। তাছাড়া যারা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়, তারা প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী হয়। অঞ্জু রিজভিও ব্যতিক্রম নয়।)

২৮.৩.২০১০ বর্তমান (৫ম পাতা) : কাশ্মীরে সন্ত্রাসে ক্ষতি হয়েছে ১৭০টি মন্দিরের। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের রাজ্য ছাড়া করার আগে—১৯৮৯ সালে সেখানে ৪৩০টি মন্দির ছিল। তার ১৭০টি ক্ষতিগ্রস্ত। (এগুলি পরে মসজিদ হয়ে যাবে।)

৩১.৩.২০১০ আনন্দবাজার সম্পাদকীয়—জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের হাঁসজারু সভাপতি সনিয়া। ইতিপূর্বে বেআইনিভাবে এই পদে থাকার জন্য তাঁকে এই পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সমগোত্রীয় এই পদটির প্রতি তাঁর প্রচণ্ড লালসা। তার লালসা চরিতার্থ করার জন্য নিয়ম কানুন বদলে পুনরায় তাঁকে এই পদে বসানো হল। এখন এই পদে বসে সব দপ্তরের উপর খবরদারি করে প্রধানমন্ত্রী পদের শিক্ষানবীশি সম্পূর্ণ করে মনমোহনকে ঘাড় ধাক্কা দেওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

(এই না হলে আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তি, ইউ.পি.এর অন্তরাত্মা সনিয়া?)

১.৪.২০১০ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : সংখ্যালঘু নিয়ে নয়া পরিকল্পনা কেন্দ্রের। কোন জেলার জনসংখ্যার ১৫% মুসলিম হলেই সেই জেলাকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা হিসাবে ঘোষণা করতে চায় কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী সলমন খুরশিদ বলেন, বর্তমানে ২৫% জনগণ মুসলমান হলেই সেইসব জেলাকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বলা হয়। এটা করা গেলে আরও অধিক জেলাকে এই আওতায় আনা যাবে। একাদশ যোজনায় দেশের ৯০টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলার জন্য ৩৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। জেলার সংখ্যা বাড়লে অর্থের বরাদ্দও বাড়বে।

(এত কাণ্ড করার কি দরকার। গোটা দেশটা মুসলমানদের সুতরাং দেশটাকে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণা করলেই ল্যাঠা চুকে যায়।)

৪.৪.২০১০ সন্ধ্যা ৭টার টিভি সংবাদ : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হাত নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলছেন, পশ্চিমবঙ্গের ১২টি মুসলিম অধ্যুষিত জেলার জন্য ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। (হিন্দুদের জন্য আমড়া আঁটির ব্যবস্থা হয়েছে।)

৫.৪.২০১০ আজ সন্ধ্যা ৬টা : কলকাতা টাউন হলে প্রধান অতিথি পবিত্র সরকার, পুরোহিত বিকাশ রঞ্জন ভট্চাজ মশায় নাগরিক সম্বর্ধনা দেবেন সাংবাদিক এ.এস. মালিহাবাদি ও ডাঃ কে. কে. হায়দার সিদ্দিকিকে।

(এর সঙ্গে ত্বহা-সিদ্দিকি বরকতি মাদানীর নাম থাকলে মুসলিম ভোট ব্যাংক বেশী পুষ্ট হতো।)

৬.৪.২০১০ নেতাজীর জন্মদিনকে "দেশপ্রেম দিবস" পালনের দাবি খারিজ। ফরওয়ার্ড ব্লক রাজ্যসভা সদস্য বরুণ মুখোপাধ্যায় গত ১৭.১২.২০০৮ তারিখে রাজ্যসভায় এই প্রস্তাব রেখেছিলেন। আজ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিলেন, এটা সম্ভব নয়। কারণ স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেকের অবদান আছে। তার মধ্যে একজন ব্যক্তির নামে এটা করা যায় না।

(অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র অনেকের মধ্যে একজন মাত্র। তাছাড়া এসব তো নেহেরু পরিবারের একচেটিয়া সম্পত্তি। রাহুলের জন্য এটা আগে থেকে বরাদ্দ করা আছে।)

৮.৪.২০১০ আনন্দবাজার (৮ম পাতা) : শিক্ষা আইন নিয়ে সংসদে ধর্নার ডাক সংখ্যালঘুদের। শিক্ষার অধিকার আইনে সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব হওয়ার আশংকায় ওই আইনের কয়েকটি ধারার বিরোধিতায় নামছে ওয়েস্ট বেঙ্গল এসোসিয়েশন অফ মাইনরিটিজ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস।

৮.৪.২০১০ আনন্দবাজার (৬ষ্ঠ পাতা) : নাশকতার ছক কষছে ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন। কলকাতায় ব্যবসায়ীদের কাছে টাকা তুলছে। কলকাতার রিপোর্টে উদ্বিগ্ন দিল্লী।

৮.৪.২০১০ অশোক ভট্টাচার্য কে.এম.ডি.এ আবাসনের ২৪৮টি ফ্ল্যাটের ২৬% অর্থাৎ ৬৫টি ফ্ল্যাট মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করলেন।

৮.৪.২০১০ 'জন গণনার কর্মী আজ আমার বাড়িতে এসে কিছু তথ্য লিখে নিয়ে গেল।' সংখ্যাগুলো লিখলো আরবি অক্ষরে। জিজ্ঞাসা করলাম আরবি কেন? আমাকে দেখাল, ফর্মের নীচে ডানদিকে (নমুনা দিয়ে লেখা, এখানে দেয় পদ্ধতি অনুসারে কেবলমাত্র আরবি সংখ্যায় লিখুন।) নির্দেশ দেওয়া আছে।

দেশটা তো ইসলামিক রাষ্ট্র হতে চলেছে। তার আগেই রাষ্ট্রভাষা আরবি হয়ে গেল? এরকম নির্দেশ কে দেয়, উদ্দেশ্যই বা কি? আমাদের জানার দরকারই বা কি?

আমরা শিক্ষিত সচেতন নাগরিক, যাকে বলে আঁতেল। আমরা সর্বব্যাপী অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার, বিশৃঙ্খলা, স্বজন পোষণ, দুর্বৃত্তায়নের প্রতিবাদ করি না। প্রতিরোধ করার চিন্তা মাথায় আসে না। আমরা আঁতেল আপ্তবাক্য স্মরণ করি—'য পলায়তি স জীবতি।' কিন্তু আমরা পালাতেও কি সমর্থ? ছোট বেলার স্মৃতি, গ্রামের মাঠে ছাগল ভেড়া চরতো। মাঠে শিয়াল বেরুলে ছাগলগুলো ছুটে পালাবার চেষ্টা করত। ভেড়াগুলো চোখ বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো। ও তো শিয়াল দেখতে পাচ্ছে না, অতএব ভয়ের কারণ নেই। শিয়াল এসে একটা ভেড়ার টুঁটি ছিঁড়ে রক্ত খেতো তারপর টানতে টানতে নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যেতো।

কবি বৃথাই বলেছেন, 'মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।' সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক হিন্দু জাতি মুসলমানদের বর্বর আক্রমণে ও নৃশংস অত্যাচারে তাদের অতীত ঐতিহ্য ভুলে গিয়েছিল। ইংরেজ শাসনে শোষিত হয়েও তারা তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ফিরে পেয়েছিল। দেশ ভাগ, খণ্ডিত স্বাধীনতা, কংগ্রেসী দুর্বৃত্তায়নের ফলে আবার সব বিস্মৃত। খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভের ১ বছরের মাথায় ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের অন্যতম নির্ভীক সাংবাদিক ডি. এফ. কারাকা তাঁর বিখ্যাত "কারেন্ট" পত্রিকায় হেড লাইন করেছিলেন People say, Congress worst than Britishers.

৯.৪.২০১০ আজন্ম লালিত বিশ্বাস-সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা। এমন কি মুসলিম সন্ত্রাসবাদিদের প্রতিনিয়ত আক্রমণ সত্ত্বেও, ইষ্টমন্ত্র জপ করার পর যীশু, বুদ্ধ, মহাবীর, হজরত মহম্মদ, গুরু নানককে স্মরণ এবং প্রণাম করি। শেষ বয়সে সেই বিশ্বাসেই আঘাত লাগছে। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। ভোর থেকে জেগে থাকি। বিছানায় বসে ইষ্ট চিন্তা করতে গিয়ে প্রতিদিন মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। পশ্চিমদিকের আগরপাড়া-কামারহাটীর মসজিদগুলো থেকে শুরু হয় ভোরের আজান, মাইকে বিকট আওয়াজ। বন্ধ হতে না হতেই পূব-দক্ষিণে ফতোল্লাপুর, তারপরেই পূর্ব উত্তর দিক থেকে ঘোলা মুসলমান পাড়ার মসজিদ থেকে মাইকে বিকট শব্দে আজানের ধ্বনি, এক নাগাড়ে ১৫ মিনিট এবং দিনে ৫ বার।

মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে বাস করবে না। রক্তক্ষয়ী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলা মাকে দ্বিখণ্ডিত করে তার দুই তৃতীয়াংশ নিয়ে হলো পূর্ব

পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা, বর্তমানে বাংলাদেশ। সেখানে ইসলামী শাসন, ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম। হিন্দুদের কোন অধিকার নাই। যেখানে মোল্লা-মৌলবাদীদের কথা "দুটো-চারটে হিঁদু ধরো এবেলা-ওবেলা নাস্তা করো।" আর পশ্চিমবঙ্গ নামধারী বাকী এক তৃতীয়াংশে আবার ইসলাম জাঁকিয়ে বসেছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, এমন কি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও প্রতিটি হিন্দুকে দিনে ৫ বার মাইকে আজান শুনতে হবে। কেন?

রাজ্যটা এখনো তো ইসলামিক হয় নাই। না কি, ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশের তলে তলে ইসলামিক হয়েই গিয়েছে?

১১.৪.২০১০ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : মুসলিমদের চাকুরী সংরক্ষণে ঐক্যমতের আশায় বুদ্ধ।

১০% সংরক্ষণে নিশ্চয় সবাই খুশী হবে। মালদহে বুদ্ধ। এখানে মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তির টাকা প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইন্দিরা আবাসযোজনায় ৩৫ হাজার টাকায় ভাল বাড়ি হয় না। সেজন্য ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয়ে বাড়ি তৈরী করে, ৫০ হাজার মুসলিম পরিবারকে ভাল বাড়ি দেবো।

১২.৪.২০১০ বর্তমান (৫ম পাতা) : প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন—আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সেন্টার ফর ভোকেশনাল স্টাডিজ (C.V.S.) পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীন একটি স্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৩টি বিভিন্ন ট্রেডে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য "শুধুমাত্র মুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্যই এই প্রকল্প"। ফর্ম বিনামূল্যে।

কোর্স ফি'র ৯০% সরকার বহন করবে। ১০% প্রার্থীকে দিতে হবে। (আর ঘোমটার আড়ালে নয়—প্রকাশ্যে। ইসলামিক রাষ্ট্র শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য। অন্য ধর্মাবলম্বীরা সবাই ব্রাত্য।)

১৩.৪.২০১০ বর্তমান (১১ পাতা) : রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ১টি করে সরকারী মাদ্রাসা হবে। গোরাচাঁদ রোডে ১৪৪ কাঠা জমিতে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা ক্যাম্পাস হবে।

১৯.৪.২০১০ সন্ধ্যা ৭টার দূরদর্শন সংবাদ : কলকাতার প্রতিটি উর্দু মাধ্যম স্কুলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হবে।

২৩.৪.২০১০ বর্তমান (৯ম পাতা) : রাজ্যের ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে রিপোর্ট। সাচার কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল, রাজ্যে ওয়াকফ এস্টেটের সংখ্যা ১,৪৫, ০০০ কিন্তু রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সমীক্ষা করে পেয়েছে মাত্র ২৫৬৭৫টি। এর মধ্যে ৮১১৪টি ওয়াকফ বোর্ড নথীভুক্ত সম্পত্তি।

গতকাল মহাকরণে রেজ্জাক মোল্লা, আবদুস সাত্তার এবং মহঃ মসীহ'র উপস্থিতিতে মহঃ নিজামের হাতে ২৫৬৭৫ ওয়াকফ এস্টেটের তালিকা তুলে দেন।

সাচার রিপোর্টের সঙ্গে প্রকৃত তালিকার এত ফারাক কেন? এর উত্তরে সাত্তার বলেন, সম্ভবতঃ সাচার অবিভক্ত বাংলার ওয়াকফ সম্পত্তির হিসাব দিয়েছেন। তো, সাচার যখন বলেছেন, এখন বাকী ১,১৯,৩২৫টি এস্টেট দেশপ্রেমিক মুসলিমদের দিতেই হবে। আর এজন্য একটা গোটা জেলা দরকার। তাই মুসলিম দরদী বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের যে কোন একটি জেলাকে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে তুলে দিন, অথবা বলুন, সাচার রিপোর্ট সঠিক নয়।

২৩.৪.২০১০ আনন্দবাজার (৫ম পাতা) : ১৯৯৬ সালে দিল্লী বিস্ফোরণে ১৩ জনের মৃত্যু ও ৩৯ জন আহত হয়। অভিযুক্ত জম্মু কাশ্মীর ইসলামিক ফ্রন্টের সদস্য মহঃ নৌশাদ, মহঃ আলি ভট্ট, মির্জা-নিসার হুসেনের মৃত্যুদণ্ড এবং জাভেদ আহমেদ খানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিল আদালত।

২৩.৪.২০১০ রাজ্য সরকার পি.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগ করবে। ২৩.৪.১০, ২৪.৪.১০, ২৫.৪.১০ এই তিনদিনে কয়েক লক্ষ বেকার যুবক পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ইংরেজী, হিন্দী, উর্দু ও বাংলা ভাষায়। (এই খণ্ডিত বঙ্গে উর্দু অন্যতম সরকারী ভাষার স্বীকৃতি পেয়ে গেল।)

২৪.৪.২০১০ বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকের কুসুমগ্রাম একটি মুসলিম প্রধান গ্রাম। এখানে ইংরেজ আমলের একটি ডাকবাংলো ঘর এখনো আছে। ডাকবাংলো পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোন বসতি ছিল না। বিগত ৩-৪ বছরে ডাকবাংলোর উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে শতাধিক বসতি বাড়ি গড়ে উঠেছে। এরা সবাই মুসলিম এবং কুসুমগ্রামের জামাই বলে পরিচিত। তাই নতুন বসতির নাম হয়েছে "জামাই পাড়া"।

প্রসঙ্গতঃ মন্তেশ্বর বি.ডি.ও অফিস পূর্বে কুসুমগ্রামে ছিল। তখন মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে অফিসের মাথায় পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হতো। সেজন্য সরকারী নির্দেশে বি.ডি.ও অফিসটাই মন্তেশ্বরে স্থানান্তরিত করা হয়। যঃ পলায়তি স জীবতি।

২৬.৪.২০১০ বর্তমান (৩য় পাতা) : সাচার রিপোর্ট—রাজ্যের অনীহায় ক্ষোভ। গতকাল ডায়মণ্ডহারবার রবীন্দ্র ভবনে তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সম্মেলনে সোমেন মিত্র, সি.এম. জাটুয়া, দঃ ২৪ পরগনার সভাধিপতি সামিমা শেখ প্রভৃতি সাচার রিপোর্ট কার্যকর করার ব্যাপারে সরব হন।

২৬.৪.২০১০ বর্তমান (৫ম পাতা) : মুসলিমদের মন জয়ের চেষ্টা গাদকারির। পি.টি.আইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে একক দেওয়ানী বিধি, অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণের মতো ব্যাপারে মুসলিম বিরোধী একটা ইমেজ তৈরী হয়েছে বি.জে.পি'র।

তো, অযোধ্যার বাবরি মসজিদ তৈরি আর ভারতে শরিয়তি আইন চালু করলেই সব হারানো মর্যাদা—ফিরে পাওয়া যাবে। মুসলমানদের ইসলামিক ভারতের স্বপ্নও পূরণ হবে।

২৮.৪.২০১০ পাকিস্তানে ভারতীয় হাইকমিশনের পদস্থকর্মী মাধুরী গুপ্তা—পাকিস্তানের চর হিসাবে কাজ করার দায়ে গ্রেপ্তার। সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।

ঠিক এক বছর আগে গত ২৮.৪.২০০৯ টাইমস অফ ইণ্ডিয়া প্রথম পাতার খবর : Deoband Fatwa for Muslims to cast vote.

A Fatwa from Darul Uloom Deoband Says, "Muslims must come out and vote irrespective of their political learnings. A vote is as important as a testimony or witness in Islam, hence it must be utilized correctly. Says the Fatwa which came on a query seeking guidence for Muslims on voting in a country that is not governed by Sharia.

ভারতের মুসলিমরা শরিয়তি আইন মেনে ভোট দেবে। ভারতের সংবিধান তাদের যে অধিকার দিয়েছে সেটা পুরোপুরি ভোগ করবে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে সাম্প্রদায়িকতাকে মদত দিচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে সন্ত্রাসবাদ, বিপন্ন হচ্ছে দেশের অখণ্ডতা। হিন্দুরা একটু ভাবুন।

২৯.৪.২০১০ সন্ধ্যা ৭টা ডি.ডি বাংলা সংবাদ : সংখ্যালঘু উন্নয়নের প্রশ্নে আর.জে.ডি. ও সমাজবাদীর লোকসভা কক্ষ ত্যাগ। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ এক অশনি সংকেত। কোন রাজ্যে কোন জাতি বা ধর্মের মানুষ কত শতাংশ হলে তারা সংখ্যালঘু হবে? সেই মাপকাঠি ঠিক করা দরকার। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রাজ্য কাশ্মীর—জেলা মুর্শিদাবাদ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা, এটা কেমন কথা।

ধর্মের ভিত্তিতে মেরুকরণ করে সাম্প্রদায়িক দলগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। সংরক্ষণের আগে—মুসলিমদের অনর্গল জন্মদান আইন করে বন্ধ করা হোক্।

৩০.৪.৩০১০ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের "যুগান্তকারী চিন্তাবিদ"দের তালিকায় গৌতম বুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধী এবং জহরলালের নাম আছে। রাজ্য সরকার সেখানে রবীন্দ্রনাথের নাম রাখার আবেদন জানিয়েছে।

জহরলালের পাশে রবীন্দ্রনাথকে রেখে আবার রবীন্দ্রনাথকে অসম্মান করা কেন? বরং সোনিয়া রাহুলকে রেখে তাদের সম্মান জানানো হোক্।

১.৫.২০১০ মুসলিম উন্নয়নে পৃথক দপ্তর, তবু ব্যর্থতায় পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে। গত আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রক রাজ্যকে ৫৫২ কোটি টাকা দিয়েছিল। এবছরে আর ৪৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করে ২৭৮.৬৬ কোটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন পর্যন্ত বরাদ্দের ১২.৬% টাকা খরচ করেছে। সেখানে গুজরাত ১০০% মণিপুর ৪২% হরিয়ানা ৩২% উত্তরপ্রদেশ ৩১% উত্তরাখণ্ড ২২% অসম ১৫% বরাদ্দের টাকা খরচ করেছে।

যেমন কানু ছাড়া গীত নাই—সরকারের মুসলিম উন্নয়ন ছাড়া কোন কাজ নাই। অমুসলিমরা এই সরকারকে বর্জন করুক।

৩.৫.২০১০ বর্তমান (৯ম পাতা) : নেতাজীকে সামনে রেখে অন্যদলগুলিকে এক জোট করতে বামেদের উদ্যোগ। বি.জে.পিকে ডাকলে মুসলিমরা অসন্তুষ্ট হবে, তাই তাদের ডাকা হয় নাই। এতে বোঝা গেল বি.জে.পি. বাদে সব দলই মুসলিম তোষণকারী।

৬.৫.২০১০ আজমল আমির কাসব কথা অমৃত সমান, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবাসী শুনে পুণ্যবান।

২৬.১১.২০০৮ কাসব সহ ১০ জঙ্গীর মুম্বাইয়ে হামলা, ১৮৩ জন হত, ৩৫০ জন আহত।

২৭.১১.২০০৮ রাত দেড়টায় কাসব ধরা পড়ে।

২৯.১১.২০০৮ কাসব দোষ কবুল করে।

১৩.১.২০০৯ বিচারপতি এম.এল. তাহিলিয়ানি বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

১১.২.২০১০ আইনজীবি শাহিদ আজমি দুষ্কৃতির গুলিতে নিহত।

২৬.১১.২০০৯ Times of India (1st Page) : It costs Rs. 31 crores to keep Kasab alive.

কাসবকে জামাই আদরে রাখতে সরকারের প্রতিদিন খরচ ৮.৫ লাখ টাকা।

৯.৩.২০১০ চূড়ান্ত সওয়াল জবাব শুরু।

৩১.৩.২০১০ চূড়ান্ত সওয়াল জবাব শেষ।

৩.৫.২০১০ ৮৬টি অভিযোগে কাসব দোষী সাব্যস্ত। অপর দুই ভারতীয় সহযোগী সাবাউদ্দিন আহমেদ ও ফাহিম আনসারী বেকসুর খালাস। একসঙ্গে ৩ জন মুসলিমের শাস্তি দিলে ভারত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাছাড়া—Indian Muslims do not do wrong.

কাসবের শাস্তি ঘোষণা আগামীকাল।

৪.৫.২০১০ কাসবের সাজা ঘোষণা স্থগিত। তিনি ভারতের জামাই। তার সাজা ঘোষণার আগে সাত পাঁচ অনেক ভাবতে হবে। তাই বিচারপতি দুদিন সময় নিলেন। এদিকে সন্ত্রাসে সর্বস্ব হারানো মানুষজন বলতে শুরু করেছে—এত বিচার-টিচার কি, শুনানী-ই বা কিসের? নৃশংস হত্যাকারী, জঘন্য খুনী। দেশের শত্রু ধরা পড়েছে—ওর মুণ্ডু চাই—ওকে ফাঁসীতে ঝোলাও। সরকার বলছে আহা! ও মুসলমান—ভারতের জামাই, এমন কথা বলতে নাই।

৬.৫.২০১০ সভ্যতার শত্রু, কাসবের বেঁচে থাকার অধিকার নাই। তাই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল কাসবকে। বিচারপতি।

সন্ধ্যা ৭টায় ডি.ডি. বাংলায় সংবাদ : কাসবের মৃত্যুদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম বাংলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে—জানালেন মুখ্যসচিব অর্দ্ধেন্দু সেন। অর্থাৎ সরকার জানে মুসলমানরা তাণ্ডব চালাতে পারে।

৭.৫.২০১০ কাসবের প্রাণদণ্ড সহজে হবে না। এখনও হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট এবং সবশেষে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা। কোন সুদূর অতীতে আফজল গুরুর ফাঁসীর আদেশ হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত সে আদেশ পালন করে নাই।

৯.৫.২০১০ কাসবের প্রাণদণ্ডের আদেশে মুহ্যমান বাঙালী ইনটেলেকচুয়াল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আজকের রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে—বিশেষ নিবন্ধ লিখলেন। লিখলেন “আরও একটা খুন” যেকোনও মানুষের মৃত্যুকে সমর্থন করলে আমরাও কি একটু একটু খুনী হয়ে যাই না? না, আমরা খুনী হতে চাই না।

ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের ঐতিহ্য মেনে লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী মুসলমানকে আমরা যেমন জামাই আদরে রেখেছি কাসবকেও আমরা সেই আদরেই রাখবো। আজমল কাসব জিন্দাবাদ।

১০.৫.২০১০ বর্তমান (৯ম পাতা) : ভোটের লক্ষ্যে মুসলিমদের ও.বি.সি. সার্টিফিকেট দিতে তৎপরতা শুরু। রাজ্য সরকার আবেদনপত্র চাইছে এবং বলছে, তোমরা আবেদন করো, আমরা ৮ সপ্তাহের মধ্যে তোমাদের ও.বি.সি. সার্টিফিকেট দেবো। ১২টি মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি ও.বি.সি. তালিকায় ছিল। গত ৩ মাসে সেই সংখ্যা বেড়ে ২১টি হয়েছে। আরও ৫টি জাতির জন্য সুপারিশ হয়ে শুনানী চলছে। অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর বলেছে, মুসলিমদের মধ্যে ৪৫টি জাতিকে ও.বি.সি. তালিকায় আনা হবে। তাহলে ১.৫ কোটি মুসলমান ও.বি.সি. তালিকায় চলে যাবে। তখন ও.বি.সি. কোটায় চাকরীতে মুসলমানদের একচেটিয়া নিয়োগে কোন বাধা থাকবে না।

ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুদের কি আনন্দ। দেশ ভাগের পর খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৩৮ লক্ষ। বর্তমানে হয়েছে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ। তার মধ্যে ১.৫ কোটি ও.বি.সি। কি আনন্দ।

১০.৫.২০১০ দুপুরে ঘরে বসে আছি। দুজন মহিলা এসে বলল, এই এলাকায় একটি সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প হবে, সেখানে ৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের ও মায়েদের বিনা পয়সায় খাবার দেওয়া হবে। সেজন্য এলাকার প্রতিটি পরিবার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চাই। তাদের চাহিদা মত তথ্য জানিয়ে বললাম, আপনাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। যারা এই প্রকল্প গড়ছে তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগটা আপনাদের শুনতে হবে। তারা বললো, বেশ তো বলুন না। বললাম—আমি ৭৩ বছরের বৃদ্ধ। অল্প-বয়সে পিতৃহীন, গ্রামাঞ্চলে থাকতাম, অভাবের সংসার। পরাধীন দেশ। দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি হলে স্থানীয় জমিদাররা লঙ্গরখানা খুলতো। দুপুরে একথালা করে খিচুড়ি বিলি করতো। পাড়ায় এক বন্ধুর সঙ্গে খিচুড়ি আনতে যাবো কি না মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বলেছিলেন, 'না বাবা ওখানে কোনদিন যেয়ো না। ওতে অসম্মান হয়। আমাদের ঘরে যা আছে তাই দিয়ে কোন রকমে চলে যাবে। যাদের কোন উপায় নেই, তারাই যায়। এজন্য ওদের কাঙালী বলে, পরাধীন দেশে আমার মায়ের আত্মসম্মান এত প্রবল ছিল। পরাধীন দেশে ইংরেজ শাসন-শোষণ করেছে। তার সঙ্গে হাওড়াব্রীজ, বালি ব্রীজ, জুবিলী ব্রীজের মতো অসংখ্য ব্রীজ তৈরি করেছে। এই যে আগরপাড়া রেল স্টেশন এসব তারা তৈরী করেছে। হাসপাতাল তৈরী করেছে। স্কুল, কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে প্রকৃত শিক্ষা দিয়েছে। মানুষের চেতনা-আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হয়েছে। ৬৩ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে। দু-দুটো প্রজন্ম পার করে তৃতীয় প্রজন্মকে আপনারা লঙ্গরখানায় খিচুড়ি খেতে যাবার ডাক দিতে এসেছেন। আত্ম মর্যাদা হারিয়ে আমরা কাঙালীতে পরিণত হয়েছি। ৬৩ বছরে দেশের সম্পদ কোন দুর্বৃত্তরা লুঠ করলো, একটু চিন্তা করবেন না।

১১০ কোটি জনগণের মধ্যে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা একজনেরও নাই। তাই এক অর্ধশিক্ষিতা, অজ্ঞ, বিদেশিনীকে নেত্রী বানাবার জন্য কতজন লোক নিয়োজিত? সম্প্রতি দুদিন আগে তাঁকে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেবার জন্য আবার ৭ জন সচিবকে নিয়োগ করা হলো। রাহুলকে এখন ভারত সাম্রাজ্যের যুবরাজ বলা হয়। তার বিলাস ব্যসনে মাসে কত কোটি টাকা খরচ হয়, খিচুড়ি দাস জনগণ চিন্তা করতেও পারবে না। আর যারা এসব

করছে তারা যতবড় দুর্বৃত্ত তার থেকে বড় অপদার্থ। আমার কথা শুনে মহিলা দুজন বললো, আপনার ক্ষোভ যুক্তিসংগত। এটা নিয়ে আমরা শুধু ভাববো না, আমাদের বন্ধু বান্ধবদেরও অবহিত করবো।

১৫.৫.২০১০ বর্তমান সংবাদ : মমতা ব্যানার্জী রাহুলকে বললেন, 'রাহুল তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছো। রাহুলের ইয়ার-বন্ধুরা বললো—পরিশ্রমটা দেখুন। বক্সিং, গল্ফ, টেনিস, ট্রেকিং, মাছধরা, ঘোড়ায় চড়া, এত পরিশ্রম কী শরীরে সহ্য হয়। বন্ধুরা অবশ্য স্পোর্টস কার নিয়ে বিদেশিনী বান্ধবীর সঙ্গে উধাও হয়ে যাওয়ার কথাটা উল্লেখ করে নাই।

১৬.৫.২০১০ হায়দ্রাবাদে গতকাল কনস্টেবল হত্যার দায় স্বীকার করলো লস্কর ও সিমি ঘনিষ্ঠ জঙ্গী গোষ্ঠী তেহরিক-ই-গালিবা-ইসলাম।

১৮.৫.২০১০ বর্তমান : হাওড়া জেলার ২২টি মাধ্যমিক স্কুলের অনুমোদন বাতিলের সিদ্ধান্ত। সি.পি.এমের অবদান রুগ্ন শিল্প, রুগ্ন কারখানার পর রুগ্ন স্কুল। সাধারণ স্কুলের পাশে মাদ্রাসা গজিয়ে উঠছে। মুসলিম ছাত্র ছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে মাদ্রাসায় যাচ্ছে। ছাত্রাভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

২১.৫.২০১০ আনন্দবাজার (৪র্থ পাতা) : সংখ্যালঘুদের শিক্ষা মিশন।

অনুমোদন হীন মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে এই মিশনের আওতায় আনা হবে। রাজ্যে অনুমোদনহীন মাদ্রাসা ও শিক্ষাকেন্দ্র আছে ৭০০টি। আর শিশু শিক্ষাকেন্দ্র আছে ২০০টি। এর মধ্যে ৩০০টি অনুমোদন পেয়েছে। ১০০টি অনুমোদন পাওয়ার অপেক্ষায়। এই মিশনের মাধ্যমে বাকীগুলির অনুমোদন দেওয়া সহজ ও ত্বরান্বিত হবে।

মাদ্রাসার যত প্রসার হবে স্কুলগুলি তত বেশি বন্ধ হবে।

ভারতীয় সংবিধানের বিকৃতি

২৬.১১.১৯৪৯ ভারতের গণপরিষদে ভারতের পবিত্র সংবিধান গ্রহণ করা হয়। ২৬.১.১৯৫০ সংবিধান কার্যকরী হয়ে দেশ সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়।

মূল সংবিধানে ভারতকে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে (Sovereign, Democratic, Republic) গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়।

১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী আইন বলে সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ (Socialist, Secular) শব্দ দুটি জুড়ে দেওয়া হয়।

১৯৪৯ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর সংবিধানে এই শব্দদুটি ছিল না। তাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয় নি। এই শব্দদুটি জুড়ে দিয়ে, সমাজতান্ত্রিকের নামে পারিবারিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার এবং বিজ্ঞাপনে সাধারণতন্ত্র না বলে এখন প্রজাতন্ত্র বলা হয়। আমরা ভারতবাসী যুবরাজ রাহুল গান্ধীর খাস তালুকের প্রজা। যুবরাজের বিলাস ব্যসনে প্রতিমাসে কোটি কোটি টাকা রাজকোষ থেকে সমাজতন্ত্রের নাম করে ব্যয় করা হয়। আর ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোমটার আড়ালে মুসলিম তোষণ এবং ধারাবাহিক মুসলিম সন্ত্রাসের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে কোন মুসলিমকে হেনস্থা বা গ্রেপ্তার করা চলবে না। তারই সঙ্গে মুসলিম ভাবাবেগকে মর্যাদা দিতে গিয়ে ভারতের সার্বভৌমত্ব বিপদগ্রস্থ।

ভারত এবং ডেনমার্ক দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র মিলিতভাবে ২.৪.২০০৬ থেকে ৭.৪.২০০৬ ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরসূচীর পাকা বন্দোবস্ত করেছিল। মুসলিমদের ভাবাবেগকে মর্যাদা দিতে ভারত সরকার একতরফা সেই সফর সূচী বাতিল করলো। এ কোন সার্বভৌম ভারত?

এবার আসছি সংবিধান সম্পর্কে মিথ্যাচারের কথায়। পশ্চিমবঙ্গের স্কুল পাঠ্য প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকের প্রথম পাতায় সর্বপ্রথমে লেখা থাকছে—ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা—আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে...তজ্জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া আমাদের সংবিধান সভায় অদ্য ২৬শে নভেম্বর ১৯৪৯ তারিখে এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করিতেছি এবং আমাদিগকে অর্পণ করিতেছি।

ইংরাজীতে লেখা থাকছে "The constitution of India Preamble. We the people of Indian having solemnly resolved to constitute India a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic and to Secure to all its Citizens Justice...Liberty... Equality...Fraternity...in one Constituent Assembly this twenty sixth day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution."

সংবিধান প্রণয়নের ২৭ বছর পরে "সমাজতান্ত্রিক" ও "ধর্মনিরপেক্ষ" শব্দ দুটি জুড়ে দেওয়া হলেও লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, ঐ শব্দ দুটি 'সংবিধান' প্রণয়নের প্রথম দিন, অর্থাৎ ২৬শে নভেম্বর ১৯৪৯ থেকেই সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের মিথ্যেচারী ছাড়া আর কি বলা যায়?

ইতিহাসের বিকৃতি নয়, আমূল পরিবর্তন

In the name of Allah, understanding Islam and Indian History, by Raziuddin Aquil. Penguin Publication.

ইসলাম ও ইসলামি শাসকদের সম্পর্কে আগেকার সব ঐতিহাসিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মূল্যায়নকে নস্যাৎ করে দিয়ে, এই বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো—

১। তৈমুর, চেঙ্গিজ, নাদির শাহ, আহমদ শাহ, আবদালি, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি ছিলেন সভ্য বিশ্বের নিয়ামক। তাঁরা হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন, এটা ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক মধ্য শ্রেণীর হিন্দুদের গল্প মাত্র, এতে ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থন নেই।

২। ত্রয়োদশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কোন ব্যাপক গণহত্যার মধ্য দিয়ে ঘটেনি। বরং মেনে নেওয়া ভাল মুসলিম রাজশক্তির বিকাশ, হিন্দুরাজাদের প্রজাদের উপর দমন পীড়নের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

৩। ইসলাম এই উপমহাদেশে মুসলিম বিজেতাদের তরবারির শোণিত ধারায় প্রবাহিত হয় নি। মূলতঃ সুফি সন্তদের ধর্মপ্রচার মারফতই অনুগামী পেয়েছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবু হিন্দুত্বের বাচন ও ভাষ্যে প্রভাবিত হয়ে অনেক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী তা ভুলে যান। এর বড় প্রমাণ, মুঘল সম্রাটদের হাতে শিখদের একের পর এক গুরুর শহীদ হওয়ার ঘটনা এবং নাদির শাহ বা আহমদ শাহ আবদালির বাহিনীর হাতে কচুকাটা শিখ জনসাধারণ, আজও সমাদরে বাবা ফরিদের পদ সংকীর্তন করেন।

৪। মুসলিম শাসকরা যদি শুধু হিন্দুমন্দির ধ্বংস করতো তাহলে আজও এত প্রাচীন মন্দির দেশে টিকে রয়েছে কি করে?

৫। আজকের অবিশ্বাস সংশয় দিয়ে মধ্যযুগের ভারতীয় ইসলামকে বিচার করা ঠিক হবে না। মধ্যযুগ ছিল ইসলামের সুবর্ণ যুগ।

৬। যে দুনিয়া একদিন তাঁরা শাসন করতেন, তা আজ অন্তর্হিত। অথচ একদিন যদি তাঁরা সভ্য বিশ্বের নিয়ামক হয়ে থাকতে পারেন, তাহলে ভবিষ্যতেও কোন একদিন তার পুনরাবৃত্তি হবে না কেন, এই আশায় বুক বেঁধে রয়েছে ইসলাম।

ইতিহাস বদলে গেল। এখন শিখতে হবে রাম জন্মভূমি, শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান কাশী-বিশ্বনাথ

মন্দির, বৃন্দাবন ধাম থেকে সোমনাথ মন্দির বা নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়, তারা ধ্বংস করে নি। পদ্মিনী, আলাউদ্দিন খিলজিকে বিয়ে করতে না পেরে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। আর আসমান থেকে টুপ করে পড়ে সৃষ্টি হলো পাকিস্তান। আর গত ৬৩ বছর ধরে এই খণ্ডিত ভারতে যে ধারাবাহিক ইসলামিক সন্ত্রাস চলছে তা হিন্দুত্ববাদীদের কল্পকথা মাত্র, এর সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই।

আকিল সাহেব আল্লার নামে ইসলামের নতুন জয়যাত্রার প্রেক্ষাপট তৈরী করে দিলেন। লণ্ডনের ইমাম আবু হামজা-আল্লার নামে জেহাদের মাধ্যমে ইসলামের জয়যাত্রা শুরু করে দিয়েছেন। ভারত হয়েছে সদর দপ্তর। ভারতের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা প্রধান পৃষ্ঠপোষক। জয় সুনিশ্চিত।

১৮.৫.২০১০ বর্তমান (১ম পাতা) : সোনিয়া গান্ধি বলেছেন, তাঁর লক্ষ্য দেশে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি আর মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র রক্ষক হিসাবে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করা। ব্যস! হয়েই গেল। মুসলমানরা হিন্দুদের ঘর থেকে টেনে বের করে গুলি করে মারবে। ৩ লক্ষ কাশ্মীরী পণ্ডিতকে ঘর ছাড়া করবে। তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরবে। সোনিয়া মুসলমানদের রক্ষক, তার জুটি মনমোহন আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, ভারতের সম্পদে মুসলমানদের অগ্রাধিকার। হিন্দুরা একটু ভাবুন। দুর্বৃত্তরা এই খণ্ডিত ভারতে ১৮ই ডিসেম্বরকে "মুসলিম অধিকার দিবস" করেছে। হয়তো কোন একটা দিনকে "মুসলিম ভারত দিবস" ঘোষণা করে দেবে। তখন কোথায় যাবেন?

মুসলিমদের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের মরা কান্নার মিছিল

ইদানীং দেশ জুড়ে মুসলিমদের জন্য মরা কান্নার মিছিলে সামিল দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। নেতাদের মধ্যে সীমাহীন মুসলিম তোষণের প্রমাণ দিতে নির্লজ্জ প্রয়াস এবং পরস্পরের মধ্যে চাপান-উতোর দেখে শুনে ঘোড়ায় হাসলেও জনগণ হাসতে ভুলে গিয়েছে।

একদল বলে দেশ ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি আমরাই প্রথম মেনে নিয়েছিলাম। অন্যদল বলে, আমরা দেশভাগের পরে আবার কাশ্মীরের অর্ধেকটা পাকিস্তানকে উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছি এবং বাকী অংশটা দেবার প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলেছি। উত্তর ভারত থেকে একজন বলে উত্তর প্রদেশকে ভেঙে আমি একটা মুসলিম প্রদেশ গড়ে দেবো। দক্ষিণ ভারত থেকে সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে, আরে কতদিন আগে আমরা কেরলের একটা জেলাকে মুসলিম জেলা ঘোষণা করে দিয়েছি। কেন্দ্র থেকে পাল্টা বলে আমরা ইতিমধ্যে জনসংখ্যার ২৫% মুসলমান হলে সেই জেলাকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা তো করেই দিয়েছি। এখন আমরা চাইছি জনসংখ্যার ১৫% মুসলিম হলেই সেই জেলাকে সংখ্যালঘু জেলা ঘোষণা করবো।

আমাদের দেশে এখন একজন মিঞার ৪ বিবি এবং ২০টি সন্তান। তেমনি ১২ দলের ৩৬ নেতার শতাধিক মুসলিম প্রেমের বাণী। তারই কিছু এখানে তুলে ধরছি।

১। দেশের সম্পদে মুসলমানদেরই অগ্রাধিকার।

২। ১২৫ বছরের আমার দলকে, মুসলিমদের একমাত্র রক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবো।

৩। দিল্লীর বাটলা হাউসে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে নিহত মুসলিম যুবকদের দেহ দেখে আমার নেত্রী চোখের জল রাখতে পারেন নাই।

৪। উলেমা কাউন্সিল যখন বলছে, বাটলা হাউস সংঘর্ষ পুলিশের সাজানো ঘটনা হতেও পারে।

৫। সুখে দুঃখে, ঘৃণায় লজ্জায়, জনমে-মরণে, ঐহিক পারলৌকিক সকল বিষয়ে ভারতে রাম নাম উচ্চারিত হয়। কয়েক সহস্র বছরের যাহা সাধনা, আরাধনা ও সংকল্প তাহার ইতিহাস আমার চতুর্দশ পুরুষ সহ সমগ্র ভারতবাসীর ঘরে ঘরে পঠিত ও পূজিত রামায়ণ ও শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা সর্বোচ্চ আদালতে গিয়ে অস্বীকার করে এসেছি।

৬। দেশ মাতৃকার চরণে জীবন উৎসর্গ করার পবিত্র মন্ত্র 'বন্দে মাতরম'। জাতীয় সংগীত "বন্দে মাতরম" আমরা সংসদে বাতিল করে দিয়েছি। (অন্য দলগুলির প্রতিক্রিয়া —আমরাও সহযোগিতা করেছিলাম)

৭। সন্ত্রাসবাদ, দ্বিজাতি তত্ত্ব, ভারত বিদ্বেষ ও হিন্দু বিদ্বেষের সূতিকাগার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় দেশ জননীর অঙ্গচ্ছেদ করে মুসলিম রাষ্ট্র হবার পরেও তাকে আমরা সযত্নে লালন পালন করেছি। এখন আমরা প্রতিটি

রাজ্যে একটি করে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিহার ও কেরলে কাজ শুরু হয়েছে।

(অন্য দলের প্রতিক্রিয়া—আলিগড় আমাদেরও স্বপ্নের প্রকল্প। এ রাজ্যে এর প্রতিষ্ঠায় আমাদের অবদানও কম নয়।)

কোরাস, একই সুরে সব দলের একই বাণী

৮। দেশভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদ আমরা কেউ করি নাই।

৯। দেশভাগের পর পঃ বঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৩৮ লক্ষ। বর্তমানে তা প্রায় ৩ কোটিতে পৌঁছেছে। এর কৃতিত্ব আমাদের সব দলের।

১০। বর্তমানে মুর্শিদাবাদে ৬৫% এবং মালদহে ৫৪% মুসলিম জনসংখ্যা। অন্য জেলাগুলিতে ২৫% থেকে ৫০% হতে চলেছে। খুব শীঘ্র পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম প্রধান রাজ্য হবে। আমাদের কি আনন্দ, সকলের কি আনন্দ!

১১। এক কোটির বেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানকে রেশন কার্ডসহ ভোটার আই কার্ড পাইয়ে দেওয়ায় আমাদের সব দলের অবদান আছে।

১২। খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৬৩টি মুসলিম সংগঠন। এদের সঙ্গে আমাদের সব দলেরই সুসম্পর্ক।

১৩। পাকিস্তান বার বার ভারত আক্রমণ করলেও আমরা তার নিন্দা করি নাই।

১৪। মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা প্রতিনিয়ত ভারতে সন্ত্রাস চালালেও মুসলিম ভাবাবেগকে মর্যাদা দিয়ে আমাদের কোন দল তার প্রতিবাদ করি না।

১৫। ১৯৮৯ থেকে ২০০৯—এই বিশ বছরে কাশ্মীরে ১৭০টি হিন্দু মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংস হয়েছে। ৩ লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিত মুসলিম অত্যাচারে ভারতে উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করছে। কাশ্মীর আজ প্রায় হিন্দু শূন্য। তবু, এসব সংবেদনশীল এবং স্পর্শকাতর বিষয় বলেই আমরা মনে করি। তাই আমাদের কোন দলের কোন একজনও এবিষয়ে কোনদিন একটি কথাও বলি নাই।

১৬। দেশভাগের সময় বাংলাদেশে জনসংখ্যার ৩০% হিন্দু ছিল, বর্তমানে মাত্র ৯% হিন্দু। বাকী ২১% হিন্দু অত্যাচারিত হয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। এখনও অত্যাচার চলছে। এ নিয়ে সরব 'ক্যাম্ব' নামে মানবাধিকার সংগঠন। আমরা সব দলই এব্যাপারে নীরব।

(রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক মুসলিম তোষনে আমরা সবাই ভাই ভাই।)

১৭। ২৭.২.০২ তাং গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন দিয়ে ৫৯ জন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারলো মুসলমানেরা। তার জন্য আমাদের কোনও দলের কোনও নেতা প্রতিবাদ বা সামান্য দুঃখ প্রকাশ করে নাই। কারণ হিন্দুর জন্য দুঃখ প্রকাশ, মুসলমানরা সহ্য করতে পারে না।

১৮। গোধরা পরবর্তী গুজরাতে দাঙ্গায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ মারা

গেলেও আমরা সবাই মুসলমানের জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়েছি। বিগত ১০ বছর ধরে আমরা নরেন্দ্র মোদির বাপান্ত করে চলেছি। আইন, আদালত, সি.বি.আই থেকে বিশেষ তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে তাকে নাজেহাল করে ছেড়েছি। তাঁকে ফাঁসিতে না ঝোলানো পর্যন্ত আমাদের শান্তি নাই।

১৯। ১৫.৬.০৮ তাং সেন্ট জেভিয়ার্স প্রেক্ষাগৃহে মিল্লি কাউন্সিল আয়োজিত সন্ত্রাস ও ন্যায় বিচারের আলোচনা সভায় আমরা সব দলই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছি সন্ত্রাসের জন্য কোন মুসলিমকে হয়রানির শিকার হতে দেব না। হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ,

২০। গত ২৩.১১.৯৪ লখনউয়ের ইসলামিক আরবিক শিক্ষার কলেজ দার-উল-উলুম নাদগুয়াতুল থেকে আবুবকর নমে একজন বিদেশিসহ তার জনা কয়েক ভারতীয় সাগরেদকে আই বি গ্রেপ্তার করে। এটা এতো বড় গর্হিত কাজ যে প্রধানমন্ত্রীর হয়ে স্বয়ং রেলমন্ত্রী ও স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীরা নাদওয়া কলেজের রেক্টর আলি মিঞার কাছে গিয়ে ক্ষমা চান। আর স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী তদন্তের নির্দেশ দেন। তার পর ধৃতরা বেকসুর খালাস, আর দক্ষ সৎ এবং দেশপ্রেমিক দুইজন আই বি'র অফিসার ও স্থানীয় থানার দুই জন ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ড করা হয়। এ ছাড়া ঐ এলাকার এস, পি-কে বদলী করা হয়।

হে ভারতের মুসলিম ভোটার। তোমাদের জন্য মুসলিম ভোট ভিক্ষাপ্রার্থী রাজনৈতিক দলগুলিকে আর কত আত্মত্যাগ করতে হবে?

২১। ১৮.১২.০৬ তাং থেকে ১৮ ডিসেম্বরকে আপনাদের স্বার্থে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা দিবস হিসাবে আমরা পালন করি।

২২। ১০.২.০৭ T.O.I. 1st Page-Kashmir's Muslims now under Shariat Ambit. কংগ্রেস, ন্যাশনাল কনফারেন্স, পি, ডি, সি, প্রভৃতি আমরা একযোগে এই মধ্যযুগীয় আইন পাশ করে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ বলে মেনে নিয়েছি। আমাদের উপর ভরসা রাখুন, ভারতের অন্য রাজ্যেও এই আইন পাশ হবে।

২৩। ২৬.৪.০৭ তাং কাশ্মীরের ঈদগা ময়দানে হুরিয়ত কনফারেন্স নেতা সৈয়দ আলি শা গিলানি পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে এক ঝাঁক জইশ ও লস্কর জঙ্গীর সঙ্গে কাশ্মীরকে ভারতের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার ডাক দেয়। এজন্য আমরা গিলানিকে কিছু বলি নাই।

২৪। উত্তর প্রদেশের দেওবন্দে জমিয়তে-উলেমা-ই-হিন্দ ভারতের শ্রেষ্ঠ তালিবান উৎপাদন কেন্দ্র। এ হেন দেওবন্দে জমিয়ত একটা সম্মেলন ডেকে চিদাম্বরম, পাইলট, ইয়েচুরি প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের সামনে ১২ দফা দাবি পেশ করল। দাবিগুলির অন্যতম—বন্দেমাতরম নিষিদ্ধ করতে হবে। মাদ্রাসার নিজস্বতা রক্ষা অর্থাৎ আরবি ভাষা শিক্ষা ও ইসলামি ধর্মতত্ত্ব শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। শরিয়তের অবিকল অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামকে রক্ষা করতে হবে। আইনসভা

সহ সর্বক্ষেত্রে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চাই। এ ছাড়া নারীদের বোরখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। মহিলাদের ৩৩% সংরক্ষণ চলবে না। এইডস নিরোধক প্রচার বন্ধ, যুবকদের টিভি দেখা বন্ধ করতে হবে। নমস্তের বদলে সালাম বলতে হবে। ইত্যাদি তো এসম্পর্কে আমাদের নেতারা নীরব থেকে ওই সংগঠনের দেশপ্রেমের প্রশংসা করে বাবরির জন্য খানিকটা চোখের জল ফেললেন।

২৫। আমরা জানি, সিমির অপর নাম ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। আমরা সেই ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সঙ্গে যৌথভাবে "সিটিজেন ফর জাস্টিশ অ্যান্ড পিস" নামে একটি সংগঠন গড়েছি।

২৬। ধৃত সিমি পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বড় সাফল্য বলে দাবি করেছে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তা করুক। আমাদের সব দলের নেতারা, যথা রাম নরেশ যাদব, আকবর আহমেদ ডাম্পি, আবু হাসিম আজমি প্রমুখ মহান ইমাম বুখারির সঙ্গে দলবেঁধে ধৃত সিমি পাণ্ডা আবু বশিরের পরিবারকে সহানুভূতি জানাতে গিয়েছিল। (২২.৮.০৮)

২৭। জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুসিরুল হাসান ধৃত দুই সন্ত্রাসবাদী মহঃ শাকিল ও জিয়ায়ুর রহমানকে আইনি সাহায্য দিতে চাইলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজী হলেন। অর্থাৎ সরকার জঙ্গীদের ধরে তাদের আবার আইনি সাহায্যও দিচ্ছে। আবার দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে মুসিরুল হাসানের দেশপ্রেমের পুরস্কার হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি, লিট উপাধি দিল। রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও, জঙ্গীদের প্রতি সবাই সহানুভূতিশীল।

ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ সম্পর্কে তাঁদের বাণীগুলি। যথা —

২৮। সামনে 'ক' প্রদেশের নির্বাচন। এখন মুসলিম জঙ্গীদের ধরপাকড় বন্ধ কর।

২৯। আমি 'ক'-এর সঙ্গেও নাই, 'খ'-এর সঙ্গেও নাই। আমি এখনও ৬ই ডিসেম্বর বাবরির জন্য শোক দিবস পালন করি।

৩০। আরে 'গ' তো তিনদিনের যোগী। দু'দিন আগে এখানে সেখানে বলল বাবরির জন্য শোক করে। আমরা যে মহল্লায় মহল্লায় তাণ্ডব করি, তার কোন দাম নেই?

৩১। গুজরাত দাঙ্গায় হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানও মারা গিয়েছিল। সেজন্য বিহারের বন্যাত্রাণে গুজরাত সরকারের দেওয়া ৫ কোটি টাকা আমি নিইনি।

৩২। গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে ৫৯ জন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারে মুসলিমরা। তাদের ক্লীন চিট দিতে আমি উমেশ ব্যানার্জী কমিশন বসিয়েছিলাম।

৩৩। কেন্দ্র সিমিকে নিষিদ্ধ করলেও আমি সিমিকে সন্ত্রাসবাদী মনে করি না।

৩৪। ১.৪.২০০৯ বর্তমান ১ম পাঃ ভোটের পর মমতা কংগ্রেসকে তালাক দিয়ে আবার বিজেপি'র সঙ্গে হাত মেলাবে না তার কি কোন গ্যারান্টি আছে? পরদিন : ১৯৮৯ নির্বাচনে ২ থেকে ৮৯ আসনে বিজেপি'কে পৌঁছে দিয়েছিল কারা? শহীদ মিনারে

বাজপেয়ীর সঙ্গে জ্যোতি বসুর হাত ধরাধরির ছবি কি বাংলার মুসলমানরা ভুলে যাবে? এই চাপান-উতোরের জবাবে মুসলিম সংগঠনের প্রতিক্রিয়া—তোমরা যতই বুখারী, মাদানী, সিদ্দিকি, বরকতির প্রিয়পাত্র হও। পবিত্র তালাক নিয়ে কটাক্ষ করার জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। আমাদের নেতা প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, আমি একথা বলতে পারি না, বলি নাই। সংবাদ মাধ্যম আমার কথার বিকৃতি করেছে।

৩৫। আমরা প্রতিটি জেলায় সংখ্যালঘু কল্যান ও মাদ্রাসা দফতরের অফিস খুলে দিয়েছি। সেখান থেকে মুসলিমদের ঋণ, নতুন নতুন মাদ্রাসা স্থাপন এবং মাদ্রাসা ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া সব মাদ্রাসাকে আমরা সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিয়েছি।

৩৬। আমরা উর্দু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছি। সমস্ত হাই মাদ্রাসায় ১ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী আরবি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছি। পশ্চিমবঙ্গে থেকেও আপনাদের সন্তানদের বাঙলা ভাষা শিখতে হবে না। আমরা প্রতিটি উর্দু মাধ্যম স্কুলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলতে চলেছি। বাংলা গ্রন্থাগারগুলিকে উর্দু গ্রন্থাগারে পরিণত করার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে হাওড়ায় একটি ও বেলঘরিয়ায় একটির কাজ শুরু হয়েছে।

৩৭। কলকাতার দুটি প্রাচীন ছাত্রাবাস, হিন্দুদের হিন্দু হস্টেল মুসলিমদের বেকার হস্টেল। আইন করে শুধুমাত্র হিন্দু হস্টেলে মুসলিম ছাত্রদেরও থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

৩৮। আল আমিন মিশনের বর্তমানে ৬টি জেলায় শাখা আছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, প্রতিটি জেলায় আল আমিন মিশনের শাখা খোলা হবে। খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে আমরা আরও দুটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছি।

৩৯। অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য সাময়িক শিবির নির্মাণে জমি বরাদ্দ করেও কাশ্মীর সরকার তা বাতিল করে দেয়। আমরা কলকাতায় হজ যাত্রীদের জন্য সরকারী ব্যয়ে দুটি হজ হাউস নির্মাণ করেছি। তৃতীয় হজ হাউস নির্মাণের পথে। এদেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে হজ যাত্রা হয়। আমরা গঙ্গাসাগরে হিন্দু তীর্থ যাত্রীদের কাছে জিজিয়াকর আদায় করি।

৪০। আমরা হাজার হাজার মাদ্রাসা তৈরি করেছি। আলাদা মাদ্রাসা বোর্ড, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন গঠন ও মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেছি। হাই মাদ্রাসা পাশকে আমরা স্নাতকের সমতুল মর্যাদা দিয়েছি।

৪১। আমরা হিন্দুদের টোলগুলো বন্ধ করে দিয়েছি। কোচবিহার ও নবদ্বীপের ২টি সংস্কৃত কলেজও বন্ধ করে দিয়েছি। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিধন্য কলকাতার সংস্কৃত কলেজ এখন বন্ধের মুখে।

৪২। ৩ লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিত কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হয়ে, নিজ দেশে উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করছে। তাদের জন্য আমাদের কোনও দুঃখ নাই। প্যালেস্টাইনের মুসলিম ভাইদের জন্য চাঁদা তুলে আমরা এক কোটি টাকা পাঠিয়েছি।

৪৩। গুজরাত দাঙ্গার পর সেখানকার মুসলিমদের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে, কুতুবউদ্দিনকে হাওড়া স্টেশনে সম্বর্ধনা দিয়ে কলকাতায় এনে তার বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। গোধরায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত ৫৯ জন হিন্দুর পরিবারকে আমরা সমবেদনা জানাই নি।

৪৪। মাদ্রাসাকে আমরা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিয়েছি।

৪৫। তালিবানরা বামিয়ানের প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি ভাঙলে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করি নাই।

৪৬। বি.ডি.ও-রা হিন্দু মুসলমান সবার বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতো। মুসলিমদের আপত্তিতে আলাদা মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

৪৭। সংখ্যালঘু দফতরের আলাদা ডিরেক্টরেট, মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন, ওয়াকফ বোর্ড, ওয়াকফ ট্রাইবুনাল, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যালঘু কমিশন, মাদ্রাসা ডিরেকটরেট প্রভৃতি স্বশাসিত সংস্থা সহ পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৬৫টির অধিক মুসলিম সংগঠন স্বাধীনভাবে কাজ করছে। তাদের কোন কাজে কেহ হস্তক্ষেপ করে না, করবেও না।

শুধুমাত্র মুসলিমদের উন্নয়নের জন্য এখানে বিশেষ এ্যাকশন প্লান নিয়েছি। স্বনির্ভর কর্ম প্রকল্পে ৩০ হাজার মুসলিম যুবককে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে।

৪৮। কাশ্মীরকে ভারতের বাইরে স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্র দেখিয়ে, সেই গ্লোব প্রকাশ্যে মুর্শিদাবাদে বিক্রী হয়। কলকাতার বিভিন্ন স্কুলে মাঝে মাঝে পাকিস্তানী পতাকা তোলা হয়। মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় বর্ণ পরিচয় শেখানো হয় অ-এ অজু, ই-এ ইসলাম...শ-এ শরিয়তের বিধান আনো—স-এ সিভিল কোডের পতন জেনো ইত্যাদি। ছাত্রদের আরও শিক্ষা দেওয়া হয়—এদেশ কাফেরের দেশ। তোমরা শপথ নাও, বড় হয়ে এদেশ ছিনিয়ে নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেবে। এসব সংবাদ পড়ে আমাদের তথা দেশের জনগণের কোন প্রতিক্রিয়া নাই। আমরা সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসির আদেশের প্রতিবাদে কলকাতা অচল করে মিছিল করি। আমরা কেরলের জেল থেকে মাদানীকে মুক্ত করি।

৪৯। মুসলিমরা আমেরিকার বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস করলে আমরা নিন্দা করি নাই।

৫০। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৮ লক্ষ। ৬৪ বছরে সেই সংখ্যা হয়েছে ৩ কোটি। মুসলমানরা এগিয়ে চলুন, আমরা পিছনে আছি।

এস. ওয়াজেদ আলি ভারতীয় জনগণের রামায়ন পাঠের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করে তাঁর ভারতবর্ষ প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।"

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সুদুর তুরস্কের খলিফাকে স্বপদে রাখার জন্য খিলাফৎ আন্দোলন গড়ে ওঠে। ভারতীয় মুসলমানরা এখানে খিলাফৎ কমিটি গঠন করে সেই আন্দোলনে সামিল হয়। তাদের কাছে স্বাধীনতা অর্জন অপেক্ষা খলিফার অধীন হওয়া ছিল আদর্শ। মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনকে জুড়ে দিলেন। তারপর তুরস্কের পট পরিবর্তনের

সঙ্গে ভারতও খণ্ড বিখণ্ড হয়ে আলাদা হিন্দু মুসলমানের দেশ হলো। খণ্ডিত ভারতে হিন্দুর দেশে খিলাফৎ কমিটির প্রাসঙ্গিকতা কি? আছে। সেই ট্রাডিশন।

খণ্ডিত বাংলার হিন্দু অভাব অনটন, অশিক্ষা কুশিক্ষা, অপসংস্কৃতি এবং পাইয়ে দেবার রাজনীতির ফলে তাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি জাতীয়তাবোধ বিস্মৃত। খিলাফৎ কমিটি এগিয়ে চলো—আমরা আছি।

• পুস্তক পর্যালোচনা :

অশুভশক্তি তোষণের এক বিস্ফোরক দলিল

শুভশক্তির ভজনাই মানবজীবনের কাম্যধর্ম। উদারতা ও সহনশীলতার মুখোশ পরে অশুভশক্তির ভজনা ও আরাধনা শুধু অবাঞ্ছনীয়ই নয়—রীতিমতো আত্মঘাতী ও সর্বনাশকারী। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভণ্ডামী নিবীর্যতারই নামান্তর। এই নিবীর্যতা একটা জাতি বা জনগোষ্ঠীকে সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিয়ে যায়। এটা বুঝতে আমাদের দেশের অর্বাচীন ও চরিত্রহীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বমণ্ডলী শুধু অক্ষমই নয়—অনিচ্ছুকও বটে। তারা এক সর্বনাশা নীতির ধারক ও বাহক হয়ে চলেছেন। এই সর্বনাশা মানসিকতায় ভারতের অনেক রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের ঐক্যমত আমাদের জাতীয় জীবনে এক সর্বনাশের ইঙ্গিত বহন করছে।

অম্বিকা প্রসাদ পাল 'সাম্প্রদায়িক' নামে যে বইটি লিখেছেন তা এক কঠোর পরিশ্রমের ফসল। সাম্প্রদায়িক তোষণের নজির ও উদাহরণের অনেক তথ্য ও সংবাদকে বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ ও সংকলন করে লেখক ১৮৪ পৃষ্ঠার যে বইটি আমাদের সামনে হাজির করেছেন তা একটি 'হ্যান্ডবুক' বা 'রেডিরেকনার' বললে বেশি বলা হবে না। এই আত্মঘাতী নীতি ও মানসিকতা সম্পর্কে দেশ ও জাতির সতর্ক হবার সময় এসেছে। বইটি বহু বিস্ফোরক তথ্যে পরিপূর্ণ হয়ে সকলের প্রতি এক 'চেতাবনী'র (warning) কাজ করেছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক বইটি সম্পর্কে বলেছেন যে গ্রন্থকার কোনও প্রথাসিদ্ধ লেখক নন—কিন্তু একজন সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে দেখে বা সমাজব্যবস্থায় যা কিছু বিসদৃশ দেখেছেন সেই বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতিকেই তিনি এখানে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কোনও পাকিস্তানের চরকে বা নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত কোনও ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিককে বরখাস্ত করে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের কাছে স্বয়ং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার এক ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত লেখক এক বাংলা দৈনিকের রিপোর্ট থেকে তাঁর বইতে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। এমন বহু খবর সংবাদপত্রের

পাতায় বা অন্যত্র প্রকাশিত নানা বিবরণ থেকে মানুষ জানতে পারবেন। কিন্তু ঘটনাগুলি আস্তে আস্তে সাধারণ মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যায়। বইটির লেখক এমন বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ যা সাধারণ মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে তাকে সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ করে সাধারণ মানুষের যে কি উপকার করেছেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। এইসব ঘটনা গ্রন্থবদ্ধ করে লেখক এক মূল্যবান মন্তব্য করেছেন : "এই হলো আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরিত্র ও দেশপ্রেম। দেশ ও জাতির সঙ্গে এত বড় ভণ্ডামি তথা বিশ্বাসঘাতকতা, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করার এক জঘন্য নজির সৃষ্টি করলেন নরসিমা রাও, এস বি চৌহ্বান, মুলায়ম সিং যাদব, জাফর শরীফ এবং রাজেশ পাইলট।" ভারতবর্ষের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ দেখতে গিয়ে, প্রকৃত দেশসেবা করতে গিয়ে বহু সৎ ও দক্ষ প্রশাসককে অর্বাচীন ও চরিত্রহীন রাজনৈতিক নেতারা মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদান করেন। অন্যদিকে আই এস আই-এর চরেরা বেকসুর খালাস পেয়ে যান। এমন ঘটনার নজির ভারতবর্ষে অনেক আছে। বাবরি কাঠামো ধ্বংসের নিন্দায় সারাদেশ জুড়ে ধিক্কার মিছিল ও সম্প্রীতির জন্য শান্তি মিছিলের বন্যাস্রোত বয়ে গেছে। কিন্তু সেই সময় পাকিস্তান বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবী জুড়ে যে কয়েক হাজার হিন্দুমন্দির ধ্বংস হলো সে সম্পর্কে কেউ কোনও উচ্চবাচ্যও করলেন না। দেশের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আইন প্রণয়নে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে নির্লজ্জভাবে তোষণ করার যে জঘন্য নজির আমদের দেশে রয়েছে তা দৃষ্টান্তসহ জনসাধারণের সামনে হাজির করা প্রয়োজন। অভিন্ন দেওয়ানী আইন আজও ভারতবর্ষে চালু করা গেল না। অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তির পদলেহনে ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজনৈতিক দল এক অশোভনীয় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কোনও সরকারি সতর্কতা নেই। গ্রামাঞ্চলে এই সমস্ত অশুভ শক্তির দাপটের বিরুদ্ধে নিরীহ নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়ার কোনও আইনি ব্যবস্থা নেই। রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের লোভে অনেক অনাচার দেখেও মৌনীবাবা সেজে বসে থাকেন। এই তোষণনীতির কুফল আজ ভারতের বাইরেও সারাবিশ্বে ছড়াতে শুরু করেছে। তার চরম মূল্য আজ দিতে হচ্ছে আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশকেও। ইউরোপের বহুরাষ্ট্র আজ মুসলমান আতঙ্কবাদীদের দাপটে থরহরি কম্পমান। তবু তাদের চোখ খুলছে না। লেখক সকলকে সতর্ক করেছেন। বইটির বহুল প্রচার কাম্য।

শ্যামলেশ দাশ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইমাম ভাতা দেশকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করবে

গত ৩ এপ্রিল নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে সরকারী ব্যয়ে ও সরকারী ব্যবস্থাপনায় ইমামদের সম্মেলন ডেকে মুখ্যমন্ত্রী ৩০ হাজার ইমামকে মাসিক ২৫০০ টাকা ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

এক মাসের মাথায় ২ মে, মোয়াজ্জিনদেরও ১০০০ টাকা ভাতা এবং সমস্ত মুসলিম গোষ্ঠীকে সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে এলেন।

পশ্চিমবঙ্গে ইমাম ভাতা চালু হলে, ভারতের সব রাজ্যেই এই ভাতা চালু হবে। সারা ভারতে কম করে ১০ লক্ষ মসজিদ আছে। মসজিদ পিছু বছরে ২৫০০+১০০০×১২= ৪২০০০ টাকা হিসাবে ১০ লক্ষ মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের ভাতা দিতে হবে ৪২০০ কোটি টাকা। তার সঙ্গে যোগ হবে তাদের জন্য বিনাপয়সায় জমি বাড়ি ও সন্তানদের চিকিৎসা ও শিক্ষার বিপুল ব্যয়।

মহামতি রাজীব গান্ধী যুগান্তকারী 'মুসলিম মহিলা বিল' পাশ করেছিলেন। মুসলিমরা ৪টা পর্যন্ত বিয়ে করবে আর তালাক দেবে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের খোরপোষ দেওয়া হবে হিন্দুদের করের টাকায়।

যেমন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা : মদ খাও, মরে গেলেই দু'লাখ টাকা পাবে। কেন্দ্র সরকার হজ যাত্রার ভরতুকি দিতে এবং হজযাত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা প্রতিনিধি পাঠাতে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেন। সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছেন, এই ব্যয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এর কোন প্রাসঙ্গিকতা নাই। (৯.৫.১২ বর্তমান, ৫ পাতা)

তবে, সব কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে মমতা ব্যানার্জীর ইমাম-ভাতা। হয়তো এজন্য "গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস"-এ তাঁর নাম উঠবে। নাম উঠুক বা না উঠুক দেশটা ইসলামিকরণে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের মিলিতভাবে এই অসাংবিধানিক এবং অনৈতিক নগ্ন মুসলিম তোষণের তীব্র নিন্দা করা উচিত।

বুদ্ধ পূর্ণিমা শ্রীঅম্বিকা প্রসাদ পাল
৬.৫.২০১২

'... গ্রন্থকার অম্বিকা প্রসাদ পাল কোন প্রথাসিদ্ধ লেখক নন। কিন্তু যেহেতু সংবেদনশীল মানুষ, তাই দেশে বা সমাজ ব্যবস্থায় যা কিছু বিসদৃশ দেখেছেন সেই বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতিকেই তিনি এখানে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এর মধ্যে যদি কেউ মুসলিম-বিদ্বেষ লক্ষ্য করেন তাহলে আমি বলব, চশমাটা পাল্টান। আর আত্মানুশীলন, আত্মবীক্ষা করুন।

ঐ তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র ভজ গোবিন্দ জপে আত্মাকে রক্ষা করা যাবে না। তিনি বিদ্বিষ্ট হওয়ার কথা কোথাও বলেন নি। কিন্তু হকের অধিকার রক্ষায় যে জাতি কানা বা অন্ধ তার বা তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের প্রয়াস তিনি করেছেন। একান্ত আশা করব, তাঁর উদ্দেশে সাফল্য অর্জনে সমর্থ হবে।

—জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়